সাথে চলা!

নারী ও পুরুষ উভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুসমাচারের পক্ষে একসাথে কাজ শুরু করার জন্য- এক পৃষ্ঠার পরিজ্ঞান।

Chad Neal Segraves, DMiss
Leslie Neal Segraves, DMiss

SERVING SHOULDER to SHOULDER

সাথে চলা !

নারী ও পুরুষ উভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুসমাচারের পক্ষে একসাথে কাজ শুরু করার জন্য- এক পৃষ্ঠার পরিজ্ঞান।

চ্যাড নীল সেগ্রেভসা॥ ডক্টর অব

মিসিওলজি

লেসলি নীল সেগ্রেভসা॥ ডক্টর অব

মিসিওলজি

সাথে চলা: নারী ও পুরুষ উভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুসমাচারের পক্ষে একসাথে কাজ শুরু করার জন্য এক পৃষ্ঠার পরিজ্ঞান।

কপিরাইট © ২০২২ চ্যাড নীল সেগ্রেভস্ ও লেসলি নীল সেগ্রেভস্ কতৃক সর্বস্বত্ত সংরক্ষিত।

১০/৪০ একটি আন্তর্জাতিক পরিচর্যা যা বিশ্বাসীদেরকে তৈরি করে; সজ্জিত করে; যেন তারা সবচেয়ে কম সুসমাচার প্রচারিত স্থানে লোকদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিতে পারে। বিগত দুই দশক ধরে ১০/৪০ ইউএস এর স্থানীয় জামাত ও ১০/৪০ এর কাছাকাছি বসবাসকারী স্থানীয় লোকদের সাথে অংশীদার হয়েছে। এই অংশীদারিত্ব কথা এবং কাজকে একত্রিত করতে কাজ করে পাক-রূহের শক্তি দ্বারা। এবং এর ফল স্বরূপ গৃহ জামাত গুলি বিশাল হারে বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

সর্বস্বত্ত সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোন অংশ, এমনকি ছবি এবং চিহ্ন কোন কিছুই স্বত্তাধিকারীর লিখিত অনুমোদন ব্যতীত পুনর্মুদ্রনযোগ্য নয়। শুধুমাত্র অন্য বই থেকে ব্যবহৃত উধৃতি ব্যতীত- যা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বইটি যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হয়েছে।

অধিক গুরুত্বারোপকৃত কিতাবের উধৃতিগুলি লেখক কতৃক যোগ করা হয়েছে।

কিতাবের উধৃতিগুলি কিতাবুল মোকাদ্দস এবং নিউ ইন্টারন্যশনাল ভার্সন(এনআইভি) থেকে নেয়া হয়েছে। কপিরাইট ১৯৭৩, ১৯৭৮,১৯৮৪, ২০১১

বিবলিকা ইন্ক কতৃক সর্বস্বত্ত সংরক্ষিত, জোন্ডারভানের অনুমতিক্রমে ব্যবহৃত। বিশ্বব্যাপী সর্বস্বত্ত সংরক্ষিত।

সূচিপত্র

ভূমিকা

পাঁচটি পরিবারের পর্যালোচনা।

মূল প্রশ্ন	অনুচ্ছেদ	ধারণা
আদর্শ পরিবার		
১. চূড়ান্ত লক্ষ্য কি?		*(টেলোস) telos*
২. আল্লাহ্ কি পুরুষ নাকি নারী, নাকি উভয়ই, নাকি কোনটিই না?	পয়দা ১, ইউহোন্না ৪	*(আব্বা) Abba*
৩. *কে আল্লাহের প্রতিকৃতিতে সৃষ্টি হয়েছে..নারী নাকি পুরুষ, নাকি উভয়েই?*	পয়দা ১	*(ইমাগো ডেই, আদম) imago Dei, adam*
৪. আল্লাহ্ কি আসলেই পুরুষ ও নারী উভয়কেই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন?	পয়দা ১	পাঁচ আদেশ
৫. নারীকে কি পুরুষের সহযোগী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে?	পয়দা ২	*(ইজার) ezer*
৬. প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কি পুরুষই সবসময় নেতৃত্ব দেবে?	পয়দা ২	নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে সৃষ্টি
পতিত পরিবার		
৭. আল্লাহ্ কি দুঃখ, কষ্ট, ঘাম, কাঁটা ও শুধুমাত্র পুরুষের কতৃত্ব চান?	পয়দা ৩	*(মাশাল) mashal*
৮. স্ত্রীর কি তার স্বামীর প্রতি আকাঙ্খা থাকা উচিত?	পয়দা ৩	*(সুগাহ) t'suqah*
৯. গ্রীক, রোমীয় এবং ইহুদি সংস্কৃতি কি একটি পতিত সংস্কৃতি?		কিতাবী সংস্কৃতি
উদ্ধারকৃত পরিবার		
১০. নারীদের প্রতি ঈসার আচরণ কেমন ছিল?	ইউহোন্না ৪, লূক ১১	নাজাতদাতা
১১. ঈসা কেন ১২ জন পুরুষকে বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু একজন নারীকেও নেননি?	প্রেরিত ২	বারোজন
১২. একটি আদর্শ বিয়ে খুঁজে পেতে ঈসা কোথায় নির্দেশনা দিয়েছেন?	মথি ১৯	রেফারেন্স
১৩. ইহুদি পুরুষেরা কি তাদের মহিলা না বানিয়ে পুরুষ বানানোর জন্য আল্লাহ্কে ধন্যবাদ দিত?	গালাতীয় ৩	*(বেরাকা) Beraka*
১৪. আপনি কি কিতাব থেকে একটি ভাল উদাহরণ দিতে পারবেন যেখানে একজন মহিলা নেতৃত্ব দিয়েছেন?	ইফি ৪	পাঁচ-ভাঁজ অ্যাপেপ্ট (APEPT)
১৫. পাক-রূহ্ কি লিঙ্গ বিভেদে পাক-রূহের দান করেন?	রোমীয় ১২, ১ করি ১২	(ক্যারিস) *charis*
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিবার		
১৬. পুরুষ কি নারীর মস্তক নয়?	১ করি ১১:৩	*কেফ্যালে kephale*
১৭. অ্যারিস্টটল কি নারীদের ত্রুটিযুক্ত বলেছিলেন?		*কেফ্যালে kephale*
১৮. মস্তকের (হিব্রুতে rosh) গ্রীক অনুবাদ কি কেফ্যালে ("*kephale*")?		রোশ, কেফ্যালে LXX, *rosh, kephale*
১৯.নারীরা কি পুরুষের গৌরব?	১ করি ১১:৭-৯	*ডি, ডায়া de, dia*
২০. পৌল কি মহিলাদের নিষিদ্ধকারী ছিলেন নাকি মুক্তি দানকারী ছিলেন?	রোমীয় ১৬	*সিনারগোস, প্রোস্টাটিস synergos, prostatis*

সূচিপত্র

২১. ২-২-২ নীতিটি কি মহিলা শিক্ষকদের জন্য দরজা খুলে দেয়?	২ তীম ২:২	*অ্যানথ্রোপোস anthropos*
২২. কিতাব কি বলে না যে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্ব করবে?	১ করি ৭	*এক্সোজিয়া exousia*
২৩. ত্রিত্ব কি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে গঠিত? নারী ও পুরুষ ও কি তাই?	ইউহোন্না ১৪	*পেরিকোরেসিস perichoresis*
২৪. ১ করি ১৪:৩৩ আয়াতে ওই সময়কালটি কী পরিবর্তন সাধন করে?	১ করি ১৪	কোন বিরামচিহ্ন নয়।
২৫. ১ করি ১৪ রূকুতে কি কোন বাক্যালঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে? এবং কাকে নিশ্চুপ করা হয়েছে?	১ করি ১৪	*চিয়াজম এবং সিগাটো chiasm* and *sigato*
২৬. জামাতে নারীদের কথা বলা কি লজ্জাজনক?	১ করি ১:১৪	আত্মিক/আধ্যাত্মিক শ্লোগান
২৭. নারীরা কি সহজে প্রতারিত হয়?	১ তীম ২	আর্তেমিস, সৃষ্টির অনুক্রম
২৮. একজন নারী কি আল্লাহ্ওহী কতৃত্বের সাথে শিক্ষা দিতে পারে?	১ তীম ২	*অথেনটিও authenteo*
২৯. কে জামাতে নেতৃত্ব দেবে এটি কী পৌল সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন?	১ তীম ৩	*টিস, ডিয়াকোনোস tis, diakonos*
৩০. যখন নারী এবং পুরুষের বিষয় আসে, তখন কে কার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে?	ইফি ৫	*হিপোটাসসো hypotasso*
৩১. কিতাব কি নারী পুরুষের ভূমিকা বা কাজ বর্ণনা করেছে?		কাজসমূহ
৩২. নারী পুরুষ একে অপরের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত?		*অ্যাল্লেলয়স Allelois*
৩৩. ১০+ সাধারণ বিরোধিতা গুলি কি কি?		বিরোধিতাসমূহ

অনন্তকালীন পরিবার

৩৪. কিভাবে ঈসা (বর) জামাতকে (কনে) বিয়ে করবেন?	প্রকাশিত ১৯	*ইক্যাড, এইস echad, eis*
৩৫. কে লক্ষ্যে পৌছাতে শ্রম দিয়েছে?	প্রকাশিত ৭	*পানতা তা এথনে panta ta ethne*
৩৬. আল্লাহ্ অনন্তকালীন পুরস্কান কি লিঙ্গ ভেদে দেবেন?		*ডৌলোস doulos*
৩৭. আল্লাহ্ জানতেন কোথায় থামতে হবে.. আমরা কি জানি?	পয়দা ২	*সাব্বাত shabbat*

ভূমিকা

হ্যালো, বন্ধুরা!

যদি আপনি আল্লাহ্‌র কালামের সাথে দৌড়াতে পছন্দ করেন, তাহলে আপনি সঠিক স্থানেই এসেছেন। যদি আপনি শিষ্য, নেতা, এবং জামাতের বহুবৃদ্ধিকরণ চান, তাহলে আপনি সঠিক স্থানেই এসেছেন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে আপনাকে স্বাগতম! এই বইটি পড়ার সময়ে আপনি বুঝতে পারবেন আমরা কিতাবের খুব গভীরে ঢুকে যাই। এটিই আমাদের শুরু! এমনকি "কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে" এই বাক্যংশটিও কিতাব থেকে নেয়া।

কয় বছর আগে, পুরাতন নিয়মের একজন ভাববাদী আমাদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সফনিয় আল্লাহ্‌র দেয়া একটি বার্তা বলেন এবং সফনিয় ৩:৯ আয়াতের সেই বার্তাটি হলো-

"তারপর আমি জাতিদের মুখ পাক-সাফ করব,
যাতে তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে,
আমার নামে ইবাদত করতে পারে।" (কিতাবুল মোকাদ্দস)

জাতিগণ, পাক-সাফকৃত মুখ, তাঁর নাম

আমরা যত বেশি এই আয়াতটি পড়তে ও মোনাজাত করতে থাকলাম, তত বেশি আল্লাহ্‌র হৃদয় গভীর ভাবে বুঝতে লাগলাম। যেমন ভাবে একটি ফুলের কলি পরিপূর্নভাবে প্রস্ফুটিত হয়, ঠিক সেভাবেই আল্লাহ্‌র ঘোষণা কয়েকটি বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হতে লাগল।

১. ***জাতিগণ-*** আল্লাহ্‌ বলেননি "আমার জাতি"। তাহলে এটি ইস্রায়েল জাতির দিকে নির্দেশ করতো। বরং এখানে সারা পৃথিবীর লোকদের সমাবেশের কথা বলা হয়েছে , অইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র হৃদয় প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর জন্যেও ক্রন্দন করে যাতে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে পুনর্মিলিত হয়।

২. ***পাক-সাফকৃত মুখ-*** আপনি হয়তো এই বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন যে কিভাবে একটি শুচিকৃত মুখ আল্লাহ্‌র এবং চরিত্র প্রকাশ করে। চিন্তা করুন, ইশাইয়া যখন আল্লাহ্‌র সিংহাসনের কক্ষের দর্শন পেয়েছিল তখন কি ঘটেছিল? উচ্চ পদস্থ দূতগণেরা তখন "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র" বলে চিৎকার করছিল। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আল্লাহ্‌র সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করে, পরিমার্জন করে এবং প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র রয়েছে পবিত্র প্রেম, পবিত্র করুনা,পবিত্র বিচার। আপনি হয়তো আল্লাহ্‌র পুরো চিত্রটি ধরতে পেরেছেন, তাঁর সবই পবিত্র। যখন ইশাইয়া এটি বুঝতে পেরেছিলেন, তখনই তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "আমি একটি অশুচি মুখের মানুষ।" আল্লাহ্‌র পবিত্রতার মাঝখানে ইশাইয়ার পাপপূর্ণতার কথা তখন স্পষ্ট হয়। এই অবস্থায়, দূত তাকে বলেননি,"ইশাইয়া, তুমি অশুচি নও! তুমি হয়তো লজ্জায় পড়তে পারো, কিন্তু এটিই তোমার সত্যিকার সত্ত্বা নও। তোমাকে কখনোই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা করা হয়নি।" না, অবশ্যই না। বরং, একজন দূত জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে ইশাইয়ার ঠোঁটে স্পর্শ করে তার মুখ শুচি করে। অনুতাপ এবং বিশুদ্ধতা আল্লাহ্‌র হৃদয় বোঝার আরও বেশি ক্ষমতা দান করে। শুচিকরণের পর ইশাইয়া ত্রিত্ব আল্লাহ্‌র শব্দ শুনতে পারে, "আমাদের পক্ষে কে যাবে?" সফনিয় ৩:৯ আয়াতে বলা হয়েছে, শুচিকৃত মুখ/অনুতাপ দুইটি বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়: এটা তাদেরকে প্রভুর নামে ডাকতে সাহায্য করে, এবং এটি তাদেরকে আল্লাহ্‌র সেবা করার দিকে ধাবিত করে- যেমনটি ইশাইয়ার সাথে ঘটেছিল।

৩. ***প্রভুর নামের ইবাদত-*** এর আগে অনেক অইহুদি জাতি আরও অনেক দেবতার নামে ডেকেছিল। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কালাম থেকে দেখা যায় যে এই সব জাতিরা পরবর্তীতে সর্বোচ্চ আল্লাহ্‌র নামে ডাকবে। "আর অন্য কাহারও কাছে নাজাত নাই; কেননা আকাশের নিচে, মনুষ্যদের মধ্যে এমন আর কোন নাম দত্ত হয় নাই, যে নামে আমাদিগকে নাজাত পাইতে হইবে।" (প্রেরিত ৪:১২) পাক-সাফকৃত মুখে, সমস্ত জাতি মহানতম আল্লাহ্‌র নামে ডাকবে এবং সেই নাম জানবে।

এই অনুচ্ছেদটিতে আরেকটি কালামংশ রয়েছে:

৪. **কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে= এককাঁধে-** "তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমার নামের প্রশংসা করতে পারে।" (এক কাঁধ হয়ে।) জাতিগণ শুধু ক্ষমা এবং নাজাতের জন্য তাঁর কাছে আসবে এমন নয় বরং তারা তাঁর সেবা করবে। পাশাপাশি থেকে, কাঁধ মিলিয়ে, একতায়, একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা সত্যিকার অর্থেই এক কাঁধ হবে। পাশাপাশি, যেমন সৃষ্টির সময় ঘটেছিল, ত্রিত্ব আল্লাহ্ পাশাপাশি থেকে আমাদেরকে তার প্রতিমূর্তিতে গড়েছিলেন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলতে একই উদ্দেশ্যে পথ চলা বোঝানো হয়েছে। এই আহ্বানকৃত ও প্রেরিত লোকেরা জানে কি করতে হবে।

"এক কাঁধ" কার্যকলাপ ও অর্পিত কর্মভার প্রদর্শন করে। আমরা একই দিকে যাচ্ছি, একই দায়িত্বভার ও বোঝা বহন করছি।

আমরা যে শুধু একে অন্যের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি তা নয়, ঈসার সাথেও করি! মথি ১১:৩০ আয়াতে বলে তাঁর "জোয়ালি সহজ" এবং "বোঝা হালকা"। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাকে উপভোগ করি এই জেনে যে তিনিও আমাদের কাজ করবেন, যেভাবে আমরা একে অন্যের সাথে কাজ করি। তাঁর জন্য আমাদের কাজ করতে হয়, আবার তিনিই আমাদের সাথে সেই কাজ করেন।

আমাদের লক্ষ্য

কাঁধে কাঁধ (শোলডার টু শোলডার/এস টু এস) উপকরণটির প্রধান লক্ষ্য হলো মসীহ্‌র দেহের সাথে সংযুক্ত নারী ও পুরুষদেরকে সুসজ্জিত ভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা পাশাপাশি থেকে আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি হিসাবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে পারে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র লক্ষ্যকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে।

আল্লাহ্ নারী পুরুষকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে একসাথে কর্তৃত্ব ভাগ করে কাজ করতে পারে।

শয়তান জানে যে পুরুষ ও নারীর কৌশলগত ক্ষমতা আল্লাহ্‌র লক্ষ্যে বাহ্যিক দিকে চালিত হচ্ছে। তাই, এই শত্রু এই দলের ফোকাস ঐতিহ্য, অধিকার, অবস্থান এবং ক্ষমতার দিকে সরিয়ে দিয়ে নারী পুরুষের এই দলকে বিভ্রান্ত, বিকৃত ও বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

কাঁধে কাঁধ- এর প্রধান চাওয়া হলো আল্লাহ্‌র কর্মীদেরকে মুক্ত করা- নারী ও পুরুষ উভয়কে পরিপূর্নভাবে মুক্ত করা হবে যাতে তারা আল্লাহ্‌র বৈশ্বিক লক্ষ্যে পূরণে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারে ও ভালোবাসতে পারে।

সারাবিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন কারনে এবং প্রতিটি সংস্কৃতিতে/কালচারে নারী ও পুরুষ একসাথে সুসমাচার তবলিগের কাজে মুশকিলে পড়ে। মূল সমাধানটি পাওয়া যায় কালামের সঠিক উপলব্ধি দ্বারা । নারী পুরুষ একই প্রজাতি হিসেবে তৈরি হয়েছে, একই সাথে পতিত হয়েছে, একই সাথে মসীহে উদ্ধার পেয়েছে, একই সাথে পাক-রূহের বাসস্থান হয়েছে এবং একই ভাগ্যের দ্বারা এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আল্লাহ্ চান যেন তার লক্ষ্য পূরণে নারী ও পুরুষ একত্রে তাঁর পরিচর্যায় কাজ করবে। যাইহোক, কিছু ব্যক্তি কিতাবকে ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র কন্যাদের ক্ষমতাকে নিষিদ্ধ, সীমাবদ্ধ করতে। আমরা পরবর্তীতে সেইসব অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ দেখাব যা প্রমান করবে আল্লাহ্ চেয়েছেন ফসল সংগ্রহের জন্য নারী ও পুরুষ একত্রে কাজ করুক।

ঈসা বলেছেন আমরা তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম প্রকাশ করি যখন আমরা তার আদেশ পালন করি। এই 'সাথে চলা' বইটি/উপকরণটি আপনাদেরকে এবং আপনাদের সংযোগকে কালামের গভীরে যেয়ে বুঝতে সাহায্য করবে আল্লাহ্ কিভাবে তার পুত্র ও কন্যাদের পৃথিবীতে কতৃত্ব করতে কতটুকু মূল্য ও উপহার দিয়েছেন, যা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

এস টু এস(শোলডার টু শোলডার)-এ আমরা চেয়েছি আল্লাহ্‌র কালামকে ছেঁকে ছেঁকে দেখিয়ে দিতে যাতে আপনারা আরো দ্রুত ও আরো দূরে দৌড়াতে পারেন। যেমন হবককূক ভাববাদী বলেছেন, "কালাম গোটানো কাগজে লেখো, যেন তারা এটির সাথে চলা পারে।" আপনি যেন সমস্ত জাতিকে নাজাত দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ঈসার স্বপ্ন পূরণে সাথে চলতে পারেন!

আপনি কিতাব বিশ্বাস করতে পারেন!

কোন ভয় পাবেননা! ঈসা বলেছেন, "আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম চিরকাল থাকবে।" আল্লাহ্‌র কালাম শক্তিশালী এবং নিশ্চিত, যেকোন বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমন প্রতিরোধ করতে এবং তিন পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট মানুষের মস্তিষ্কের থেকে আসা প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। কারণ আল্লাহ্‌র কালাম অটল। আমরা চাই কাঁধে কাঁধ (এস টু এস) সম্পূর্নরূপে আল্লাহ্‌র কালামের উপর ভিত্তি করে দাঁড়ায়। কিতাব হলো সেই কাঠামো যা আল্লাহ্ আমাদেরকে জীবনধারণের জন্য দিয়েছেন। আর কোন শক্ত ভিত্তি নেই, আল্লাহ্‌র হৃদয় বোঝার চেয়ে আর কোন খাঁটি বনিয়াদ নেই।

আমাদেরকে কিতাবের ভরসা যোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দেখিয়ে দিতে কিছু চমৎকার প্রমান দেখাতে সম্মতি দিন। আপনি এইসব উদাহরণ ও প্রমান নিয়ে আরো গবেষণা করতে পারেন।

তোরাতে আশ্চর্যজনক প্রমান (আপনি এটি পড়তে চান!)

তোরা হলো হিব্রু কিতাবের প্রথম পাঁচটি পুস্তক। (পয়দা, হিজরত, লেবীয়,শুমারী ও দ্বিতীয় বিবরণ)

"TORaH" শব্দটি একটি চার বর্ণের শব্দ যার হিব্রু হিব্রু বানান **Tau**, **Vav**, **Resh**, এবং **Khet** ।

আপনি কি জানেন, আপনি যদি পয়দায়েশকে(হিব্রু কিতাবে) প্রথমবার **TAU** শব্দটি খুঁজে পান তাহলে পরের ৫০ শব্দ গুনুন, এখানে আপনি **Vav** শব্দটি খুঁজে পাবেন। আরও ৫০ টি শব্দ গুনুন, এবার আপনি **RESH** শব্দটি খুঁজে পাবেন। আরও ৫০ টি শব্দ গুনুন, এখানে আপনি **KHET** শব্দটি খুঁজে পাবেন।

এটিই **TORaH**! -এর উচ্চারণ! দারুন, তাইনা? ভালো, কিন্তু এটি এইভাবেই চলতে থাকে!

হিজরত বইটিও ঠিক একই ভাবে লেখা। ৫০ তম শব্দ শব্দগুলি মিলে TORaH শব্দটিকে গঠন করে। অসাধারন! তোরার প্রথম দুইটি বই এই ইচ্ছাকৃত ভাবে একই নকশায় তৈরি। এটি কিসের দিকে নির্দেশ করছে?

এবার পাঁচটি বইয়ের পঞ্চমতম বই, দ্বিতীয় বিবরণে যাওয়া যাক। দ্বিতীয় বিবরণে বিষয়গুলি কিছুটা আলাদা। পাঁচ আয়াতে আপনি প্রথমে **KHET** শব্দটি পাবেন, ৫০ টি অক্ষর গুনুন, **RESH** খুঁজে পাবেন, আরো ৫০ অক্ষর সামনে যান **VAV** খুঁজে পাবেন, এবং এরপর আরো ৫০ অক্ষর পর **TAU** শব্দটি খুঁজে পাবেন। বুঝতে পরেছেন কি? এটিই TORaH, যা উল্টা দিক থেকে বানান করা হয়েছে! হ্যাঁ, এটি ঠিকই দেখছেন! দ্বিতীয় বিবরণ বইটিও পয়দায়েশের মতো করে TORaH লেখা হয়েছে, কিন্তু উল্টা দিক থেকে। শুমারীপুস্তকেও ঠিক এইভাবেই উল্টো দিক থেকে তোরা লেখা হয়েছে।

তাহলে, এখন আপনি দেখছেন, প্রথম বই দুইটি সামনের দিকে তোরা লেখে, আর শেষের বই দুইটি পিছন দিক থেকে তোরা লেখে। কিছুটা আয়নার প্রতিচ্ছবির মতো। মনে হয় এই চারটি বই পাঁচটি বইয়ের মাঝখানের বইটির দিকে অর্থাৎ তৃতীয় বই লেবীয় পুস্তকের দিকে নির্দেশ করছে। এই দারুন গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে কি থাকতে পারে? এতো মনোযোগ আকর্ষনের কারন কি?

আপনি কি ভাবছেন লেবীয় পুস্তকেও ৫০ শব্দ আগপিছু করে TORaH লেখা হয়েছে? না! এখানে সম্পূর্ন নতুন সংখ্যার নকশা অনুসরণ করে নতুন শব্দ লেখা হয়েছে। তাহলে, প্রস্তুত হোন..

লেবীয় পুস্তকে :

- প্রথম **YODH** শব্দটি খুঁজে বের করুন...সাতটি অক্ষর গুনুন
- **HE** শব্দটি খুঁজে বের করুন... সাতটি অক্ষর গুনুন
- **VAV** শব্দটি খুঁজে বের করুন ... আরো সাতটি অক্ষর গুনুন
- **HE** খুঁজে পাবেন

এই সবগুলি মিলে কি হয়? Y-H-W-H

এই চারটি অক্ষর আল্লাহ্‌র নাম- Yah-He-Veh-He অথবা YaHWeH. অসাধারণ!

তাহলে প্রথম পাঁচটি বই এই প্যাটার্ন অনুসরন করে-:

TORaH TORaH YHWH HaROT HaROT

এই দারুন গঠন থেকে আমরা কি বুঝতে পারি?

তোরা আক্ষরিক অর্থেই সামনে ও পিছনে উভয় দিক থেকে আল্লাহ্‌র দিকে নির্দেশ করে! YHWH আল্লাহ্‌ই এই সব কিছুর কেন্দ্র, উৎস, ভিত্তি, প্রধান উদ্দেশ্য, কালামের প্রধান বিন্দু!

আবারো বলি, আপনি কিতাবের উপর ভরসা করতে পারেন। এটি শুধুমাত্র কিছু গল্পের সমন্বয় নয়। প্রত্যেকটি শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক, প্রতিটি গল্প যেভাবে বলা উচিত, ঠিক সেভাবেই বলা হয়েছে, প্রতিটি আইন স্পষ্টতার সাথে বলা হয়েছে।

প্রতিটি ভালো, খারাপ ও আশ্চর্য কাজ বলে যে এই অসাধারণ সৌন্দর্যের বর্ণনার লেখক- আল্লাহ্‌। আমরা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর চরিত্রকে বিশ্বাস করতে পারি।

আমরা কিতাব ভালোবাসি, কিন্তু ইবাদত করি আল্লাহ্‌র। যেহেতু আমরা কিতাব ভালোবাসি তাই পুরাতন নিয়ম বা পৌলের চিঠি ছুঁড়ে ফেলি না। কারোই এই চিন্তা করা উচিত নয় যে তারা ইচ্ছা মতো বেছে নিতে পারে যে কোন অনুচ্ছেদটি বা কোন পদটি মেনে চলতে হবে। কিন্তু আমাদের শিখতে হবে কিভাবে কিতাবের শিক্ষা প্রয়োগ করা যায়, কারণ আমরা বেশির ভাগ সময়েই এটির অপপ্রয়োগ করি!

একটি ব্যক্তিগত নিষ্পেষণ

যখন আমি (চ্যাড) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন আরেকজন শিক্ষার্থী, একজন মেয়ে আমাকে বললো, "আমার সত্যিই মনে হচ্ছে আল্লাহ্‌ আমাকে একজন পালক অথবা জামাতের নেতা হতে আহ্বান করছে। তুমি এই বিষয়ে কি চিন্তা করো, চ্যাড?"

এই সময়টি ছিল একান্তই আমার দখলে। আমি কি তাকে উৎসাহ দেবো, গড়ে তুলবো, তার কাছে জীবনদায়ী কালাম বলবো? নাকি তার স্বপ্নকে ভেঙে দেব?

আমি তার দিকে তাকালাম এবং ভদ্রভাবে বললাম, "আমি দেখছি আল্লাহ্‌ তোমাকে সত্যিই ব্যবহার করছে এবং পরিচর্যার জন্য তোমার সত্যিই অনেক দক্ষতা রয়েছে। কিন্তু আমি এই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারি না, পৌল ১ তীমথিয় ২ রূকুতে যা বলেছেন- আমি উপদেশ দিবার বা কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিই না।- আমি সত্যিই দুঃখিত, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি কিভাবে একজন পালক বা জামাতের নেতা হিসেবে যোগ্য হবে।"

আমি সম্পূর্ন দলের সামনে তাকে নিষ্পেষনমূলক শব্দ বললাম।

হয়তো আপনাকেও এভাবে লোকেদের সামনে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে, অথবা আপনি কাউকে বিপর্যয়ে ফেলেছেন- একজন আল্লাহ্ওহী নারীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করেছেন।

আমার মনে হয় এতো বছর ধরে আমি যা শিখেছি তা যদি ঐ সময়টাতেও জানতাম! কিন্তু কেউ আমার কাছে ভালভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেনি যা আমার হৃদয়কে উত্তমভাবে আঘাত করবে। নারীদের জামাতের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা সবসময়ই একটি রাজনৈতিক আলোচনা অথবা অতিরিক্ত আবেগময় আলোচনায় রূপ নিয়েছে। এটি কখনোই ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভালো উত্তর নিয়ে আসেনি। প্রায়শঃই এটি একটি সমাজ সংস্কার মূলক যুক্তিবাদী আলোচনা ছিল। আমরা বুঝতে পারি যারা সত্যিকার অর্থে বাইবেল ভালবাসে তারা নারীদেরকে পরিচর্যায় নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সামনে আসে তা হলো, সাংস্কৃতিক বোঝা, অবিচার, অপব্যবহার, অর্থাৎ আবেগগত ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়। কিন্তু ধর্মতাত্ত্বিক কোন কারণ কখনো সামনে আসেই না।

কেন এতো অল্প কিছু ব্যক্তিগত গল্প ও চিত্রায়ণ?

আমরা জানি ব্যক্তিগত চিত্রায়ণ সরাসরি হৃদয়ের সাথে সু-সংযোগ স্থাপন করতে পারে। তাই আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই অনেক বেশি গল্প জুড়ে দেই নি। বিশ বছরের পরিচর্যার অভিজ্ঞতায় আমাদের অনেক গল্প ও অভিজ্ঞতা রয়েছে, সারা বিশ্বের অনেক বিশ্বাসীর আত্মসাক্ষ্য রয়েছে যা প্রকাশ করে কিভাবে আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়কেই ফলশালী কর্মী হিসাবে তার কাজের জন্য ব্যবহার করেছেন। যেহেতু কিতাবীয় ধর্মতত্ত্বের প্রমান ব্যক্তিগত আত্মসাক্ষ্যের থেকে ভারী, তাই আমরা কিতাবের সংস্কৃতি, কিতাবের প্রেক্ষাপট ও কিতাবের ভাষা ব্যবহার করার দিকে জোর দেবো। আমরা হয়তো গল্প গুলো আলাদা প্রেক্ষাপটে বা স্থানে বলতে পারি, কিন্তু আমরা সম্পূর্নভাবে কিতাবের শব্দগুলিতে ফোকাস করার চেষ্টা করবো।

আমাদের অনুপ্রেরনা হলো আল্লাহ্র লক্ষ্য পূরণ করা ও তার জন্যকর্মীদের বহুগুণে বৃদ্ধি করা। এই প্রক্রিয়ার জন্য, আমরা কিতাবের কিছু রূকুর ব্যখ্যা করবো যা আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হয় যে আল্লাহ্ কতৃক নারীদের ব্যবহারের দিকটি সীমাবদ্ধ বা বাধা দেয়া হয়েছে।

প্রতিটি ভাগে আমরা সাংস্কৃতিক সমস্যা অথবা হিব্রু বা গ্রীক ভাষার কিতাবের মূল শব্দগুলি নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা হয়তো আপনার কাছে নতুন, যেমন হিব্রু উপমা, বাক্যালংকার। আমরা খুবই উৎসাহপূর্ন কারণ এই ভাষাগত রহস্যের সূত্র আমাদেরকে লেখকের হৃদয় বুঝতে সাহায্য করবে, সেই সাথে লেখকের আসল উদ্দেশ্য এবং পাঠকবর্গ কি বুঝতে কি বুঝেছেন তাও বুঝতে দেবে।

এমনকি আমরা ইতমধ্যেই বাক্যালংকার ও হিব্রু উপমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, ধরতে পেরেছেন কি? সেই অসাধারন তোরা-র উদাহরণ। শুরুর জিনিস শেষের জিনিসের সাথে মিল রেখে মাঝখানে আসল বিষয়টি রাখা।
আমার মনে হয় এই বিষয়টি সত্যিই অনেক মজার!

তিনটি ভয়

সত্যি বলতে এই সম্পূর্ন প্রকল্পটিতে আমার তিনটি ভয় রয়েছে।

১. প্রথমত, লোকে হয়তো আমাদের কথা না বুঝেই আমরা যা বলেছি তা গ্রহন করে নেবে। এই বইটির জন্য চিন্তাপূর্ন বিবেচনা দরকার। আমরা বলছি বলেই এই তথ্য গুলি বিশ্বাস করবেন না। আমরা চাই আপনি মোনাজাত করুন, ভাবুন, যীশুর কাছে জিজ্ঞাসা করুন। আমরা বিশ্বাস করি আমরা যা বলছি তা সঠিক কিন্তু প্রেরিত পিতর বলেছেন, "কাজের জন্য মনকে প্রস্তুত করো।"

২. লোকেরা চিন্তা করে,"ওহ, এইটা খুবই কঠিন বিষয়, আমার ধর্মতত্ত্বে একটি ডিগ্রি থাকা দরকার।" অথবা "আমি আমার কিতাবকে বিশ্বাস করতে পারি না যদি না আমি গ্রীক ভাষা জানি, আমি আশা ছেড়ে দিচ্ছি!" অবশ্যই না! আপনি কিতাব বিশ্বাস করতে পারেন। আমরা শুধু আপনাকে কিছু উপকরণ দেখাচ্ছি এবং পৌলের কিছু বিভ্রান্তিকর অধ্যায় ব্যাখ্যা করছি। আমরা এই গুলির মধ্য দিয়ে আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই, আপনাকে অনুৎসাহিত করা বা থামানোর জন্য নয়।

৩. আমাদের আরেকটি ভয় হলো লোকে আমাদের এই তথ্যগুলো দ্বারা পাপ কাজকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার করার জন্য অপব্যবহার করবে। ইশাইয়া ৬ রূকুতে আল্লাহ্‌কে ঘিরে থাকা দূতেরা, "প্রেম, প্রেম,প্রেম" বলে চিৎকার করেনি। তারা কি বলেছিল? আক্ষরিক অর্থেই "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র" বলে চিৎকার করেছিল। আমরা যা কিছুই বিস্তারের চেষ্টা করি না কেন তা যেন আল্লাহ্‌র পবিত্রতার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত থাকে।

তাই দয়া করে এই বইটি এমন কাজকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে ব্যবহার করবেন না যা সর্বোচ্চ, জীবনদায়ী, পবিত্র আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যায়।

চারটি মূল প্রশ্ন

যেহেতু আমরা শিষ্যদেরকে শিষ্য তৈরি করতে দেখতে পছন্দ করি, তাই আমরা শিষ্য তৈরির আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ, চারটি মূল প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত করেছি। কিছু নীতি এবং কিছু প্রশ্ন বিভিন্ন সংস্কৃতিতে স্থানান্তরিত হবে। এই প্রশ্ন গুলি যা সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করবে তা বুঝতে সাহায্য করবে যে আমরা প্রাচ্যের অথবা পশ্চিমা সংস্কৃতিকে বিস্তার করতে চাচ্ছি না বরং আল্লাহ্‌র রাজ্যের সংস্কৃতিকে বুঝতে ও বিস্তার করতে চাচ্ছি।

মূল প্রশ্ন
১.এই পৃষ্ঠাটি আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?
২.জাতি বা লোক সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?
৩.আমি কোন আদেশটি পালন করবো?
৪. আমি এটি কার কাছে বলতে পারি?

চারটি প্রশ্ন আমাদেরকে দেখায় যে কিতাবে আমরা যা ই পড়ি না কেন, তা আমাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়ে জানাবে:

১. আল্লাহ্‌র চরিত্র ও প্রকৃতি
২. মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি
৩. বাধ্যতা অনুশীলনের পদক্ষেপ (আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে বলি দেরিতে বাধ্য হওয়া অবাধ্যতা)
৪. এই তথ্য অন্যদেরকে জানানোর প্রত্যাশা। আমরা এই ধারণা করছি আপনার চেনা মহলে কারও হয়তো এই তথ্য জানা প্রয়োজন। তাহলে আপনি কাকে বলছেন?

আপনার জন্য অথবা আপনার জন্য নয়?

এসটুএস চায় ঈসার অনুসারী শিষ্যগঠনকারী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করতে, যারা কিতাবের বাধ্য থাকতে চায় এবং জানতে চায় কিভাবে একজন নারী ও পুরুষ একসাথে সুসমাচারের পক্ষে কাজ করতে পারে। আমাদের লক্ষ্যকৃত পাঠকবৃন্দ হলো:

- **প্রথম সারির শিষ্য গঠনকারী/জামাত রোপণকারী** । আপনি সুসমাচারের জরুরি গুরুত্ব ও আরো কর্মীর প্রয়োজনীয়তা দেখতেই পাচ্ছেন। কিন্তু আপনার কিতাবে নারীদের বাধা দেয় এমন বিভ্রান্তিকর অধ্যায় গুলোর জন্য থেকে শক্ত প্রমান দরকার। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদেরকে স্বাগতম! এই বইটি বিশেষভাবে আপনার জন্যই। আমরা আশা করছি এটি আপনার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং আপনার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী জামাত স্থাপণ করতে আপনাকে সাহায্য করবে।

- **কৌতুহলী স্বতন্ত্র অনুসারী যারা** ঈসাকে অনুসরন করে, কিতাব ভালবাসে ও সব কিছু চায় যা ঈসা দিতে চায়! আপনি একজন নারীবাদী নন, আবার ক্ষমতা পিপাসু পুরুষ ও নন। কিন্তু আপনি কিতাবে দেখতে চান আল্লাহ্ আপনাকে ভালবাসে ও মূল্য দেয় এবং ব্যবহার করতে পারে, আপনার নেতৃত্ব দানের সক্ষমতা সহ।

- **জামাতে নেতা** যারা জামাত/ ধর্মসভায় মহিলাদের সম্ভাবনা দেখতে পারেন। আপনি গভীরভাবে চান আপনার উপলব্ধিতে অটল থাকতে এবং কালামের প্রয়োগ করতে। আশা করছি এসটুএস আপনার প্রেক্ষাপটে আপনার জামাতে আল্লাহ্ওহী নেতাকে প্রকাশ করতে আপনাকে সেবা দেবে।

- ***সেই রাগী মহিলা বা পুরুষ নয়*** যারা নিজেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিতাব ব্যবহার করে আল্লাহ্র পবিত্রতাকে লঙ্ঘন করতে দ্বিধা করে না। আমরা আল্লাহ্র পবিত্রকে সম্মান করি। আমরা আল্লাহ্র কতৃত্ব স্বীকার করি কারণ মানুষ হিসেবে সবচেয়ে ভালো করার উপায় একমাত্র তিনিই জানেন।
- ***মহিলাদের নেতৃত্ব বিরোধী লোক নয়*** যিনি জামাতে এটি চান না। এসটুএস এমন বিতর্কে জড়াতে চায় না যেখানে অন্য বিশ্বাসীদেরকে দোষী করা হবে। আপনি যদি এখানে আমাদেরকে দোষী প্রমান করতে চান, আমরা এতে জড়াবো না। যদি আপনি মসীহ্র মতো আলাপচারিতার জন্য এখানে এসে থাকেন, তাহলে আমরা এটাকে সম্মান করি।

আর এখন যেহেতু আমরা আমাদের কিছু লক্ষ্য, কিতাবের ও ঈসার প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং আমাদের কিছু ভয় আপনাদেরকে জানিয়েছি, আমরা আশা ও মোনাজাত করি আপনি এই বইটি উপভোগ করবেন। মোনাজাত করি বইটি আপনার, আপনার পরিবার, আপনার জামাত, আপনার নেটওয়ার্ক, আপনার দল- সবার রহমতের কারণ হোক।

ভাববাদী যিশাইয় বলেন, "তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হয়, কিন্তু আল্লাহ্র কালাম চিরকাল থাকিবে।"
এখন কালামের বাধ্য হোন এবং এর সাথেই চলতে থাকুন!

পাঁচ পরিবার পর্যালোচনা - দ্রুত দৃশ্যলব্ধ চিত্র

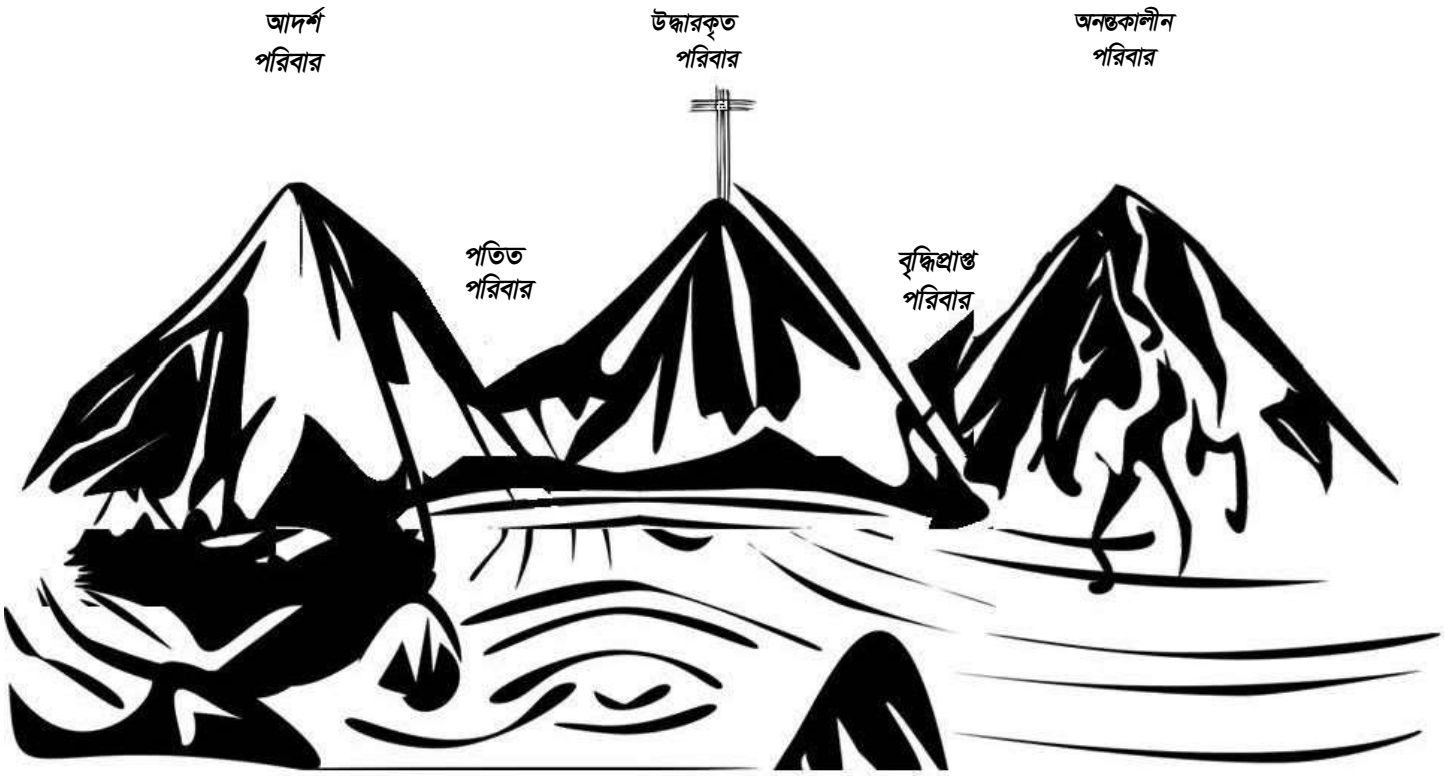

মহান আদেশ পালনের জন্য একসাথে এবং দ্রুত চলার জন্য অন্যদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে (আশ্চর্য কিছু নয়!)। মানবজাতির শুরুর সময় থেকে সময়ে সাধারণ বড় সময়কাল গুলো নির্দেশ করে কিভাবে নারী ও পুরুষ একে অপরের সাথে(এবং আল্লাহ্‌র সাথে) সম্পর্কিত ছিল। আমরা এই পাঁচটি সাধারণ সময়কালকে বলি- "পরিবার"।

যখন আমরা পরিবার নিয়ে কথা বলি আমরা সব বয়সের নারী পুরুষকে এর অন্তর্গত হিসেবে দেখি, অবিবাহিত, বিধাব অথবা বিবাহিত- সবাই পরিবারের অন্তর্গত। এর মধ্যে আপনিও রয়েছেন। কিতাব পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছু বলে- পয়দায়েশকে প্রথম পরিবার সৃষ্টির থেকে শুরু করে বেহেস্তী মহা বিবাহ পর্যন্ত। প্রেরিত পৌল ভাববাণীর মতো করে বৈশ্বিক পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেছেন:

> *বেহেস্ত আর দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীদের বিভিন্ন পরিবারের সবাইকে যাঁর সন্তন বলে ডাকা হয় সেই পিতার সামনে আমি মোনাজাতের জন্য হাঁটু পাতছি। আমি মোনাজাত করি যেন আল্লাহ্‌ও অশেষ মহিমা অনুসাওে তিনি তোমাদের এমন শক্তি দেন যাতে পাক-রূহের মধ্য দিয়ে তোমাদের দিল শক্তিশালী হয়, আর ঈমানের মধ্য দিয়ে মসীহ্‌ তোমাদেও দিল পরিপূর্ণভাবে অধিকার করেন। আমি আরও মোনাজাত করি যেন মসীহের মহব্বতের মধ্যে তোমরা গভীরভাবে ডুবে গিয়ে স্থির হও,*
>
> ইফিষীয় ৩:১৪-১৭

এই পাঁচটি পরিবার সম্পর্কে ধারণা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র হৃদয় ও অভিপ্রায় সম্পর্কে স্পষ্ট চিত্র দেখায়, সেই সাথে মানুষের প্রয়োজন এবং পাপও বুঝতে পারি। প্রথম পরিবার (আদর্শ পরিবার) এবং শেষ পরিবার (অনন্ত পরিবার) আমাদেরকে মানুষের জন্য সৃষ্টি থেকে শুরু করে অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্‌র চমৎকার পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট চিত্র প্রদর্শন করে। কেন্দ্রের পরিবার (উদ্ধারকৃত পরিবার) সব ইতিহাসের কেন্দ্রস্থিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হিসেবে ক্রুশারোপিত ঈসার দিকে বেশি ফোকাস করে। এই চিত্রের "উঁচু" অংশগুলি আল্লাহ্‌র নকশা ও পবিত্রতার জ্বলজলে চূড়া। পাহাড় চূড়া গুলি লক্ষ্য, নির্দেশনা, এবং মেনে চলার মতো মানদন্ডকে প্রতিফলিত করে।
দ্বিতীয় (পতিত)ও চতুর্থ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) পরিবার আমাদের সংস্কৃতির সাথে আমাদের সংগ্রাম এবং ঈসার মহান আদেশ পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে। নিচু সময়গুলি সেই উপত্যকাকে দেখায় যে সময়ে মানুষ- নারী ও পুরুষ শয়তান, ধোঁকা এবং দ্বন্দকে জয় করার জন্য পরিশ্রম করছে।

আপনি যেহেতু ঈসার সাথে চলতে চান, যদিও আমরা বর্তমানে পাপ এবং মৃত্যুর উপত্যকা দিয়ে চলছি, চলুন আমাদের চোখ আল্লাহ্‌র আসল উদ্দেশ্যে, তার গৌরবময় উৎসর্গ, এবং অনন্তকালীন জীবনে তার উপস্থিতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

আদর্শ পরিবার

আদর্শ পরিবারকে গভীর ভাবে আপনার মনে গেঁথে নিন।
আল্লাহ্ নারী এবং পুরুষকে তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেছেন। এই প্রথম পরিবার আল্লাহ্‌র হৃদয় ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। এই নারী ও পুরুষ পাপহীন নিখুঁত জীবন পেয়েছে, - ঠিক ভুল, সম্মান ও লজ্জা বেছে নেয়ার সক্ষমতা সহ জীবন ধারন করেছে। তাদের অস্তিত্ব নিখুঁত ভাবে আল্লাহ্‌র সাথে, পরস্পরের সাথে,এবং পৃথিবীর সাথে সঙ্গতিপূর্ন ছিল।
আপনি যদি জানতে উৎসুক হন যে আল্লাহ্ কিভাবে একটি পরিবারকে জীবন ধারণ করতে দেখতে চেয়েছেন, এটিই সেটি!

চূড়ান্ত লক্ষ্য কি?

পৃথিবীর জন্য ঈসার হৃদয়! আমরা শেষকে(*telos*) মনে নিয়ে শুরু করবো।
পৃথিবীতে থাকাকালীন, ঈসা তার অনুসারীদেরকে অনেক বড় বড় কাজ করার এবং সমগ্র জাতিকূলে পাক-রূহের মহা শক্তিতে শিষ্য তৈরি করার কাজ শেষ(*telos*) করার সক্ষমতা দিয়েছেন। (প্রেরিত ১:৮) আল্লাহ্ এই বাস্তবতাকে যোয়েল ২:২৮-২৯ আয়াতে প্রতিজ্ঞা করেছেন:
"তার পরে আমি সমস্ত লোকের উপরে আমার রূহ্ ঢেলে দেব। তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা নবী হিসাবে আল্লাহের কালাম বলবে, তোমাদের বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে ও তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে। এমন কি, সেই সময়ে আমার গোলাম ও বাঁদীদের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব।

মূল শব্দ
τέλος
telos = চূড়ান্ত লক্ষ্য, গন্তব্য, শেষ

আপনি এক প্যাডেলে সাইকেল চালাতে পারেন, কিন্তু দুইটার সাথে সাথে চালানো আরো সহজ!

"পাঁচ পরিবার" একটি কাঠামো দেখায় যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি নারী এবং পুরুষ কিভাবে সম্পর্কযুক্ত।

- **আদর্শ পরিবার-** আদিতে আল্লাহ্ পরিবার সম্পর্কে তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। একজন পুরুষ ও একজন নারী, পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। দুইজনই পবিত্র, পাপহীন, সম্মানজনক, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করার এবং কতৃত্ব করার আশির্বাদ প্রাপ্ত।
- **পতিত পরিবার-** আল্লাহের শত্রু ছলনার সাথে প্রথম নারী ও পুরুষকে আক্রমণ করে। পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করে এবং অসুস্থতা, লজ্জা, ভয়, শোষণ, ও মৃত্যু নিয়ে আসে। প্রতিটি সংস্কৃতি এবং প্রতিটি ব্যক্তি এখন এই পতিত পৃথিবীর বোঝা নিয়ে সংগ্রাম করছে। এই পতন নারী পুরুষের পারস্পারিক ভাগাভাগি করে পথ চলার সুন্দর নকশাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।
- **উদ্ধারকৃত পরিবার-** ঈসার ক্রুশ এবং পুনরুত্থাণ সকল নারী পুরুষদের জন্য আশা ও জীবন নিয়ে আসে। ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকেরা এখন সংস্কৃতির সাধারন প্রত্যাশা উর্ধ্বে যেয়ে জীবন যাপন করতে পারে। মসীহের মধ্য দিয়ে নারী পুরুষ আবার আল্লাহের রাজ্যের সহ-শাসক ও সম উত্তরাধিকারী, যারা পাক-রূহের দানে পরিপূর্ন।
- **বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিবার-**আমরা শুধুমাত্র রহমত ও রূহের দান পেয়ে সন্তুষ্ট নই। ঈসার জাতিরা জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। ঈসা তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে তারা যেন শিষ্য বৃদ্ধিকরণের কাজ করে, পৃথিবীর চারিদিক পরিপূর্ণ করে এবং মানবতাকে পরিস্ফুট হতে সাহায্য করে।
- **অনন্তকালীন পরিবার**- আল্লাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা যাবে এবং উৎযাপন করা যাবে অনন্তকালে। সেখানে থাকবে পবিত্র, সম্মানজনক সম্পর্কের সমাহার!

আল্লাহের চরিত্রই প্রকৃত ভিত্তি

আল্লাহ্ওহী শ্রেনীবিভাগ এই অধ্যয়নকে পরিচালনা করবে।

- **আল্লাহের চরিত্র-** সবকিছুই সবশেষে (*telos*) আল্লাহের প্রকৃতি ও চরিত্রের নিচে আসে। আর কোন ভিত্তি টিকবে না। প্রতিটি কাজ, বিশ্বাস, উদ্দেশ্য যা কিছু আল্লাহের চরিত্রের পবিত্রতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন সেই সমস্ত কিছু টিকে থাকবে। আর সব কিছু ম্লান হয়ে যাবে।
- **আল্লাহের রাজ্য-** রাজ্যই হলো ঈসার প্রথম ও প্রধান বার্তা। আল্লাহের রাজত্ব ও শাসন দেখায় যে আল্লাহের চরিত্র জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকাশিত। জগতের রাজ্য শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহের রাজ্য চিরকাল থাকবে।
- **আল্লাহের লক্ষ্য-** আল্লাহের আকাঙ্খা যেন সকল মানুষ তাকে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জানে এবং গৌরবে প্রশংসা করে। এখনো অনেক লোক আছে যাদের কাছে সুসমাচার পৌছায়নি। সব লোকের কাছেই ঈসার সুসংবাদ পৌছানো দরকার।
- **আল্লাহের কর্মী-** আল্লাহের রাজ্য সবার কাছে পৌছে দেয়ার-আল্লাহের লক্ষ্য সম্পূর্ন করতে, আল্লাহের রাজ্যের সমস্ত কর্মীদেরকেই প্রয়োজন। এই বইটি চায় আল্লাহের ফসল সংগ্রহকারীদের বৃদ্ধি করতে ও সজ্জিত করতে, যাতে সমস্ত লোক সংযুক্ত হয়, বিশেষত যারা এখনো সুসমাচার জানে নি।

দৃঢ় ভিত্তি

পুরো কিতাবই কতৃত্বপূর্ন এবং শিক্ষা ও সংশোধনে পূর্ন। নারী পুরুষের সম্পর্ক - আল্লাহের রাজ্য ও তাঁর চরিত্রের আলোকে, যেভাবে তার কালাম বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে বুঝতে হবে। অধিকারের জন্য আকাঙ্খা (নারী) অথবা প্রতিরক্ষা(পুরুষ) সঠিক শুরু বা শেষ নয় (*telos*)।
আল্লাহের বৈশ্বিক লক্ষ্যের সম্পূর্ণতা (*telos*)আনার অভিপ্রায় আমাদেরকে শিখতে বাধ্য করবে কিভাবে শিষ্য বহুগুণে বৃদ্ধি করা যায় এবং এমন কর্মী তৈরি করা যায় যারা আল্লাহের চরিত্র, রাজ্য ও লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে।

উপসংহার

সবশেষে (*telos*), আমরা প্রার্থনা করি যেন আপনার হৃদয়ের চোখ আলোকিত হয়, এবং ঈশ্বরের লক্ষ্য সম্পূর্ন হয় (*telos*)!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ
১.এই পৃষ্ঠাটি আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?
২.জাতি বা লোক সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?
৩.আমি কোন আদেশটি পালন করবো?
৪. আমি এটি কার কাছে বলতে পারি?

আল্লাহ্ কি নারী, পুরুষ, উভয়ই নাকি কোনটিই নয়?

আল্লাহ্ নারীও না পুরুষও না! আমাদের আল্লাহ্ পুরাতন নিয়মের কনানীয় অথবা হিন্দু, উপজাতীয় বা পুরাতন দেবতাদের মতো নয় যাদের বর্তমান যুগের লোকেরা পূজা করে, বরং তিনি এসব লিঙ্গের উর্ধ্বে!

ঈসায়ীরা এমন আল্লাহে বিশ্বাস করে না যিনি "একজন সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মানুষ, যার হাতে ও পায়ে দশটি করে আঙুল আছে।" অবশ্যই না! আল্লাহের শরীরে নারী শরীরের অংশও নেই।

মূল শব্দ
Aββα
বাবা, আব্বা, পিতা

অবশ্যই না! ইউহোন্না ৪:২৪ আয়াতে ঈসা এটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন- "আল্লাহ্ রূহ্।" যখন কালাম মাংসে মূর্তিমান হলেন তখন তিনি ছিলেন পুরুষ। যাইহোক, অনন্তকালীন ত্রিত্ব আল্লাহ্ নারীও নয় পুরুষও নয়।

কেন ঈসা আল্লাহ্কে *"Abba"* আব্বা বলে ডেকেছেন?

ঈসা আল্লাহ্কে আব্বা বা পিতা বলে ডেকেছেন শুধু এটি বোঝাতে যে আল্লাহ্ লোকদের সাথে একটি গভীর, প্রেমপূর্ণ পরিবারগত সম্পর্ক ভাগ করে নিতে চান। যে সময় ঈসা এসেছিলেন তখন তৎকালীন যিহূদীরা আল্লাহের নামের প্রতি এত নিষ্ঠাবান ছিল যে তারা সেই নাম উচ্চারণ করতো না বা লিখতো না। যিহূদী শিক্ষাগুরুরা এমন শিক্ষা দিতো না যে আল্লাহ্ খুব কাছের বা তাঁর কাছে পৌছানো যায়। পয়দায়েশ ২ রূকুতে যে আল্লাহ্ এদোনে এসে মানুষের সাথে হেঁটেছেন, কথা বলেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র! আব্বা বা বাবা বলার মাধ্যমে ঈসা আল্লাহ্কে একটি পুরুষালি চরিত্র হিসাবে প্রকাশ করেননি বরং তিনি লোকদের জানাতে চেয়েছেন আল্লাহ্ খুব কাছের, প্রেমময় এবং সম্পর্ক প্রিয়।

কালাম আল্লাহ্কে নারী ও পুরুষ উভয় চিত্রে আঁকা হয়েছে কারণ এই রূপক বা ব্যখ্যা লোকদের সহজে বোধগম্য। দ্বিতীয় বিবরণে ৩২:১৮ আয়াতে আল্লাহের নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, "তুমি আপন জন্মদাতা শৈলের প্রতি উদাসীন, আপন জনক আল্লাহ্কে বিস্মৃত হইলে।" যেহেতু আল্লাহ্ সমস্ত লিঙ্গের উর্ধ্বে তাই মানুষের(নারী,পুরুষের) সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলিগুলি আল্লাহের মাঝে প্রতিফলন ঘটেছে!

যে সব আয়াত আল্লাহের পুরুষালি গুণাবলি উল্লেখ করেছে:

- জবুর ৮৯:২৬ "সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা, আমার আল্লাহ্ ও আমার নাজাতের শৈল।"
- ইশাইয়া ৬৩:১৬ "তুমি তো আমাদের পিতা.. আনাদিকাল হইতে আমাদের নাজাতদাতা, এই তোমার নাম।"

যে সব আয়াত আল্লাহের স্ত্রীসুলভ গুণাবলি উল্লেখ করেছে:

- ইশাইয়া ৬৩:১৩ "মাতা যেমন আপন পুত্রকে স্বান্তনা করে, তেমনি আমি তোমাগিকে স্বান্তনা করিব"
- মথি ২৩:৩৭ *"কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নিচে একত্র করে তদ্রুপ আমিও তোমার সন্তানদিগকে কতবার একত্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"*

আমরা কি আল্লাহ্কে মা ডাকতে পারি?

যদিও আমরা আল্লাহ্কে ব্যক্তিগত ভাবে মা হিসাবে সম্বোধন করি না, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ এই সম্বোধনে বিক্ষুব্ধ হবেন না। সর্বোপরি মা বাবার সর্বোত্তম গুণাবলি গুলি আল্লাহের চরিত্রেরই প্রতিফলন। আবার লোকে যখন তাঁকে বাবা বলে ডাকে তখন তিনি পরিবর্তন হন না বা আরো পুরুষালি হন না। এবং লোকে যদি তাকে মা বলে ডাকে তাহলে তিনি পরিবর্তন হয়ে আরো মেয়েসুলভ হন না। আল্লাহ্ সেই আত্মাই থাকেন, লিঙ্গের উর্ধ্বে! খেয়াল করুন, আল্লাহ্কে সরাসরি বাবা হিসেবে ডাকা হয়েছে, কিন্তু তাকে উপমা (যেমন,ন্যায়,তেমন) দ্বারা মায়ের মতো করে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি আল্লাহ্ নারী বা পুরুষ কিছুই নন, তাই আমাদের তাকে সেইভাবেই সম্মান করা উচিত যেভাবে ঈসা করেছেন- পিতা হিসেবে। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে ঈসা বলছেন, "আমি আর আমার পিতা এক.." আবার' কিছুক্ষন পরেই শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, "হে আমাদের বেহেস্তী মাতা..?" এটা অবশ্যই অনেক বিভ্রান্তিকর হতো! জেনে রাখুন, ঈসাও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলেন!

উপসংহার

আল্লাহ্ চান লোকদের সাথে হাঁটতে, সহভাগিতা করতে, আমাদের খুব কাছের ও ব্যক্তিগত চিন্তা গুলি ভাগ করে নিতে। আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করতে ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসা, ক্ষমতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করতে ভাষাও কম পড়ে গিয়েছে। ঈসা দেখিয়েছেন যে যদিও আল্লাহ্ মহা পবিত্র ও আলাদা তবুও তিনি ব্যক্তিগত ও নিকটবর্তী। চলুন , আনন্দ করি!

চারটি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.জাতি বা **লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

কে আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছে... নারী নাকি পুরুষ, নাকি উভয়েই?

নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরি। আল্লাহ্‌র দ্বারা সৃষ্ট হলেও মানুষ বেহেস্তী নয়। যাই হোক , আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টার ছাপ দিয়ে তৈরি করেছেন। প্রতিটি মানুষেরই সহজাত মূল্য রয়েছে-সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত উপহার। আমরা এই মূল্য আয় করি নি বা পাওয়ার যোগ্যও নই। আল্লাহ্ ছেলে বা মেয়ের জন্ম হওয়া অব্দি অপেক্ষা করেন না তাঁর প্রতিমূর্তির ছাপ দিতে। আল্লাহ্‌র চিত্র প্রতিটি শিশুর মধ্যে গভীরভাবে গাঁথা রয়েছে, এই ধারণা আসার শুরু থেকেই রয়েছে। পয়দা ১:২৭ আয়াতে বলে,

মূল শব্দ

imago Dei

আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তির লাতিন শব্দ

"পরে আল্লাহ্ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ,
তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন,
সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।"

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ!

আল্লাহ্‌র কৃত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চরম পর্যায় ছিল মানুষ সৃষ্টির ঘটনা। পয়দা ১:২৬ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, আইস আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মান করি। (*tselem = ছায়া, প্রতিমূর্তি*) (*demuth* = সাদৃশ্যে) । সৃষ্টির আর কোন কিছু আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি বহন করে না, শুধু মানুষ। প্রতিমূর্তি হওয়ার প্রথম ইঙ্গিত কি?.. "যেন তাহারা সব কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারে।" নারী ও পুরুষ উভয়েই সৃষ্টির উপর শাসন করবে- একে অপরের উপর নয়। আল্লাহ্ নিজের প্রতিমূর্তি বহনকারী মানুষ দেখে খুশি হলেন এবং বললেন, "সকলই অতি উত্তম।" পয়দা ১:৩১

কিভাবে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়েছে?

আল্লাহ্‌র কি দশটা করে হাত ও পায়ের আঙুল আছে? না! মানুষকে আল্লাহ্‌র মতো করে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিকগুলি দিয়ে, আমরা: রূহানিক, যৌক্তিক, সৃষ্টিশীল, সম্পর্ক প্রিয়, সৃষ্টির সেবাকারী; আমরা ভালবাসতে, উৎসর্গ করতে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষে ধনাধ্যক্ষ হয়ে এই পৃথিবীকে চালাতে পারি। যেমন আল্লাহ্ জানতেন সাতদিনের দিন সৃষ্টি থামাতে হবে, নারী ও পুরুষও থামা, বিশ্রাম নেয়া ও সংবরণ করার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মানুষের ভালো গুণাবলি গুলির উৎস আল্লাহ্।

দুই লিঙ্গের মানুষই এমন কাজ বা বৈশিষ্ট্য বহণ করে যা আল্লাহ্‌র নিজের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। আল্লাহ্ যত্ন নেন, সুরক্ষা দেন, প্রয়োজন পূরণ করেন এবং ভালোবাসেন। পুরুষেরা যত্ন নেয়া, সুরক্ষা দেয়া, প্রয়োজন পূরন, ভালোবাসা পারে এবং তাদের পারা উচিত। একইভাবে নারীরাও যত্ন নেয়া, সুরক্ষা দেয়া, প্রয়োজন পূরন, ভালোবাসা পারে এবং তাদের পারা উচিত। যখন আমরা দেখি একজন বাবা ভালবাসার সাথে তার বাচ্চার ডায়াপার পাল্টে দিচ্ছে বা মা তার সন্তানকে কোলে দোল দিচ্ছে , তখন আমরা আল্লাহ্‌র যত্নের একটি ঝলক দেখতে পাই। আবার যখন আমরা দেখি একজন বাবা তার সন্তানকে রক্ষা করতে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে অথবা মা তার সন্তানকে হাত ধরে রাস্তা পার করছে তখন আমরা আল্লাহ্‌র সুরক্ষা প্রদানের চিত্রের একাংশ দেখি।

পয়দায়েশ ৫:১-২ আয়াতে মানুষের উৎসের কথা বলা হয়েছে:
"এই হল আদমের বংশের কথা। মানুষ সৃষ্টি করবার সময় আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর নিজের মত করে সৃষ্টি করলেন; সৃষ্টি করলেন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক করে এবং তাঁদের দোয়া করলেন।
সৃষ্টির সময়ে তিনি তাঁদের নাম দিলেন "মানুষ"।"

মূল শব্দ

אדם

আদম- মানবজাতি, মনুষ্যকূল

এই আয়াতে, প্রথম পুরুষের নাম আদম নয়। আদম নারী পুরুষ দুই জনের যৌথ পরিচয়। তারা একত্রে মানুষ জাতির সদস্য, উভয়েই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি।

উপসংহার

আল্লাহ্ নারী পুরুষ উভয়কেই তার প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেছেন। সেই কাণে আমরা উভয়কেই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি বহণকারী হিসেবে সম্মান করা উচিত ও মূল্য দেয়া উচিত। আল্লাহ্ চান তাঁর লোকেরা সকল লোকের মূল্য বুঝতে পারুক। আমরা যখন এটি করি তখন আমরা আল্লাহ্‌কে সম্মান দেই!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

আল্লাহ্ কি আসলেই পুরুষ ও নারী উভয়কেই নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

মূল শব্দ

তাদের

বহুবাচক সর্বনাম ও বহুবাচক ক্রিয়াপদ

অবশ্যই! আল্লাহ্ প্রথম নারী ও পুরুষকে সম্মান দিয়েছেন ও রহমত করেছেন এবং উভয়কেই মূল পাঁচটি আদেশ দিয়েছেন। পাপহীন সৃষ্টির আদর্শ পরিপূর্ণতায়, আমরা মানবজাতিকে রহমত করার ও এমন একটি পৃথিবী প্রতিষ্ঠা যা মানুষের উন্নতির দিকে পরিচালিত হয় - এমন ইচ্ছা আল্লাহের হৃদয়ে দেখতে পাই। পয়দা ১:২৮ আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহের প্রথম শব্দ দেখতে পাই:

"আল্লাহ্ তাঁদের দোয়া করে বললেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে দুনিয়া ভরে তোলো এবং দুনিয়াকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন। এছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি প্রাণীর উপরে রাজত্ব কর।"

আমরা কিভাবে বুঝি এই আদেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য, শুধু পুরুষের জন্য নয়? ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম

আল্লাহ্ স্পষ্টতই নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য এই রহমত ও আদেশ দিয়েছেন কারণ আল্লাহ্ পাঁচটি, বহুবচন ও অনুজ্ঞাসূচক হিব্রু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। আবার লক্ষ্য করুন আল্লাহ্ তাদেরকে "তাদের" বহুবচন দ্বারা রহমত করেছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শক্তিশালী ও ঐকতানিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করেছেন সেই শুরু থেকেই।

আল্লাহ্ বহুবচন ক্রিয়াপদ ও বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করেছেন

প্রথম পাঁচ আদেশ

আল্লাহ্ নিজেই এই পাঁচটি, অভিন্ন ক্রিয়াপদ দিয়ে পুনরাবৃত্তি করেননি। বরং এই আদেশগুলো লোকেদের জন্য আল্লাহের স্পষ্ট ও কৌশলগত নীলনকশা প্রদান করে। যেহেতু, আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথেই কথা বলেছেন, তাই তাদের উভয়কেই এই আদেশের প্রতিটি আদেশ পালন করতে হবে।

১. ***পারাহ* (ফলশালী হওয়া)** – আল্লাহ্ প্রথম দম্পতিকে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন তারা একে অপরকে উপভোগ করে। এবং আরো সন্তানের জন্ম দেয় যারাও আল্লাহের প্রতিমূর্তি হবে। কেউই এটি ভাবার মতো এতো বোকা নয় যে যে কোন এক লিঙ্গের মানুষই সন্তান জন্ম দিতে পারে। ঠিক একই ভাবে জামাতেও আল্লাহ্ চান যেন নারী ও পুরুষ উভয়েই ফলশালী, আল্লাহের প্রতিমূর্তি বহণকারী ও শিষ্য গঠনকারী হয়।

২. ***রাবাহ* (বহুগুণে বৃদ্ধি করা)** -এই অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থ হলো নারী ও পুরুষ আল্লাহের প্রাচুর্যময় জীবন দ্রুততার সাথে সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেবে যোগ করার পরিবর্তে গুণের হারে!) যেখানে ফলশালী (***PARAH)*** হওয়া অর্থ নতুন প্রাণ সৃষ্টি, সেখানে রাবাহ (***RABAH***) এই প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে ।

৩. ***মেল*(পরিপূর্ণ করা)** – এর অর্থ উপচে পড়া, পর্যাপ্ত হওয়া, এবং পরিপূর্ণ করা। আল্লাহ্ চেয়েছেন নারী পুরুষ যেন সমাজের কোন বিভাগ আল্লাহের গৌরবের স্পর্শবিহীন না রাখে: শিক্ষা, ব্যবসায়, বিনোদন, সরকার, মিডিয়া, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। আমরা আমাদের রূহের দান, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও প্যাশনের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি, সমাজের প্রতিটি অংশকে প্রভাবিত করবো।

৪. ***কাবাশ* (বশীভূত করা)** – এর অর্থ জয় করা বা অধীনে আনা। *Kabash* অর্থ মাঠ ফাঁকা করে দেয়া বা পশুদেতর বশে আনা নয়। আল্লাহ্ চান যেন আমরা সব শত্রুর উপর জয়ী হই। আল্লাহের এসেছেন শয়তানের কাজ ধ্বংস করতে (১ ইউহোন্না ৩:৮)। পুরুষ এবং নারী একসাথে ভয় এবং বিশৃঙ্খলাকে জয় করবে এবং আল্লাহের আলো ও শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে।

৫. ***রাডাহ* (কর্তৃত্ব করা)** – আল্লাহ্ চায় মানুষ সমস্ত সৃষ্টির উপর কতৃত্ব করুক এবং যত্ন নিক। কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কোন এক লিঙ্গের উপর দেয়া হয়নি। পয়দায়েশ এক রূকুতে আল্লাহ্ "তাদেরকে" কর্তৃত্ব করতে বলেছেন।, কিন্তু একে অপরের উপর নয়। আল্লাহ্ মানবজাতিকে নেতৃত্বের গুণ দ্বারা রহমত করেছেন, তারা একসাথে আল্লাহের রাজদূত হিসেবে আল্লাহের রাজত্বে আধিপত্য করবে।

৬. **উপসংহার**

আল্লাহ্ আদেশ ও রহমত দিয়েছেন দুই লিঙ্গের মানুষকেই। তিনি নেতৃত্বকে শুধু পরুষুরে মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং উভয়েই শক্তিশালী সুবিধা ও ভারী নির্দেশনা লাভ করে। শয়তান চায় আল্লাহের আদেশগুলিকে বিকৃত করতে ও আল্লাহের দলকে ভেঙে দিতে। কিন্তু আমরা পারস্পারিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আল্লাহের হৃদয়কে প্রতিফলিত করবো।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

নারীকে কি পুরুষের সহযোগী হিসেবে তৈরি করা হয়েছে?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যেমন ভাবছেন তেমন না! পয়দায়েশ ২:২০ রূকুতে বলে:

"আর সদাপ্রভু আল্লাহ্ কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয় ।
আমি তাহার জন্য অনুরূপ সহকারিণী নির্মাণ করি।"

মূল শব্দ
עֵזֶר
Ezer আইজার

তাহলে সহকারিণী ও অনুরূপ অর্থ কি?

সহকারিণী শব্দটি হিব্রু শব্দ ***EZER*** (উচ্চারণ "ay-zer"). Ezer শব্দটি পুরাতন নিয়মে ২১ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

কিতাবে প্রাথমিক সহাকারী *(ezer)* কে? সাধারণত কাকে সহকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে?

২১ বারের মধ্যে ১৬ বারই *ezer* বলতে বোঝানো হয়েছে.. আল্লাহ্কে!

আল্লাহ্ই একমাত্র যিনি শত্রুদের বিপক্ষে আমাদেরকে সহায়তা করেন ও মৃত্যুর হাত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন। আল্লাহ্ই একমাত্র যিনি আমাদেরকে সাহায্য করেন, চরম ও সামরিক শক্তি দেখান ছোট ছোট (মূসা, দায়ূদ, ইয়াকুব..ইত্যাদি) দলের প্রতি। ১৬ বার আল্লাহ্কে বলা হয়েছে *ezer*। তিনবার *ezer* উল্লেখ করা হয়েছে যখন ইস্রায়েলের শক্তিশালী সামরিক সাহায্য দরকার ছিল। আর বাকি দুইবার *ezer* ব্যবহার করা হয়েছে পয়দায়েশকে নারীদেরকে বোঝাতে। নিচে পুরাতন নিয়মের সবগুলি রেফারেন্স দেখুন। যখন হিব্রু শ্রোতারা শব্দটি শুনতো তারা মনে করতো "উদ্ধার পাওয়ার শক্তি" অথবা "সাহায্যের কাছে পৌঁছানোর শক্তি।"

EZER = শক্তি

স্পষ্টতই, শব্দটি গার্হস্থ্য দায়িত্ব বা আজ্ঞানুবর্তী বা ক্রীতদাসতুল্য কোন সম্পর্ক নেই। এই বিষয়ে চিন্তা করুন.. যদি আপনার অঙ্কে সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি কি এমন কাউকে খুঁজবেন যে আপনার থেকে কম পারে? যদি আপনাকে কেউ আক্রমণ করে তাহলে কি আপনি এমন কারো সাহায্য চাইবেন যে আপনার থেকে দূর্বল? না! আপনি অবশ্যই এমন কারো সাহায্য চাইবেন যে আপনার থেকে শক্তিশালী, দক্ষ ও আপনার চেয়ে বেশি সক্ষম।

Ezer আল্লাহ্র চরিত্রকে বর্ণনা করে। আল্লাহ্ উদ্ধারকারী, রক্ষঅকারী, প্রতিরোধকারী, সাহায্যকারী। আল্লাহ্ দূর্বলদেরকে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় শক্তি দেন। আল্লাহ্ নারীদেরকে বর্ণনা করতে এই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন যেই শব্দ তিনি নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন!

ঐইহোক, সহকারিণী বা সাহায্যকারী শব্দের পরের শব্দটি উপযুক্ত, হিব্রুতে শব্দটি হলো ***K'NEGEDU***. *K'negedu* শব্দটি এসেছে *neged* থেকে। এর অর্থ সামনে, দৃষ্টির সামনে, মুখোমুখি, প্রতিরূপ ইত্যাদি। *k'* শব্দ অর্থ সমভাবে, মতো, অনুযায়ী। তাহলে *k'negedu ezer* শব্দটিকে কিছুটা ভিন্ন মাত্রা এনে দিচ্ছে যা আল্লাহ্র নিখুঁত ঐকতান প্রকাশ করে ।

মূল শব্দ
כנגדו
k'negedu

K'NEGEDU = সমান, আয়নার প্রতিরূপের মতো।

আল্লাহ্ নারীর সৃষ্টি দ্বারা এমন "শক্তি" বা "ক্ষমতা" সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যা পুরুষের সাথে সঙ্গত হবে- "সমান শক্তি"। এই অধ্যায়ে এমন কিছু নেই যা নারীকে পুরুষের চেয়ে নিম্ন পদস্থ, দূর্বল, কম, সীমিত অথবা কম কর্তৃত্বের প্রমান করে। আল্লাহ্ নারী ও পুরুষকে বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যের শক্তিশালী পরিপূরক হতে সৃষ্টি করেছেন!

EZER এর পুরাতন নিয়মের রেফারেন্স:

আল্লাহ্কে নির্দেশ করে এমন ১৬ টি অংশ– :

হিজরত ১৮:১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:৭, ২৬,২৯, জবুর ২০:২, ৩৩:২০, ৭০:৫, ৮৯:১৯,১১৫:৯,১০,১১; ১২১:১,২; ১২৪:৮; ১৪৬:৫, হোসিয়া ১৩:৯

যেসব রূকুতে আল্লাহ্কে নির্দেশ করে না:

পয়দা ২:১৮,২০; ইশাইয়া ৩০:৫; ইহিষ্কেল ১২:১৪; দানিয়েল ১১:৩৪

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কি পুরুষই সবসময় নেতৃত্ব দেবে?

না। "ক্রমানুযায়ী"/"নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে" সৃষ্টি তত্ত্ব বলে, "যেহেতু আল্লাহ্ পুরুষকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তাই পুরুষই নেতা।" কিন্তু সৃষ্টির ক্রম কি আসলেই নেতৃত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত? নাকি আল্লাহ্ সৃষ্টির একটি আলাদা, সুন্দর উদ্দেশ্য আঁকতে চেয়েছিলেন? চলুন, "ক্রমানুযায়ী সৃষ্টি তত্ত্ব" তে কিছু যুক্তি দিয়ে দেখি।

মূল শব্দ

হিব্রু উপমা।

ক্রমানুযায়ী সৃষ্টি তত্ত্বের লেখচিত্র। নিচের কোন অংশ কি পয়দায়েশ ১-২ রূকুতে আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে?

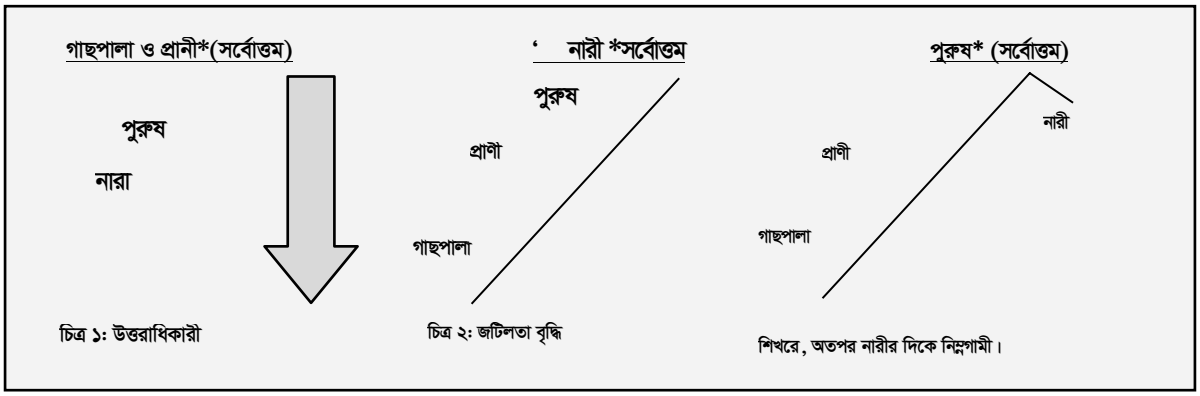

- **চিত্র ১-** পুরুষ নারীর আগে এসেছে, কিন্তু গাছ ও প্রাণীরা মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই এসেছে। এর মানে কি ক্রমানুযায়ী সৃষ্টির ভিত্তিতে যেহেতু গাছপালা, প্রাণী (এবং মাটি) আগে এসেছে তাই এসব জিনিস মানুষের উপর কর্তৃত্ব ফলাবে ও চালাবে? না!

- **চিত্র ২:** আল্লাহ্ ক্রম অনুযায়ী সৃষ্টি করলে সৃষ্টি আরো জটিল ও নিখুঁত হয় (নারী সর্বোত্তম)? না!
- **চিত্র ৩:** ক্রমানুযায়ী সৃষ্টি দ্বারা কি বোঝায় যে পুরুষ সৃষ্টির শিখরে অবস্থান করছে? পরে আল্লাহ্ পুরুষের দাসী নারীকে সৃষ্টি করেছে, প্রায় সমান কিন্তু একটু একটু নিচু, সমান কিন্তু একটু আলাদা? না!

তাহলে ক্রমানুযায়ী সৃষ্টির প্রশ্নের সমাধান কি?

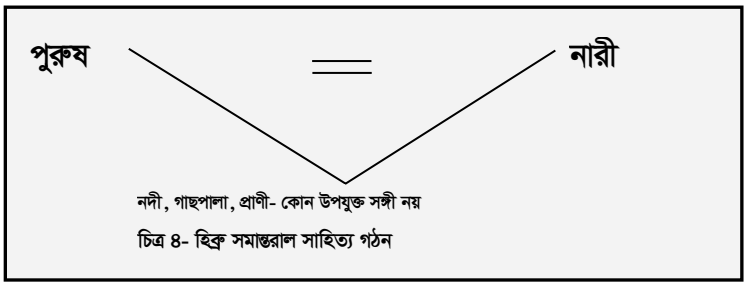

চিত্র ৪- হিব্রু সমান্তরাল সাহিত্য গঠন

হিব্রু উপমা-**প্রথম শেষের সমান** -

হিব্রু উপমা বিষয়বস্তু একই, যে শেষ প্রথমের সমান। পয়দায়েশ ২ রূকুতে, আল্লাহের সৃষ্টির প্রতিসম ক্রম পুরুষ নারীর সমতা প্রদর্শন করে। দুইজনই রহমতপ্রাপ্ত, শক্তিশালী, খাঁটি, আল্লাহের প্রতিমূর্তি। সকল সৃষ্টির মধ্যে, আর সমান পাওয়া যাবে না।

নারী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ পুরুষের প্রয়োজন পূরণ করেন, সে একা ছিল। পুরুষ তার সমচিত্র দেখে উৎযাপন করলেন, বললেন-"এই আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস।"

উপসংহার

"প্রথম" সবসময় "নেতা" নয়। আদিপুস্তকে পুরুষের সৃষ্টি যেমন শিখরে ছিল, নারীর সৃষ্টিও তেমনিই শিখরের একটি ঘটনা। উভয়কেই আল্লাহের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের একই রহমত, আদেশ ও দায়িত্ব ছিল।

প্রথম নারীকে পুরুষের থেকে সৃষ্টি করা, আর এখন সব পুরুষ নারীর থেকে সৃষ্টি হয়। কি দারুন ক্ষমতাশালী দম্পতি সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীকে রহমত করতে! প্রথমে সৃষ্ট= নেতা, কতৃত্বের অধিকারী এই না পড়ে বরং আল্লাহের পরাক্রমী, পারস্পারিক নকশাকে উৎযাপন করুন!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

পতিত

পরিবার

দুঃখজনক বিষয় এই যে, বর্তমানে আমরা সবাই একটি পতিত পৃথিবীতে বাস করছি, পতিত পরিবারের সাথে। পয়দায়েশ ৩, কিতাবের সব চেয়ে করুন ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনা করে; ছলনা, সন্দেহ, পাপ, শাস্তি, কয়েকটি টুটে যাওয়া সম্পর্ক(আল্লাহ্‌র সাথে, অন্যদের সাথে,নিজের সাথে, এবং সৃষ্টির সাথে।) এবং আল্লাহ্‌ কতৃক মানুষের সন্ধান। এখন প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতেই নারী ও পুরুষ একসাথে পতনের ভাগীদার, আল্লাহ্‌র আদর্শ থেকে অনেক দূরে। এই পাপ, লজ্জা ও ভয় পূর্ণ পতিত পৃথিবীকে জয় করার কি কোন আশা আছে?

আল্লাহ্ কি দুঃখ, কষ্ট, কাঁটা, ঘাম এবং শুধু পুরুষের কর্তৃত্ব চান?

অবশ্যই না। তাহলে আল্লাহ্ কেন পয়দায়েশ ৩:১৬-১৯ আয়াতে বলেছেন-

"আর সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে। .. তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে। আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে। তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় গমণ না করো।"

মূল শব্দ

יִמְשָׁל

yimshal - সে কর্তৃত্ব করিবে

যদি আল্লাহ্ একটি পরিস্থিতি বর্ণনা করেন, তার অর্থ কি এই যে তিনি সব কিছু ওভাবেই চালাতে চান?

আল্লাহ্ এই পৃথিবীকে পরিপূর্ণতা ও উৎকর্ষের, ঐক্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন (পয়দা ১-২) পয়দা ৩ এই পতনের করুণ কাহিনীকে বর্ণনা করে। পাপ আল্লাহের নিখুঁত ও পরিপূর্ণ পৃথিবীকে বিয়ে করে এবং আল্লাহের প্রতিমূর্তিরা পাপপূর্ণ, লজ্জিত ও ভীত হয়। এই পতিত পৃথিবী আর আল্লাহের আদর্শ বহণ করে না। আল্লাহ্ পৃথিবীকে নৈখুঁত্য ও একতার সাথে তৈরি করেছেন। (পয়দায়েশ ১-২)

নির্ধারণ নাকি বর্ণনা?

পয়দায়েশ ৩ রূকুতে আল্লাহ্ কি লোকেদের জন্য তাঁর হৃদয় বা আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে, নাকি পতিত পৃথিবীর পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন?

পয়দা ৩:১৪-১৯ আয়াতে আল্লাহ্ অনেক গুলি ঘোষণা দিয়েছেন, আর এখন আমাদের একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি কি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিচ্ছেন যে তিনি কেমন পৃথিবী চান নাকি তিনি পতিত পৃথিবী বর্ণনা দেন? উদাহরণস্বরূপ..

- কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা — আল্লাহ্ কি কাঁটা চান নাকি তিনি কাঠিন্য বা কষ্ট বর্ণনা করেছেন?
- ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে। — আল্লাহ্ কি ঘাম চেয়েছিলেন নাকি অসুবিধা বর্ণনা করেছেন?
- প্রসববেদনা — আল্লাহ্ কি এই বেদনায় খুশি হয়েছিলেন নাকি তিনি ফলাফল বর্ণনা করছিলেন?
- স্বামীর প্রতি কামনা — নারীর এই কামনা কি আল্লাহ্ চেয়েছিলেন নাকি তিনি পতনের ফল বর্ণনা করছিলেন?
- পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে — পুরুষের কর্তৃত্ব কি আল্লাহের পরিকল্পনা নাকি পতনের ফল?

যদি আল্লাহ্ কষ্ট, কাঁটা ও ঘামই চান তাহলে লোকে যখন এসব থেকে উপশম পেতে চেষ্টা করে তখন **আল্লাহের অবাধ্য হয়**।
কৃষকদের কাঁটা বপণ করা উচিত এবং সেইগুলি আর তোলা উচিত নয়। কাজের সময় আমাদের ঠান্ডা থাকার পরিবর্তে ঘাম বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। এবং প্রসবের সময় কোন ঐষধ, কোন ভাল পোশাক বা কোন স্বান্তনামূলক কথা বলা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ চান আমরা যেন অনেক কষ্ট পাই। এইটা কি ঠিক শোনায়? অবশ্যই না।

MASHAL(মাশাল) = কর্তৃত্ব

পয়দায়েশ ৩:১৪-৯ দেখায় যে, আল্লাহের নিখুঁত পরিকল্পনা থেকে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও কিছু কিতাব শিক্ষক এটি বলে যে নারীর কামনা ও পুরুষের কর্তৃত্ব আল্লাহের এই পরিল্পনা প্রকাশ করে যে আমাদের বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। এই ফলাফলগুলি আল্লাহের আদর্শ নয়। *T'suqah বলতে বোঝায় নারী তার দৃষ্টি আল্লাহের দিক থেকে সরিয়ে পুরুষের দিকে আনবে। (একজন নারীর কি তাঁর স্বামীর প্রতি বাসনা থাকা উচিত?-ওয়ান পেজারটি দেখুন।) পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে এটি আল্লাহের সহশাসন ও সহ কর্তৃত্বের নকশাকে পরিবর্তন করে।* পয়দায়েশ ১ এবং ২, কেই কারো উপর কর্তৃত্ব করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টির উপর দুজনকে কর্তৃত্ব করতে বলেছেন পয়দায়েশ ১:২৮ আয়াতে। একে অন্যের উপর শাসনের ফলে অনেক পাপ ও খারাপ বিষয় যেমন গর্ব/অপব্যবহার, পিতৃতন্ত্র/মাতৃতন্ত্র এবং পুরুষবাদ/নারীবাদ।

উপসংহার

পয়দা ৩ রূকুতে, আল্লাহ্ পাপে পতিত পৃথিবীর ফলাফল বর্ণনা করেছেন। *নারী(সুগাহ) t'suqah এবং পুরুষের mashal(মাশাল) আল্লাহের পরাক্রমী এবং ঐকতানিক পরিকল্পনার বিশ্ব পরিবর্তনকারী পরিবার নয়। এটি* পতনের ফলে সৃষ্ট ভয়ংকর দুৎখজনক ঘটনা আল্লাহের পরাক্রমী, ঐকতানিক এবং সহযোগীতামূলক দলের ভাঙন।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.জাতি বা **লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

স্ত্রীর কি তাঁর স্বামীর প্রতি আকাঙ্খা থাকা উচিত?

না। পয়দায়েশ ৩:১৬ আয়াতে প্রেক্ষাপটে নয়। আল্লাহ্ নারীকে বলেন:

"স্বামীর জন্য তোমার কামনা হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে"

মূল শব্দ

תשוקה

t'suqah

এই বাসনা কেন ভাল জিনিস নয়? এই বাসনা বলতে কি বোঝায়?

বাসনা এসেছে হিব্রু শব্দ সুকাহ ***T'SUQAH*** (“tuh-soo-kah”) থেকে ।
পুরাতন নিয়মে এই শব্দ ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে । পয়দা ৩:১৬, পয়দা ৪:৭, সোলাইমানের শীর ৭:১০।

T'SUQAH = বাসনা নাকি ফিরানো/বদলানো।

***T'suqah* = বাসনা**

বর্তমানকালে প্রায় প্রতিটি কিতাব অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করে *t'suqah অর্থ বাসনা*। এই বাসনা বলতে আসলে বোঝায় শারিরীক বাসনা বা স্বামীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা/আকাঙ্খা।

যাইহোক, ১৫২৮ সালের পূর্বে কেউই *t'suqah* কে বাসনা বা কামনা অনুবাদ করেনি। ১৫২৮ সনে, পেজিনো নামে একজন ডমিনিকান সন্ন্যাসী এই শব্দটিকে কামনা, বাসনা অথবা নিয়ন্ত্রণ হিসেবে অনুবাদ করেন। তিনি রব্বিনিক ঐতিহ্যের দিকে মারাত্মক ভাবে ঝুঁকে ছিলেন, যা নারীদের শারিরীক কামনার কথা বলে। আরও জানার জন্য ইহুদি টালম্যাডে হবার দশটি অভিশাপের ব্যাপারে দেখুন।

***সুগাহ T'suqah* = ফিরানো বা বদলানো**

আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে ১৫২৮ সনের পূর্বে এই শব্দটিকে কি অনুবাদ করা হতো- ১২ টি পুরাতন অনুবাদের প্রতিটি এই শব্দ ফিরানো বা বদলানো(ইংরেজিতে টার্নিং) হিসেবে অনুবাদিত হয়েছে। লাতিনরা এর অনুবাদ করেছে *“conversio,”* এবং সেপ্টুজিন্টরা (গ্রীক) এর অনুবাদ করেছে *“apostrophe.”* লাতিন এবং গ্রীক উভয়টিতে এই শব্দের প্রধান ধারণা বাসনা বা নিয়ন্ত্রেণের পরিবর্তে বদলানো/ফিরানো

মূল শব্দ

apostrophe

apo থেকে *strophe* - ফেরা

পতনের পূর্বে, নারীরা কোন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল? পতনের পর তার দৃষ্টি কোন দিকে গেল? **পতনের পর নারী তার আনুগত্য ও মনোযোগের দৃষ্টি বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রের দিকে নিয়ে আসে।** পতিত পৃথিবীতে নারী তার মনোযোগ আল্লাহের দিক থেকে সরিয়ে তার একনিষ্ঠতা পুরুষের প্রতি দেখানোর দিকে ঝুঁকে পড়ে।
নিরাপত্তা, উদ্দেশ্য, সুরক্ষার জন্য তীব্র আকাঙ্খা-তাও আবার ভুল উৎস থেকে।
যার ফলে সুস্পষ্টরূপেই, এই ফিরে যাওয়া অনেকগুলি দুঃখজনক ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়।

উপসংহার

পতনের সময় অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটায়! পাপ শুধু যে পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং আল্লাহের সাথে মানুষের সহভাগিতা নষ্ট করে তা নয় বরং এটি নারী পুরুষের সম্পর্ককেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। *t'suqah,* শব্দটি দ্বারা আল্লাহের পতনের ফলে নারীর একটি ঝোঁকের কথা প্রকাশ করেছেন। তারা আল্লাহের কাছে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে মুশকিলে পড়বে। - বরং তার থেকে পুরুষের একটি হাসি তাদের বেশি পছন্দনীয় হবে। আজকের দিন পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি বিশ্বাসী তাদের দৃষ্টি, আকাঙ্খা এবং ফোকাস আল্লাহের দিকে নিবদ্ধ রাখতে যুদ্ধ করে । বরং পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়া তাদের জন্য সহজ।

,

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২. জাতি বা **লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩. আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

১২ টি প্রাচীন অনুবাদ যা *t'suqah* কে ফিরানো/বদলানো অনুবাদ করেছে: * গ্রীক সেপ্টুজিয়ান্ট, সিরিয়া পেশিত্তা, সামারিটান পেন্টিয়াখ, ওল্ড লাটিন, সাহিডিক, বোহারিক, ইথিওপিক, অ্যারাবিক, অ্যাকুইলাস গ্রীক, সাইমাচুস গ্রীক, থিওডোশনস্ গ্রীক, এবং লাতিন ভালগেট। এই অনুবাদগুলিতে কে ২১ বারের মধ্যে ১৮ বারই ফিরানো/ বদলানো বলা হয়েছে।

আরও গবেষণা দেখুন:
ক্যাথরিন বুশনেল, ওয়াল্টার কাইসার

গ্রীক, রোমীয় ও ইহুদি সংস্কৃতি কি পতিত সংস্কৃতি?

অবশ্যই! পাপ জগতে প্রবেশ করার সাথে সাথে প্রতিটি সংস্কৃতি এই পতন দ্বারা আক্রান্ত হয়। পতিত পরিবার প্রতিটি সমাজকে পাপ, রোগ, লজ্জা, মৃত্যু ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত করে। এই প্রতিটি বিষয় জাতির জন্য আল্লাহ্‌র আসল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে।

মূল শব্দ

কিতাবীয় সংস্কৃতি

কিতাবীয় প্রেক্ষাপট জানা গুরুত্বপূর্ণ

গ্রীক, রোমান, এবং ইহুদি জাতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কারণ এইসব সংস্কৃতি পৃথিবীর ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। এবং এই সংস্কৃতিই সেই স্থান যেখান থেকে আদি জামাত সৃষ্টি। আসল পাঠকের প্রেক্ষাপট প্রায়ই আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে।

গ্রীক সমাজ: গ্রীকরা কিভাবে নারীদেরকে দেখতো?

কবি, দার্শনিক, সরকারি নেতা, দেব দেবী এবং অন্যান্য কাল্পনিক চরিত্ররা নারীদের প্রতি সাধারণ ধারণা প্রদর্শন করে।

- গ্রীকরা শিক্ষা দেয় যে নারীদেরকে আল্লাহ্‌ পুরুষদের থেকে আলাদা সময়ে সৃষ্টি করেছেন শাস্তি হিসেবে।
- অ্যারিস্টটল বলেছেন, নারীরা "বিকৃত মনুষ্য জাত", "ত্রুটিপূর্ণ পুরুষ", "অঙ্গ বিকৃতি, অস্বাভাবিকতা"।
- মিন্ডার লিখেছেন "নারীরা জঘন্য প্রজাতি, সকল দেব দেবী দ্বারা ঘৃণিত।"
- ওরেস্টেস এর কোরাস গেয়েছিল,"নারীর সৃষ্টি হয়েছে পুরুষদের অনিষ্ট করার জন্য।"
- ইউরিপিডস লিখেছেন, "চালাক নারীরা বিপদজনক।"

রোমীয় সমাজ: রোমীয়রা কিভাবে নারীদেরকে দেখতো?

প্রথম শতকে রোমীয়রা গ্রীকদেরকে সরিয়ে - তারাই প্রধান হয়ে ওঠে। ঈসা যখন জন্মেছেন, তখন তারা ফিলিস্তিন শাসন করছিল।

- রোমানরা গ্রীকরা অনেক চিন্তাধারা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে। তাদের বিয়ের দেবতা ছিলো জুনো। তার স্বামী তার সাথে দূর্ব্যবহার করতো এবং তাকে ঠকাতো। জুনো ছিল ধান্দাবাজ এবং অপ্রীতিকর।
- ভেনাস ছিল প্রেম এবং পতিতাদের দেবতা। সে ছিল সুন্দরী ও আকর্ষনীয়। সমাজের লোকেরা ভাবতো যে পতিতাদের কাছে যাওয়া পুরুষের জন্য একটি ভালো বিষয়।
- রোমীয় নারীদের কোন স্বতন্ত্র নাম ছিল না। মেয়েরা তাদের বাবাদের নামের নারী জাতীয় রূপটি বেছে নিত।
- রোমীয় আইনে প্রথম মেয়ের পরবর্তী কোন মেয়ের জন্ম হলে "প্রথম দর্শনে খুন" সিদ্ধ ছিল।
- রোমীয় সংস্কৃতি উচ্চ বর্ণীয় নারীদেরকে গ্রীকদের থেকে আরো বেশ কিছু সুবিধা দিতো, তাও খুব বেশি নয়।

ইহুদি সমাজ: ইহুদি নেতারা কিভাবে নারীদেরকে দেখতো?

ইহুদি নেতারা ট্যালমাড (আইনের/আজ্ঞার ব্যাখ্যা) ও মিসনাহতে (রব্বিনিক সংস্কৃতি) সরকারি মান নির্ধারণ করে রেখেছেন।

- সকল নারীর প্রতিনিধি হবা, ১০ টি অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছেন।
- "একজন উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের পিতা হওয়া অসম্মানের, কিন্তু একজন কন্যা সন্তানের জন্ম একটি ক্ষতি।"
- রব্বিরা স্ত্রীদেরকে একদলা মাংসের সাথে তুলনা করেছেন। "একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যা খুশি করতে পারে.. এমন মাংস যা কসাইখানা থেকে আসে যা লবন দিয়ে, রোস্ট করে, রেঁধে, পুড়িয়ে খাওয়া যায়।
- ট্যালমাড বলে,"তোরার শব্দ পুড়ে যাক, কিন্তু তা স্ত্রীলোকের কাছে না যাক।"
- একজন স্ত্রীলোক তার স্বামী ও পুত্রকে সিনেগগে পাঠানোর মাধ্যমে নিজেদের আত্মিক নিয়তিকে স্পর্শ করে।

উপসংহার

প্রতিটি পতিত সংস্কৃতিই একটি করুন ও ভগ্ন সম্পর্কের ধারক। আপনি হয়তো এমন অনেক উদাহরণ নিজের জীবনে পাবেন।

প্রতিটি সংস্কৃতিই আল্লাহ্‌র আদর্শ পরিবারের ধারণা থেকে সরে গেছে। এই দঃখজনক, অন্যায্য, অন্ধকার, পাপপূর্ণ পৃথিবীতে ঈসা আসলেন। ঈসা আসলেন ও নতুন মানদন্ড, নতুন সম্মান ও নতুন আশা নিয়ে আলোকিত করলেন।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্‌** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

উদ্ধারকৃত পরিবার

ধন্যবাদ, ঈসা! আল্লাহ্ মানবতাকে আমাদের পতিত অবস্থায় দেখেছিলেন, তাঁর থেকে পৃথকীকৃত, এবং তাঁর আদর্শ পরিকল্পনা থেকে অনেক দূরে। তাই আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর কাছে আনার জন্য কাজ করলেন। ঈসার আশ্চর্যজনক জন্ম, পাপমুক্ত জীবন, উৎসর্গমূলক মৃত্যু, এবং বিজয়ী পুনরুত্থান আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করে। যেহেতু নারী এবং পুরুষকে ঈসার রক্ত দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে, তাই এখন আমাদের একটি পুনরুদ্ধারকৃত সম্পর্কে থাকার সম্ভাবনা আছে(আল্লাহের সাথে, অন্যদের সাথে, নিজের সাথে, সৃষ্টির সাথে) মসীহ্তে আমরা পাপকে জয় করেছি, মৃত্যুকে পরাজিত করেছি। আমরা/ আপনি সত্যিই রহমতপ্রাপ্ত। আল্লাহের উদ্ধারকৃত পরিবারে যোগ দেয়া সম্ভব! আর বেশি কি থাকতে পারে!

নারীদের প্রতি ঈসার আচরণ কেমন ছিল?

মূল শব্দ

নাজাতদাতা

ঈসা আল্লাহ্‌র আদর্শকে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন

তিনি তাদেরকে মূল্যবান ও বিশ্বস্ত বোন হিসেবে দেখেছেন। তিনি তাদেরকে ভালবেসেছেন,সম্মান করেছেন, স্নেহ করেছেন- যা আল্লাহ্‌র রাজ্যে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহুদি সংস্কৃতিতে অস্বাভাবিক। তাঁর রক্ত পাপকে জয় করেছে, তাঁর পুনরুত্থান মৃত্যুকে এবং পতিত পৃথিবীকে হারিয়ে দিয়ে উদ্ধারকৃত পরিবার স্থাপণ করেছে। .

ঈসা মৌলিক ছিলেন

ইউহোন্না ৪:১-৪২

ঈসা কূপের কাছে শমরীয় নারীর সাথে কথা বলেছিলেন, তার সাথে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন এবং প্রথমবারের মতো প্রকাশ করেছিলেন তিনিই আসলে মসীহ। তিনি প্রথমবারের মতো"আমিই" বলে বিবৃতি দেন। সে তার গ্রামের একজন সুসমাচার তবলিগকারী হয়। ঈসা অনেক বাধা ভেঙেছেন- শমরীয়(জাতিগত), নারী(লিঙ্গগত), পাপপূর্ণ(পবিত্রতা), ধর্মতত্ত্ব(ঐতিহ্য)।

লূক ১০:৩৮-৪২

মরিয়ম ঈসার পায়ের কাছে বসেছিলেন। ইহুদি লোকেরা নারীদেরকে তোরা শোনা থেকে বঞ্চিত করেছিল। মরিয়ম একজন শিষ্যের ভূমিকা নিয়েছিল যখন সে ঈসার পায়ের কাছে বসেছিল। শিষ্যরা যা শিখছে তা অন্যদের কাছে শিক্ষা দেবে এই আশা করা যায়। তাহলে মরিয়ম অবশ্যই একজন শিক্ষক হবার জন্যই শিখছিল।

লূক ১৩:১০-১৭

সিনেগগ গুলিতে, নারীদেরকে পিছনে বসার নির্দেশনা দেয়া হতো। ঈসা নারীদেরকে তার কাছে আসতে বলেছেন- **একদম সামনে**। তিনি নারীদেরকে সুস্থ করেছেন এবং অব্রাহামের "কন্যা" বলে সম্বোধন করেছেন। "অব্রাহামের পুত্র" সম্বোধনটি একটি সাধারণ শব্দ, কিন্তু "অব্রাহামের কন্যা" শব্দটি এর পূর্বে কখনোই ব্যবহার করা হয়নি। ঈসা দেখিয়েছেন নারীদের মহৎ মূল্য ও সম্মান রয়েছে।

ইউহোন্না ১১:১৭-২৭

মার্থা এবং ঈসা লাসারের মৃত্যুর পর গভীর ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা করেন। ঈসা তাঁর শিষ্যদেরকে বলেননি,"আমি পুনরুত্থান ও আমিই জীবন" কিন্তু তিনি এটি মার্থার সাথে বলেছেন। সে পিতরের মতো একই শব্দ দ্বারা উত্তর করেছিলো যা প্রকাশ করে আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছেই রূহানিক সত্য প্রকাশ করেন।

লূক ১১:২৭-২৮

একজন নারী রব্বিনিক রহমতের কালাম প্রকাশ করে," ধন্য সেই গর্ভ, যাহা আপনাকে ধারণ করিয়াছিল, আর সেই স্তন, যাহার দুগ্ধ আপনি পান করিয়াছিলেন।" ঈসা এই বিশ্বাসকে কিছুটা পরিবর্তন করে বলেন যে তারাই ধন্য যারা আল্লাহ্‌র কালাম শোনে ও পালন করে। শুধুমাত্র সন্তানের প্রতি যত্ন নেয়া মা নয় বরং যে কেউ রহমত প্রাপ্ত/ ধন্য হতে পারে।

ঈসা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলিতে নারীদেরকে প্রাধান্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

- **ঈসার জন্ম-** মরিয়ম ঈসাকে গর্ভে ধারণ করলেন, জন্ম দিলেন, পালন করলেন।
- **মৃত্যুর জন্য ঈসার অভিষেক-** একজন নারী বহুমূল্য সুগন্ধি তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন। সে সমবসময় স্মরণে থাকবে।
- **ঈসার মৃত্যু-** নারীরা বিশ্বস্তভাবে কাছে ছিল, তারা দেখেছিল এবং দুঃখ করেছিল।
- **ঈসার পুনরুত্থান-** নারীরা ঈসার মৃত শরীরকে সম্মান করেছিল, ঈসা মগ্দলীনি মরিয়মকে পুনরুত্থানের বার্তা দিয়েছিলেন।

উপসংহার

ঈসা পুরুষের উপরে নারীদের শ্রেষ্ঠতা দেখাননি। বরং তিনি পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অধিকারের স্থানকে স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন। ঈসা আল্লাহ্‌র চরিত্রের উপর ভিত্তি করে নির্মিত নতুন রাজ্যের নৈতিকতা প্রকাশ করেন। *ঈসা তার পুনরুত্থানের দ্বারা উদ্ধারকৃত, নাজাতকৃত পরিবারের সম্ভাবনাকে ফিরিয়ে আনেন*

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

কেন ঈসা ১২ জন পুরুষকে বেছে নিলেন কিন্তু একজন নারীকেও নেননি?

একটি চিহ্নকে পরিপূর্ণ করতে! যে কারনে আল্লাহ্ পুরুষদেরকে বেছে নিয়েছিলেন, সেই একই কারণে তিনি ইহুদিদেরকে বেছে নিয়েছিলেন, সেই একই কারণে তিনি বারো জনকে বেছে নিয়েছিলেন- নতুন ইস্রায়েলকে তুলে ধরার জন্য! এই "ধরন"-টিকে পরিপূর্ণ করার জন্য তিনি দাস, নারী বা পরজাতিদেরকে বেছে নিতে পারেননি। আর কোন আয়োজন তার শ্রোতা সাধারনকে এর অর্থ প্রকাশ করতে পারতো না। তাই ঈসা ইচ্ছাকৃতভাবে বারোজন বারোজন ইহুদি পুরুষকে বেছে নিয়েছিলেন যেন তারা আশ্চর্যপূর্ণ, বেহেস্তী আরোগ্যের বন্য যাত্রা, পাহাড় চূড়ার শিক্ষা, এবং শয়তানের শক্তি জয়ের পরিচালনা দিতে পারে।

মূল শব্দ

"বারো জন"

শিষ্যদের নাকি গোষ্ঠীর দিকে নির্দেশ করে..নাকি ঈসার দিকে?

কয়েক প্রজন্ম পূর্বে, আল্লাহ্ নিজেই ইস্রায়েলের বারো বংশকে ৪০ বছর ধরে আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেছিলেন। তার পছন্দ অনুযায়ী ঈসা নতুন ইস্রায়েলের দিকে নির্দেশ করেছেন এবং চিহ্নের মধ্য দিয়ে নিজের বেহেস্তীয়তা, ইস্রায়েলের নতুন নেতা , আদেশ দান, এবং নিজের রক্তের মাধ্যমে নতুন চুক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন!

রূহ্পূর্ণ সেবক/দাস, কর্তৃত্বকারী নেতা নয়

১২ জন পুরুষ শিষ্য থাকা অর্থ এই নয় যে এখন নারীরা আল্লাহ্ প্রদত্ত দান থাকা স্বত্ত্বেও ঈসার সেবা করা থেকে নিষিদ্ধ থাকবে। ঈসা এই বারো জনকে কখনোই নেতা বা পালক বলেননি। তিনি তাদেরকে বন্ধু ও দাস বলেছেন ও পরজাতীয়দের মতো ক্ষমতার জন্য তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিরস্কার করেছেন(মার্ক ১০:৪২-৪৫)। এই বারোজন প্রেরিত হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু পৌল, সীল ও বার্ণবাকেও সেই একই আখ্যা দেয়া হয়েছিল। (রোমীয় ১৬:৭)। (ওয়ান পেজার দেখুন, আপনি কি আমাকে একটি ভাল উদাহরণ দেখাতে পারেন যেখানে একজন নারী নেতৃত্ব দিচ্ছে?) কিন্তু ঈসার মৃত্যুর ৫০ দিন পর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দেওয়ার মতো কিছু ঘটে, যা আল্লাহ্ লোকদের সাথে কিভাবে সম্বন্ধ করেন তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটি কি ছিল?

পঞ্চাশত্তমীর দিনে, প্রেরিত পৌল প্রেরিত ২:১৭-১৮ আয়াতে যোয়েল ভাববাদীর একটি ভবিষ্যৎবাণী উদ্ধৃত করে বলেন:

> *"শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব; তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে, তোমাদের বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে। এমন কি, সেই সময়ে আমার গোলাম ও বাঁদীদের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব, আর তারা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে।"*

যখনই পাক-রূহ্ বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করা শুরু করেছে তখন থেকে আর ১২ জনের চিহ্ন ধরে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। যিহূদা মারা যাওয়ার পর এগারোজন শিষ্য পঞ্চাশত্তমীর আগে আরেকজনকে যোগ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যাকোব (প্রেরিত ১২:১-২) ও অন্যান্য শিষ্যরা মারা গেলে তারা আর নতুন কাউকে যোগ করেনি। একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, আদি জামাত "বারোজন, ইহুদি পুরুষ"- এসবের উর্ধ্বে আরো বৃহৎ দর্শন নিয়ে শুরু হয়েছে!

সমগ্র জাতির শিষ্য, সমগ্র বিশ্বাসীদের যাজকত্ব

প্রাথমিকভাবে ঈসা ইহুদি জাতির মধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত শিষ্য ইহুদি ছিল। কিন্তু মহান আদেশ ও পঞ্চাশত্তমী এর সব কিছু পরিবর্তন করে দেয়। এখন শিষ্যেরা উঠে আসছে সমস্ত জাতি থেকে, সমস্ত জাতির জন্য কারণ পাক-রূহ্ জামাতকে শক্তিশালী করছেন। আগে যাজকত্ব ছিল শুধু লেবীয় পুরুষদের, এখন সমগ্র বিশ্বাসীরা তাঁর যাজক (১ পিতর ২:৪-৫) ।

"বারোজন" চিহ্ন পরিপূর্ণ হয়েছে। চলুন, সমস্ত জাতিকে শিষ্য করি, কারণ এখন আমরা এখন পবিত্র জাতি ও যাজকের রাজ্য!"

উপসংহার

ঈসা বারো জন ইহুদি পুরুষকে বেছে নিয়েছিলেন চিহ্ন পূরণ করতে, নতুন ইস্রায়েলকে নির্দেশ করতে এবং তাকে নেতা হিসেবে প্রকাশ করতে(আল্লাহ্)। পঞ্চাশত্তমীর পর এটি একটি নতুন দিন। এখন পাক-রূহ্ সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করেন। এখন কেউই ঈসার সেবা করার অযোগ্য নয়- সে হোক দাস বা মুক্ত, ইহুদি বা পরজাতি, পুরুষ বা নারী।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

একটি আদর্শ বিয়ে খুঁজে পেতে ঈসা কোথায় নির্দেশনা দিয়েছেন?

"আদিতে!" হিব্রু কিতাবের কোথায় আপনি একটি আদর্শ বিয়ে খুঁজে পাবেন? অব্রাহাম ও সারা, ইয়াকুব ও লেয়া/রাহেল/বিল্লা/সিল্লা, দায়ূদ ও বৎশেবা, শলোমন ও তাঁর ৭০০ স্ত্রী?
কালামের কোথায় আমরা আদর্শ বিয়ে খুঁজে পাবো? ঈসাকে যখন ফরিশীরা মোশির স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দেয়া বিষয়ক অনুমোদনের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল, তখন ঈসা একটি শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মথি ১৯:৪-৮ আয়াত বলে:

মূল শব্দ

মানবিন্দু

ঈসা "আদি"-র দিকে তাকালেন

"জবাবে ঈসা বললেন, "আপনারা কি পড়েন নি, সৃষ্টিকর্তা প্রথমে তাঁদের পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে সৃষ্টি করেছিলেন আর বলেছিলেন, এইজন্যই মানুষ পিতা-মাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সংগে এক হয়ে থাকবে আর তারা দুজন একশরীর হবে? এইজন্য তারা আর দুই নয়, কিন্তু একশরীর। তাই আল্লাহ্ যা একসংগে যোগ করেছেন মানুষ তা আলাদা না করুক।"
তখন ফরীশীরা তাঁকে বললেন, "তাহলে নবী মূসা কেন তালাক-নামা দিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে হুকুম দিয়েছেন?"
ঈসা তাদের বললেন, "আপনাদের মন কঠিন বলেই স্ত্রীকে তালাক দিতে মূসা আপনাদের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম থেকে এই রকম ছিল না।"

দুইবার ঈসা তাঁর মানবিন্দুটি প্রকাশ করেন। আদি-র পরের সমস্ত কিছু পতিত সংস্কৃতির, পাপময় পৃথিবীর প্রতিফলন। ঈসা পতনের পূর্বের প্রথম বিয়েটিকে আল্লাহ্‌র আদর্শ পরিকল্পনা হিসেবে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে অবশ্যই প্রথম নারী পুরুষের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও আদেশের গুরুত্ব বুঝতে অধ্যয়ন ও ধ্যান করতে হবে। আমাদেরকে সবমসয় এই রহমত যুক্ত, শক্তিশালী সম্পর্ককে শক্তভাবে মাথায় রাখতে হবে কারণ আরো অনেক আওয়াজ তৈরি হবে আমাদেরকে প্রলোভিত করতে।

সংস্কৃতি উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে

সম্ভবত আপনার সংস্কৃতি সহস্রাব্দ পিছনে রয়ে গেছে। আপনার সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক এতটাই বদ্ধমূল যে আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ ব্যতীত আর কোন কিছুই পরিবর্তন হবে না। অথবা মিডিয়া বা বিনোদন অথবা অভিজাত বুদ্ধিজীবী নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত আপনার সংস্কৃতির যত বিশ্বাস সবকিছুকে চ্যালেঞ্জ করে। হয়তো আপনার সংস্কৃতি হঠাৎ করেই হয়তো আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমনকি এই বিষয়টিও অস্বীকার করছে যে পুরুষ হলো পুরুষ এবং নারী হলো নারী। আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ ছাড়া আপনার সংস্কৃতির নৈতিক গঠন হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আপনি এমন একটি সমাজে রয়েছেন যা কংক্রিটের মতো, আপনাকে পিছনের দিকে টানছে অথবা তার ভিত্তি হারিয়েছে, প্রগতিশীলভাবে অযৌক্তিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কেবল আল্লাহ্‌ই আপনাকে পরিচালনা করতে পারেন। যখন সংস্কৃতি চিৎকার করে বলে,"এইটাই আসল পথ"। আপনি কার কথা শুনবেন?

ঈসার শিক্ষার বিষয়

আল্লাহ্ মূসার থেকে বড় কর্তৃত্বধর।
আল্লাহ্ মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ঐক্য ও অখন্ডতার দিকে লক্ষ্য করে।
মানুষ এই জন্য বাবা মাকে ত্যাগ করে।

সৃষ্টিকর্তার আসল পরিকল্পনা প্রথমে এসেছে এবং এটি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রতিটি সংস্কৃতি আল্লাহ্‌র মানদন্ডের বিরুদ্ধে ভারী হবে।
কিছু বিষয়, যেমন ডিভোর্সের অস্তিত্ব আছে পাপের কারণে, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার জন্য নয়।
কালাম বলেনি নারী অবশ্যই তার পিতামাতাকে ত্যাগ করবে।

উপসংহার

ঈসার মতো, আপনার চোখ আল্লাহ্‌র আসল উদ্দেশ্যের দিকে নিবদ্ধ রাখুন। নারী ও পুরুষ- পাশাপাশি- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ। আল্লাহ্‌র আকাঙ্খা হলো নারী ও পুরুষ একসাথে ভালবাসবে এবং সম শক্তিতে নেতৃত্ব দেবে। তারা একসাথে আল্লাহ্‌র শান্তি, ক্ষমতা, সম্মান, ঐক্য এবং পবিত্রতা প্রদর্শন করবে।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

ইহুদি পুরুষেরা কি তাদের মহিলা না বানানোর জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিত?

হ্যাঁ, তারা দিতো! প্রতিদিন তারা এই বেরাকা *Beraka* মোনাজাত করতো। *Beraka* অর্থ ধন্য। এই মোনাজাত হলো-

ধন্য সে যে আমাকে পরজাতি হিসেবে তৈরি করে নি;
ধন্য সে যে আমাকে নারী হিসেবে তৈরি করে নি;
ধন্য সে যে আমাকে অশিক্ষিত (অথবা দাস) হিসেবে তৈরি করে নি।
-টি. বেরাখোট ৭.১৬-১৮

মূল শব্দ
beraka
ধন্য

সুসমাচার সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করে!
পৌল ইহুদিদের পুরুষানুক্রমিক মোনাজাত জানতো। তিনি জানতেন, ইহুদি পুরুষেরা তাদেরকে পরজাতি, নারী বা দাস না বানানোর জন্য প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিত। পৌল আরো জানতো যে ঈসার সুসমাচারের বাস্তবতা কি, এবং কিভাবে ঈসা সবকিছু পরিবর্তন করতে পারেন। *Beraka* এবং সক্রিয় ইহুদিদের উত্তরে পৌল গালাতীয় ৩:২৬-২৯ আয়াতে লিখেছেন:

২৬মসীহ্ ঈসার উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সন্তান হয়েছ,
২৭কারণ তোমাদের যাদের মসীহ্‌র মধ্যে তরিকাবন্দী হয়েছে, তোমরা কাপড়ের মত করে মসীহ্‌কে দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেলেছ।
২৮ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে, গোলাম ও স্বাধীন লোকের মধ্যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে
কোন তফাৎ নেই, কারণ মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হয়ে তোমরা সবাই এক হয়েছ।
২৯তোমরা যখন মসীহের হয়েছ তখন ইব্রাহিমের বংশধরও হয়েছ। আর আল্লাহ্ যা দেবার ওয়াদা
ইব্রাহিমের কাছে করেছিলেন তোমরাও সেই সবের অধিকারী হয়েছ।

স্থায়ী উত্তরাধিকারী
ইহুদি সংস্কৃতি লোকদেরকে জাতি, সামাজিক অবস্থান অথবা লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে আলাদা করতো এবং মর্যাদা দিতো। অবশ্যই একজন ইহুদি, মুক্ত ও পুরুষ হওয়া সবচেয়ে উপরের স্তরের বিষয়। যাইহোক, পরজাতি পুরুষেরা ইহুদি হতে পারতো এবং দাসেরাও স্বাধীন হতে পারতো, কিন্তুনারীরা কখনোই পুরুষ হতে পারতো না (এমনকি আধুনিক ঐষধ বা প্রযুক্তির সাহায্যেও নয়।) *Beraka* নারীদেরকে একটি চলমান বৈষম্যের স্বীকার করেছে। কিন্তু পৌলের নতুন করে সাজানো ব্যাখ্যা দেখিয়েছে যে যীশু সকলকেই ধন্য হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন।

মসীহ্‌তে -পুত্র, এক, মসীহের হওয়া, দায়াধিকারী !

"পুত্রেরা" সম্পূর্ণরূপে অধিকার লাভ করে!
এই অনুচ্ছেদটির মূল শব্দগুলি হলো পুত্র,মসীহের হওয়া, দায়াধিকারী .. মসীহ্‌তে। ৩:২৬ আয়াতে গ্রীক শব্দটি সন্তান নয়, কিন্তু পুত্র (*υἱοί*) । এই বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার, কারণ পৌল যে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে লিখেছেন সেখানে শুধু পুত্ররা পূর্ণ উত্তরাধিকার লাভ করতো। পৌল শিক্ষা দিয়েছেন যে একজন মানুষের জন্মের স্থান বা জীবনের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মসীহের উপর বিশ্বাস তাকে শ্রেষ্ঠ পুত্রের পর্যায়ে নিয়ে যায়। পুত্রত্বের সাথে পূর্ন দায়াধিকার আসে।

আপনি মসীহের মধ্য দিয়ে কিসের দায়াধিকারী?
চিন্তা করুন, রূহানিক দায়াধিকার একজন ঈসায়ী থেকে আরেকজনের কিভাবে আলাদা হয়? জাতিগত বিষয়, সামাজিক প্রতিপত্তি, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা অথবা লিঙ্গ কি মসীহে আমাদের দায়াধিকারকে প্রভাবিত করে? কালাম বলে, "না"! আমরা সবাই ক্ষমা, নাজাত, পাক-রূহ্, আল্লাহ্‌র কাছে প্রবেশাধিকার, রূহানিক দান, এবং বেহেস্তী নাগরিকত্ব লাভ করবো।

উপসংহার
পৌল ইহুদিদের মোনাজাত *Beraka* কে পরিবর্তন করে দিয়েছেন, এর কোন প্রভাব আর নেই। এখন আর শুধু পুরুষ, ইহুদি ও মুক্ত লোকেরাই ধন্য নয়। এখন আর একজনের শারিরীক অবস্থা বা সামাজিক অবস্থা জামাত তার উপস্থিতিকে আটকাতে পারবে না। এখন মসীহ্‌তে সবাই পুত্র, সবাই উত্তরাধিকারী, সবাই ***Beraka***...ধন্য!

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

আপনি কি কিতাব থেকে একটি ভালো উদাহরণ দিতে পারবেন যেখানে একজন নারী নেতৃত্ব দিচ্ছে?

হ্যাঁ, অনেক! কিতাবে আমরা এমন অনেক উদাহরণ দেখদেত পাই যেখানে একজন নারী নেতৃত্ব দিচ্ছে। আসুন বিষয়টিকে খুব সাধারণ এবং একটি অনুচ্ছেদে নিবদ্ধ রাখি-ইফি ৪:১১-১২।

" তিনিই কিছু লোককে সাহাবী, কিছু লোককে নবী, কিছু লোককে সুসংবাদ তবলিগকারী এবং কিছু লোককে জামাতের ইমাম ও ওস্তাদ হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। তিনি এঁদের নিযুক্ত করেছেন যেন আল-াহ্‌র সব বান্দারা তাঁরই সেবা-কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং এইভাবে মসীহের শরীর গড়ে ওঠে।"

APEPT

মূল শব্দ

পাঁচ ভাজ যুক্ত পরিচর্যা

ইফিষীয় ৪:১১-১২

পরিপক্ককারী দান- যারা অন্যদেরকে পরিচর্যার জন্য তৈরি করে।

প্রেরিত পৌল জামাতে পাঁচটি পরিপক্ককারী কাজের তালিকা তৈরি করেছেন যা ঈসা দিয়েছেন জামাতে একে অপরকে গড়ে তোলার জন্য। এই রহমত প্রাপ্ত লোকেরা পরিচালনা করে, নেতৃত্ব দেয়, শিক্ষা দেয়, এবং মসীহের দেহকে প্রস্তুত করে যাতে সমস্ত পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে পারে। কিতাবে কোথাও পরিপক্ককারী হিসেবে একজন নারীকে দেখানো হয়েছে? **হ্যাঁ, অনেক!**

- **A—Apostles(প্রেরিত)** যুনিয় -কে (রোমীয় ১৬:৭) পৌল বলেছেন প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত। প্রেরিত হলো তারা যাদেরকে মিশনারী হিসেবে প্রেরণ করা হয় যেমন পৌল, সীল, বার্ণবা-শুধুমাত্র বারোজন নয়)
- **P—Prophets(ভাববাদী)** ফিলিপের কন্যা (প্রেরিত ২১:৯), আনা (লূক ২:৩৬), মরিয়াম (হিজরত ১৫:২০), দেবোরা (কাজীগণ ৪:৪), হালদা (২ বাদশাহ্‌নামা ২২:১৪), ইশাইয়ার স্ত্রী (ইশাইয়া ৮:৩)
- **E—Evangelists(প্রচারক)** মগ্দলিনী মরিয়ম, যোয়ানা, ইয়াকুবের মা মরিয়ম (মথি ২৮:৮-১০, লূক ২৪:৯-১০ এবং ইউহোন্না ২০:১৭-১৮), শমরীয় নারী (ইউহোন্না ৪:৩৯)
- **P—Pastors(যাজক)** কোন নারী বা পুরুষকে কিতাবে যাজক বলে সম্বোধন করা হয়নি। বরং তাদেরকে মেষপালক বলা হয়েছে, যার কাজ হলো জামাতকে লালন-পালন করা। একজন প্রবীণ পালকের কাজের অস্তিত্ব প্রথম শতকে ছিল না। গৃহ জামাতের নারী নেতারা ছিলেন- ফোবি, ক্লোয়ি, নিম্ফা।
- **T—Teachers(শিক্ষক)** প্রিষ্কিল্লা (প্রেরিত ১৮:২৪) ।

এই অসাধারণ নারীরা প্রচুর রূপে প্রশংসিত ছিলেন। তাদেরকে ইস্রায়েল জাতি, ঈসা, পৌল এবং আদি জামাতের সবাই তাদেরকে সম্মান করেছে এবং স্মরণ করেছে।

তারা আল্লাহ্‌র সেবক (স্ত্রী/মা এর পরিবর্তে) হিসেবে নথিভুক্ত। তারা সেইসব নেতা যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনেছে ও বলেছে, সুসমাচার তবলিগ করেছে, পালন করেছে ও নির্দেশনা দিয়েছে।

এই অনুচ্ছেদগুলির কোথাও এমন উল্লেখ নেই যে আল্লাহ্ এই নারীদের সেবায়/কাজে অখুশি ছিলেন। কোন কিছুতেই না! কোন কিতাবীয় আদেশই এই নারীদেরকে চুপ থাকার নির্দেশনা দেয়নি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ্ এদেরকে নিরূৎসাহিত করেননি অথবা থামাননি।

অন্য নেতৃত্বদানকারী নারীদের কিতাবে প্রশংসা করা হয়েছে(এবং আজও)

- হবা-আল্লাহ্‌র কতৃক অনুমোদিত- তার স্বামীর সাথে সম্পূর্ণ পৃথিবী পৃথিবীকে পূর্ণ ও কর্তৃত্ব করার জন্য। (পয়দা ১-২)
- মরিয়ম- প্রান্তরে ইস্রায়েল জাতির আরাধনা পরিচালনা করতেন। (হিজরত ১৫:২০)
- লিডিয়া- ইউরোপকে সুসমাচারের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন। তার বাড়িই ইউরোপে প্রথম জামাত। (প্রেরিত ১৬)
- ফৈবী- তাকে ডিকন এবং *prostatis* বা সেবাদানকারী নেতৃত্বের চূড়ান্ত রূপের শব্দ দ্বারা ডাকা হতো। (রোমীয় ১৬:১-২)
- মহান আদেশ-প্রতিটি নারী যারা ঈসাকে বিশ্বাস করে তারা মথি ২৮:১৯-২০ -এর মহান আদেশ মেনে চলতে ইচ্ছুক।

যেসব নারীরা পরিচর্যাক্ষেত্রে অন্যান্য পরিচর্যাকারীদেরকে গড়ে তোলে এবং আল্লাহ্‌র লক্ষ্য পূরণে কাজ করে, তাদের উপর আল্লাহ্ খুশি হন। নারী ও পুরুষ একসাথে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেবা করবে এটিই ছিলো আল্লাহ্‌র আসল পরিকল্পনা। কেউ কি আল্লাহ্‌র সেবাকারীদেরকে অখ্যাতি করবে বা সীমাবদ্ধ করে রাখবে? কোন ধরণের মানুষ আল্লাহ্‌র ফসল সংগ্রহের দলকে সীমাবদ্ধ করে দিতে চাইবে?

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?
২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?
৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?
৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

উপসংহার

আল্লাহ্ অটল। যদি আমরা কিতাবে কোন আল্লাহ্‌ওহী গুণপূর্ণ নারীকে নেতৃত্ব দিতে দেখি এবং আল্লাহ্ যদি তাকে অনুমোদন দেয় তাহলে তিনি অবশ্যই এই বিষয়টি মঞ্জুর করছেন।

পাক-রূহের দান কি পাক-রূহ্ কি লিঙ্গ বিভেদে দান করেন?

না! পৃথিবীস্থ মানুষ নেতা খোঁজার জন্য হয়তো ব্যক্তির বাহ্যিক চেহারা অথবা বুদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ ত্বকের রং বা বুদ্ধির চেয়ে আরও গভীরে তাকান। লোকেরা হয়তো মানুষের বয়স অথবা শক্তি, জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা অথবা ব্যাংক ব্যালেন্স বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর একজন ব্যক্তির চরিত্র জানেন।

মূল শব্দ

χάριτ

ক্যরিস-charis =অনুগ্রহ;*charismata* = অনুগ্রহ দান

১ শামূয়েল ১৬:৭ আয়াত বলে:

"কিন্তু মাবুদ শামূয়েলকে বললেন, "তার চেহারা কি রকম কিংবা সে কতটা লম্বা তা তুমি দেখতে যেয়ো না, কারণ আমি তাকে অগ্রাহ্য করেছি। মানুষ যা দেখে তাতে কিছু যায়-আসে না, কারণ মানুষ দেখে বাইরের চেহারা কিন্তু মাবুদ দেখেন অন্তর।"

পাক-রূহ্ আল্লাহ্। তিনি সিদ্ধান্ত নেন। সে দান করে।

কে রূহানিক দান দেয় এই ব্যাপারে বিভ্রান্ত হবেন না। একজন ব্যক্তি রূহানিক দান পায় আল্লাহের কাছ থেকে। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নেন কোন বিশ্বাসী জামাতকে গড়ে তুলে আল্লাহের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য কোন রূহানিক দান পাবেন। আল্লাহের চোখে যাকে উপযুক্ত মনে হয় তিনি তাকেই দান করেন।

রূহানিক দানের তালিকা: ক্রিয়াকলাপ ও জাতি

নতুন নিয়মে অল্প কিছু রূহানিক দানের তালিকা রয়েছে। রোমীয় ১২ রুকুতে ৭টি দানের কথা বলা হয়েছে। ১ করিন্থীয় ১২ রুকুতে ১১ টি দানের কথা বলা হয়েছে। ১ পিতর ৪ রুকু ২ টি দানের কথা উল্লেখ করেছেন। এই তালিকার দান গুলি সাধারণ বা সহজাত প্রতিভা নয়, এগুলি এমন ক্রিয়াকলাপ যা পাক-রূহের ক্ষমতায়ন দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইফিষীয় ৪: ১১-১২ আয়াতে এমন লোকদের উল্লেখ রয়েছে যারা জামাতের জন্য উপহার স্বরূপ। অনেকেই এই তালিকাটিকে দান/উপহার না বলে পদাধিকার বলেন। এই আয়াতে বলা আছে- আর তিনিই কয়েকজনকে প্রেরিত, কয়েকজনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার তবলিগকারী, ও কয়েকজনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন। এই তালিকা প্রকাশ করে যে একজন পাক-রূহের উপহার গ্রহণকারী ব্যক্তির কাজ হলো পরিচর্যাকারীদের (পুরো জামাত) গড়ে তোলা। প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচার তবলিগকারী, পালক ও শিক্ষকরা মসীহের দেহকে সজ্জিত করার কাজে নিযুক্ত। (আপনি কি কিতাব থেকে একটি ভাল উদাহরণ দিতে পারবেন যেখানে একজন নারী নেতৃত্ব দিচ্ছেন? এই ওয়ান পেজারটি দেখুন-)। রূহানিক কাজ করা অথবা পরিচর্যার জন্য রূহানিক সজ্জায় সজ্জিত করা- যে কাজই হোক না কেন- পাক-রূহই সমস্ত কিছু নির্ধারণ করেন!

***ক্যারিশমাটা Charismata* = আল্লাহের অনুগ্রহ দান**

আল্লাহের অনুগ্রহ উদ্ভূত হয়, প্রবাহিত হয় আল্লাহের উদার ও প্রাচুর্যময় চরিত্র থেকে। আল্লাহ্ জামাতকে প্রচুর পরিমানে তাঁর আনুকূল্য, রহমত ও ক্ষমতায়নকারী উপস্থিতি দেন।

নারী ও পুরুষ উভয়ই আল্লাহের অনুগ্রহ লাভ করে, তাদের শারিরীক গঠন বা লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে নয়। আমরা সবাই রূহানিক দান গ্রহন করি যাতে মসীহের দেহ গড়ে তুলতে পারি ও পরিপক্ক করতে পারি।

"কিতাবে কোন পুরুষ রূহের দানের তালিকা নেই, আবার কোন নারী রূহের দানের তালিকাও নেই"

উপসংহার

যেহেতু আল্লাহ্ হৃদয় দেখেন, সকল বিশ্বাসীদের উচিত মসীহের দেহের উপকার ও গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত রূহানিক দান গুলি অনুশীলন করা। আমরা যেন আল্লাহের কন্যা ও পুত্রদের রূহানিক দান ব্যবহার করা থেকে প্রশমিত করে বা অস্বীকার করে যেন পাক-রূহকে অসম্মান না করি!

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

পরিবার

আপনাকে রহমত করা হয়েছে যেন আপনি রহমতের কারণ হন!

আমরা- যাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে, আমরা আর আমাদের জন্য বাঁচছি না বরং যে মারা গেছে ও পুনরুত্থিত হয়েছে তাঁর জন্য বাঁচি। পয়দায়েশ ১ থেকে প্রকাশিত কালাম পর্যন্ত জাতিদের জন্য যে আল্লাহ্‌র হৃদয় দেখা যায় তা সকল বিশ্বাসীদের শুধু মাত্র শিষ্য হতে বাধ্য করে না বরং শিষ্য তৈরি করতে ও সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ করতে বাধ্য করে। আল্লাহ্‌র মিশন তাঁর অনুসারীদেরকে পাপপূর্ণ/লজ্জাজনক সংস্কৃতির পরিবর্তে আল্লাহ্‌র পবিত্র চরিত্রকে প্রতিফলিত করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ্‌র মিশনের প্রয়োজন হলো সব হাত কাজে যুক্ত হোক এবং আল্লাহ্‌ওহী নারী পুরুষ সকলেই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উপহার ব্যবহার করা। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ফিরে এসে আমরা এখন এমন পরিবারে পরিণত হয়েছি যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়!

পুরুষ কি নারীর মস্তক/মাথা নয়?

হ্যাঁ, তবে আপনি যেভাবে ভাবছেন সেভাবে নয়। আমাদেরকে প্রথম শতাব্দীর পৌলের সময়কার পাঠকবৃন্দের প্রেক্ষাপট থেকে বুঝতে হবে যে তারা কেফ্যালে-মস্তক দ্বারা কি বুঝতো। ১ম করিন্থীয় ১১:৩ আয়াত দেখুন-

আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পার যে, মসীহ্ই প্রত্যেক পুরুষের মাথার মত, স্বামী তার স্ত্রীর মাথার মত, আর আল্লাহ্ মসীহের মাথার মত।

মূল শব্দ
κεφαλη
kephale = মস্তক

প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ!

পৌল ২১ শতকের ইউএস, চীন, জিম্বাবুয়ের লোকদের সাথে কথা বলেননি। আমাদের বোঝা উচিত যে প্রথম শতাব্দীর গ্রীক-ভাষীরা কিভাবে পৌলের শব্দ বুঝতো। তারা কি বুঝেছিলো যখন পৌল তিনবার কেফ্যালে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন? ঈসা নিশ্চিত ভাবেই রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু। আমরা ঈসার ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করছি না। কিন্তু গ্রীক শব্দ কেফ্যালে অর্থ কি "প্রভু, নেতা, কর্তৃত্বকারী" নাকি করিন্থীয় জামাতের প্রেক্ষাপটে অন্য কিছু?

কেফ্যালে - KEPHALE = মস্তক/মাথা

কেফ্যালে অর্থ কি "শারিরীক মস্তক" "বস" নাকি "উৎস"?

কেফ্যালে শব্দের আক্ষরিক অর্থ মস্তক। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা তার কেফ্যালে-মস্তকে কাঁটার মুকুট পরেছিলেন। কিন্তু আলংকারিক অর্থে এটির অর্থ প্রচুর। কি হবে যদি কেফ্যালে অর্থ -"বস, কর্তৃত্বকারী অথবা উর্ধ্বতন" বোঝানো হয়! যখন আমরা কেফ্যালে শব্দের অর্থ মস্তকের পরিবর্তে কর্তৃত্বকারী বলা হয় তাহলে ১ করি ১১:৩ এমন দেখতে হবে:

*"আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পার যে, মসীহ্ই প্রত্যেক পুরুষের **ক্ষমতার** মত, স্বামী তার স্ত্রীর **ক্ষমতার** মত, আর আল্লাহ্ মসীহের **ক্ষমতার** মত।"*

১.ঈসা কি প্রত্যেক পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করেন?(বর্তমানে সকল পুরুষ কি মসীহকে তাদের প্রভু হিসাবে স্বীকার করে?) ২.সকল পুরুষ কি সকল নারীর কতৃত্বকারী? (বিয়েতে, জামাতে, কোন বয়সে পুত্রেরা তার মায়ের উপর কর্তৃত্ব করা শুরু করে?) ৩. আল্লাহ্ কি অনন্তকালীন সময় ধরে ঈসার উপর কর্তৃত্বকারী? পবিত্র ত্রিত্ব কি আলাদা ক্ষমতার ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ? (সাবধান, চতুর্থ শতকে এটি একটি ভ্রান্ত শিক্ষা ছিল) কর্তৃত্বকারী একটি আলংকারিক অর্থ যার মধ্যে কিছু নিশ্চিত সমস্যা রয়েছে।

যাই হোক, আরেকটি আলংকারিক অর্থ পুরো পদটিকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপযুক্ত ভাবে অর্থবহ করে তোলে। যখন আমরা "উৎস" শব্দটিকে মস্তক/কেফ্যালের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করি তখন:

"আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পার যে, মসীহ্ই প্রত্যেক পুরুষের উৎসের মত, স্বামী তার স্ত্রীর উৎসের মত, আর আল্লাহ্ মসীহের উৎসের মত।"

কালক্রমে সারিবদ্ধ,কর্তৃত্বানুযায়ী নয়

মসীহ্	উৎস	পুরুষের
পুরুষ	উৎস	নারীর
আল্লাহ্	উৎস	মসীহের

উপসংহার

উৎস শব্দটি কি যুক্তিপূর্ণ মনে হয়? হ্যাঁ। ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে কি এটি ঠিক মনে হয়? হ্যাঁ। এটি কি প্রথম শতাব্দীর গ্রীক প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্তিযুক্ত হয়? অবশ্যই! পৌলের পাঠকবর্গ জানতো কালক্রমে পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রথমে, তারপর নারীকে। এবং মসীহ্ আল্লাহের কাছ থেকে এসেছিল। (ইউহোন্না ৬:৪১-৪২) সুতরাং কেউই স্বাধীন নয়, এবং প্রত্যেকেই আল্লাহের কাছ থেকে এসেছে। (১ করি ১১:১১-১২)! কেফ্যালে অর্থ মস্তক নয় বরং "উৎস" শব্দটি বেশি যথোপযুক্ত শোনায়।

***অভিধান**

কোন প্রাচীন অভিধানই কেফ্যালে অর্থ বস বা উর্ধ্বতন বলে নি। ১৮৩৪ ও ১৯৬৭ গ্রীক ইংলিশ লেক্সিকনবি লাইডেল, স্কট, জোন্স ৪৮ টি আলংকারিক অর্থ তালিকাবদ্ধ করেছিল। তার মধ্যে একটা শব্দও উর্ধ্বতন ছিল না। স্কিলার্স থিওলজিকাল ডিকশনারি ১৭ টি শব্দ বলে, তার মধ্যে একটিও কর্তৃত্বকারী ছিল না। ১৯৭৬ সনে, বায়ার্স ইংলিশ গ্রীক লেক্সিকন উর্ধ্বতনকে কেফ্যালের দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ। কিন্তু প্রথম শতাব্দীতে কেউই এটিকে উর্ধ্বতন বলে ব্যবহার করেনি।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

অ্যারিস্টটল কি বলেছিলেন নারীরা ত্রুটিযুক্ত?

হ্যাঁ, সে বলেছিল। অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতো যে পুরুষেরা উচ্চপদস্থ, নারীরা নিম্ন পদস্থ। সাবধানতা: এর পরবর্তী তথ্য হয়তো আপনাকে আঘাত করতে পারে। অ্যারিস্টটলের চিন্তা ছিল, পুরুষেরা বীর্য উৎপাদন করতে পারে, নারীরা পারে না এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। পুরুষের এই সক্ষমতা বা নারীর এই অক্ষমতার জন্য অ্যারিস্টটল পুরুষকে উর্ধ্বতন এবং নারীকে ত্রুটিযুক্ত পুরুষ বলেছেন। তার বেশ কিছু, প্রভাব বিস্তারকারী লেখায় তিনি লিখেছেন..

মূল শব্দ

κεφαλη

kephale = মস্তক

"নারীদেরকে মনে হয় সে যেন একটি অস্বাভাবিক পুরুষ।"

"একজন ছেলে নারীর শরীরকে প্রতিফলিত করে, এবং নারী হলো একটি অনুর্বর পুরুষ।...
বীর্য উৎপাদনে অক্ষম...তাদের চরিত্রের শীতলতার জন্য।."

অ্যারিস্টটলের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা

৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দার্শনিক অ্যারিস্টটল অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক বই লিখেছিলেন। একটি বইয়ের নাম ছিল,"অন দ্য জেনারেশন অব অ্যানিম্যালস।" এতে তিনি বর্ননা করেছেন কিভাবে প্রানীরা বংশ বিস্তার করে, বিশেষত মানুষ। তিনি লক্ষ্য করেছেন, মানুষের মাথায় বেশ কয়েকটি তরল পদার্থ রয়েছে- চোখ, কান, নাক এবং মুখ। তিনি এমন চিন্তা করেছেন, যে পুরুষের মাথায় তরল জাতীয় পদার্থ তৈরি হয় যার নাম বীর্য যাতে খুবই "ক্ষুদ্র, পরিপূর্ণ মানুষ" থাকতো। তিনি ভাবতেন যে বীর্য মেরুদন্ড দিয়ে নিচে নেমে পুরুষের শরীরের বাইরে আসতো এবং নারীর শরীরে প্রবেশ করতো। তার মতে পুরুষের শারিরীক মস্তক/মাথা ছিল জীবনের উৎস!

পুরুষ বীর্য উৎপাদন করতে পারতো নারী পারতো না তাই নারী ছিল অসম্পূর্ণ, বিকৃত, বিকলাঙ্গ। যেখানে পুরুষেরা জীবনের বীজ উৎপাদন করতো সেখানে নারীরা ছিল শুধু মাটি, যারা ওই বীজ গ্রহণ করতো। অ্যারিস্টটল শিক্ষা দিতেন যে নারীরা সন্তানদের একটি বড় হওয়ার স্থান ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারে না।

KEPHALE = মস্তক/মাথা= জীবনের উৎস

অ্যারিস্টটল কি বলেছেন তাতে কার কি আসে যায়?

অ্যারিস্টটল পশ্চিমা সংস্কৃতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রভাবিত করেছেন। তিনি পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠতা ও নারীর হীনতাকে প্রচার করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, পুরুষের মস্তিষ্ক থেকেই জীবন শুরু। প্রেরিত পৌল গ্রীকদের কাছে পত্র লিখেছেন যাদের পৃথিবী সম্পর্কিত ধারণা অ্যারিস্টটলের মতোই ছিল। যখন পৌল কেফ্যালে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তিনি জানতেন লোকেরা বুঝতে পারবে এটি বলতে তিনি জীবনের উৎস/শুরুর বিন্দু/যেখান থেকে কিছু শুরু হয় এই বুঝিয়েছেন। (দেখুন, পুরুষ তাহলে নারীর মস্তক/মাথা কি না?।)

প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলসীয় ২:১৯ আয়াতে পৌল বলেছেন, মস্তকের সাথে বিচ্ছিন্নতার ফল কি.. বৃদ্ধির অভাব(দর্শনের, নেতৃত্বের বা নির্দেশনার অভাব নয়)। "কিন্তু সেই মস্তক ধারণ করে না, যাহা হইতে সমস্ত দেহ, গ্রন্থি ও বন্ধন দ্বারা পরিপুষ্ট ও সংসক্ত হইয়া, আল্লাহ্ওহী বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতেছে।" পৌলের পাঠকেরা কেফ্যালে অর্থ বস, কর্তৃত্বকারী বা নেতা ভাবেননি। যদি পৌল কর্তৃত্বের কথা বুঝাতে চাইতেন তাহলে তিনি সাধারণ গ্রীক শব্দ *exousia* ব্যবহার করতেন।

উপসংহার

অ্যারিস্টটল সংস্কৃতিকে আকৃতি দিয়েছেন। যখন পৌল কেফ্যালে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তখন প্রথম শতাব্দীর গ্রীক পাঠকবর্গ অ্যারিস্টটলের চিন্তা মতোই বুঝতো। আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, কেফ্যালে অর্থ, কর্তৃত্ব নয় বরং জীবনের উৎস,বৃদ্ধি ইত্যাদি শব্দ উপযুক্ত অর্থবহতা আনে।

*** অ্যারিস্টটলের উৎস**

দ্য জেনারেশন অব অ্যানিম্যালস ২.৩ *(৭৩৭ এ) এবং* ১.২০*(৭২৮ এ)*

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

মস্তক/মাথা (হিব্রু "রোশ) কি অনুবাদ হয়ে গ্রীক শব্দে "কেফ্যালে" হয়?

হ্যাঁ! ... এবং অতি বিরল! *সাথে চলা কিছুটা* কৌশলগত, কিন্তু আশা হারাবেন না! একটি গুপ্তধন এখানে চাপা দেওয়া আছে! এলএক্সএক্স/স্পেটুয়াজিন্ট-টি পুরাতন নিয়মের প্রথমদিকের হিব্রু থেকে গ্রীক অনুবাদ। এলএক্সএক্স এর ল্যাটিন অর্থ ৭০ এবং এটি ৭০ (বা ৭২) জন পন্ডিতকে বর্ননা করে যারা খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে কাজটি সম্পন্ন করেছে। এলএক্সএক্স-টি আমাদেরকে খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর অনেক গ্রীক শব্দের অর্থ এবং ব্যবহার সম্পর্কে একটি আভাষ দেয়। উদাহরন হিসেবে, চলুন "মস্তক" ও হিব্রু রোশ এবং গ্রীক কেফ্যালে- কে বিবেচনা করি।

মূল শব্দ

septuagint

LXX= পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ

ראש *Rosh Hashanah(রোশ হাসহানাহ্)* =বছরের প্রধান = নতুন বছর

কতবার এলএক্সএক্স হিব্রু রোশ থেকে গ্রীক কেফ্যালেতে অনুবাদ করেছে?

পুরাতন নিয়মে রোশ শব্দটি মোট ৪১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এটিকে দুটি ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

1. **শারীরিক মস্তক** - যখন পুরাতন নিয়ম হিব্রু রোশ-কে শারীরিক মস্তক হিসেবে প্রকাশ করেছে, এলএক্সএক্স তখন কেফ্যালে-কে ২৩৯ বারের মধ্যে ২২৬ বার বেছে নিয়েছে।
2. **রূপক মস্তক** - রোশ শব্দটিও এলএক্সএক্স অনুবাদকদের দ্বারা রূপক অর্থে ১৮০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের পরীক্ষা করা উচিত রোশ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহারকালে এলএক্সএক্স অনুবাদকেরা কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন। গ্রীক অনুবাদকেরা কি কেফ্যালে-কে রূপক অর্থে শাসক/নেতা অর্থে, ব্যবহার করেছেন কিনা, নাকি তারা অন্য শব্দ বেছে নিয়েছেন?

রূপক রোশ =কেফ্যালে শুধুমাত্র ৫% (১৮০-র মধ্যে ৮ বার)

১৮০ বারের রোশের ভাঙন রূপক অর্থে গ্রীকে অনুবাদিত হয়েছিল

	যখন রোশ বুঝিয়েছে	**এলএক্সএক্স তাকে অনুবাদ করেছে...**	**# সময়**
1.	শাসক, নির্দেশক, নেতা	*archon*	১০৯
2.	অধিনায়ক, নেতা, প্রধান, রাজকুমার	*archegos*	১০
3.	কতৃত্ব, ম্যাজিস্ট্রেট, অফিসার	*arche*	৯
4.	নেতা হতে, শাসন করতে, আধিপত্য পেতে	*hegeomai*	৯
5.	প্রথম, সর্বপ্রথম	*protos*	৬
6.	পিতা বা জাতিপ্রধান, পরিবার প্রধান	*patriarches*	৩
7.	নির্দেশক	*chiliarches*	৩
8.	উপজাতি প্রধান	*archephules*	২
9.	পরিবার প্রধান	*archipatriotes*	১
10.	ক্রিয়া; শাসক, শাসক থাকা	*archo*	১
11.	মহান, শক্তিশালী, গুরুত্বপূর্ণ	*megas, megale, mega*	১
12.	নেতৃত্ব গ্রহন, আগে যাওয়া, পথে চালান	*proegeomai*	১
13.	প্রথমজাত, পদমর্যাদায় প্রথম	*prototokos*	১
	?? *রোশ* ??	অনুবাদিত নয়	৬
14.	**রূপক নেতার, শীর্ষ, বিশিষ্ট "প্রেক্ষাপটে"**	***kephale***	৬
	পান্ডুলিপির সাথে বিকল্প পড়া ব্যবহৃত হয়	***kephale***	৪
		kephale	৮

এলএক্সএক্সটির রূপক রোশ সারাংশ

- এলএক্সএক্স ১৪ টি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে যখন পুরাতন নিয়মে রোশ শব্দটি নেতা বা প্রধান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- এলএক্সএক্স আর্চনকে বেছে নিয়েছে ১০৯ বার। (৬১%)
- এলএক্সএক্স কেফ্যালে কে ১৮০ বারের মধ্যে ১৮ বার বেছে নিয়েছে ।
  - ⇒ একটি ভিন্ন শব্দ হতে ৬ টি ব্যবহার পাওয়া যায়।
  - ⇒ ৪ টি ব্যবহার রূপক "প্রেক্ষাপটকে" বাঁচিয়ে রাখে।
  - ⇒ *১৮০-র মধ্যে বাকি ৮ টি (৫%) নিম্নলিখিত আয়াতের অন্তর্গতু ২য় শামুয়েল ২২:৪৪; জবুর-শরীফ ১৮:৪৩; ইশাইয়া ৭:৮-৯; ইয়ারমিয়া ৩১:৭; এবং মাতম ১:৫।

উপসংহার

হ্যাঁ! রোশ= শারীরিক মস্তক= কেফ্যালে। কিন্তু যেসব অনুবাদকদের "কতৃত্বমূলক ক্ষমতা" ইঙ্গিত করার অভিপ্রায় ছিল তারা সবচেয়ে উপযুক্ত গ্রীক শব্দ কেফ্যালে-কে খুবই কম ব্যবহার করেছে।

বিস্ময়কর এই গ্রীক ভাষায় নেতৃত্ব বা নির্দেশ-কে বুঝাতে অনেক উপায় ছিল। (ওয়ান-পেজার দেখুন, পুরুষ-ই কি নারীর **মস্তক** নয়?)

৪ টি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

নারীরা কি "পুরুষের গৌরব"? ১ম করিন্থীয় ১১:৭

হ্যাঁ, এবং এছাড়াও নারীরা আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি ও তাঁর গৌরব! এমন কোন ভুল ধারনায় পড়বেন না যে নারীকুল-ই পুরুষের একমাত্র গৌরব। এটি পুরোটাই একটি ছোট অব্যয় "ডি" এর অন্তর্গত। ১ম করিন্থীয় ১১:৭ আয়াতে, পৌল বলেছেন:

"মাথা ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত নয়, কারণ আল্লাহ্‌ পুরুষকে নিজের মত করে সৃষ্টি করেছিলেন আর পুরুষের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র গৌরব প্রকাশ পায়; কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে পুরুষের গৌরব প্রকাশ পায়।"

মূল শব্দ

δε = de (ডি)

এছাড়াও, এবং, কিন্তু, অধিকন্তু, এখন

পৌল জানতেন শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছে যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরী।

শুধুমাত্র পয়দায়েশ ১: ২৭ আয়তই যে পরিষ্কারভাবে এ বিবৃতি দেয়না যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরী, পৌলও বলেছেন যে ভাই এবং বোনেরা ঈসার সাদৃশ্যে পরিণত হবে।(কলসীয় ৩: ৯-১০)। একই প্রতিমূর্তিতে পরিণত হওয়াই হলো উভয়ের সৃষ্টির উৎস ও নিয়তি!

ডি অব্যয়টি কেবলমাত্র একটি প্রতি তুলনা নয়।

পৌল-কি এই অংশে নারীদের কোন তুলনা বা কমতি দেখাতে চেয়েছেন? তিনি-কি শেখাতে চেয়েছেন যে পুরুষ-ই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি ও গৌরব, কিন্তু নারীরা শুধুমাত্র পুরুষেরই গৌরব? মোটেই নয়! ছোট অব্যয় "ডি" তুলনা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং অনুবাদিত হতে পারে "কিন্তু হিসেবে"। কিন্তু "ডি" ধারাবাহিক কালামেও ব্যবহৃত হতে পারে, এবং অনুবাদিত হতে পারে "এবং, অধিকন্তু, উপরন্তু" হিসেবে। এটি নিজের জন্য পরীক্ষা করে দেখুন এই অর্থে পৌল বলেছেন যে, শুধুমাত্র পুরুষেরাই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি এবং গৌরব নয়, **একজন নারীও সেইরূপ, সেইসাথে সে পুরুষেরও গৌরব!** পৌলের সময়ে, এই চিন্তাধারাটি করিন্থীয় সংস্কৃতিতে আপত্তিকর হয়ে উঠেছিল যেহেতু তারা স্ত্রীদের-কে "গৌরব" হিসেবে সম্মানিত করতো না। পৌল নারীদেরকে দ্বিগুন রহমত করেছেন!

আরো দুটি আয়াত পড়ে, আমরা আরেকটি সম্ভাব্য বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি খুঁজে পেয়েছি।

১ম করিন্থীয় ১১: ৮-৯ আয়াত বলে:

"পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে আসে নি কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ থেকে এসেছে। স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয় নি কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে।"

মূল শব্দ

διά = dia (ডায়া)

জন্য

পৌল এখানে আল্লাহ্‌র নারীকে সৃষ্টি করার কারন ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১১:৮ আয়াতে সহজভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাটি বলে যে প্রথম নারী প্রথম পুরুষ থেকে এসেছে। ১১:৯ আয়াতে পৌল দেখাচ্ছিলেন না যে নারীরা পুরুষের তৃপ্তি, অধিকার অথবা ব্যবহারের জন্য তৈরীকৃত হয়েছে। না!

আবারো বলি, এটি একটি ছোট গ্রীক শব্দ "ডায়া" থেকে এসেছে যার বিভিন্ন ধরনের অর্থ রয়েছে। অনলাইন লিংকটি পরীক্ষা করুন করুন ডায়া শব্দটির যে অর্থটি সবচেয়ে বেশি অর্থ বহন করে সেটি হল "জন্যে" অথবা "কারণে"। এটি কেন? প্রথম মানুষের একাকিত্বের "জন্য", নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তার একাকিত্ব দূর করার "জন্য", নারীকে তৈরী করা হয়েছিল। ডায়া অন্য অর্থও বহন করে "মধ্য দিয়ে", এবং আবারো, প্রথম নারী তৈরী হয়েছিল প্রথম পুরুষের "মধ্য দিয়ে", এবং তদ্বিপরীত নয়।

পদান্বয়ী অব্যয় ডায়া দেখায় যে নারীই নিঃসঙ্গ পুরুষকে উদ্ধার করেছিল!

উপসংহার

১ম করিন্থীয় ১১:৭০৯ আয়াতে সহজ উত্তরগুলি আছে যেখানে পুরুষের প্রাধান্য দেখোনোর কিছুর চাহিদা রয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়েই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরী; আপনি সেটি জানেন, এবং পৌলও জানতেন। ডি অর্থ প্রকাশ করতে পারে "এছাড়াও" হিসেবে। ডায়া অর্থ প্রকাশ করতে পারে "জন্য" হিসেবে। এই পদান্বয়ী অধ্যয়গুলো বুঝলে যেকোনো বিভ্রান্তি দূর হবে।

৪ টি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্‌** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে বলতে পারি?

পৌল নারীর একজন বাধা প্রদানকারী নাকি একজন মুক্তিদানকারী ছিলেন?

মূল শব্দ

συνεργός

syn(সিন) = একই, *ergos(আর্গোস* =শক্তি সহকর্মী

একজন মুক্তিদাতা! পৌল মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন যেন পুরো বিশ্ব ঈসাকে জানে। জামাতের সবচেয়ে সফল পরিচর্যাকারী হিসেবে তিনি আরো শ্রমিক চেয়েছিলেন।
একজন জাজ্বল্যমান ধর্মপ্রচারক হিসেবে, পৌল চেয়েছিলেন যাতে সুসমাচার তবলিগ বৃদ্ধি পায়। একজন রূহে পরিচালিত কার্যসাধক হিসেবে, পাক-রূহ্ যে তৃপ্তি বিশ্বাসীদের উপহার দিচ্ছিলেন তা অসম্মান করতে নাকোচ করেছিলেন। একজন বুদ্ধিমান চিন্তাবিদ ও কৌশলবিদ হিসেবে, পৌল বোকার মত "ফুটবল দলের অর্ধেক খেলোয়াড়কে বসিয়ে রাখেননি"। একজন চরম নিপীড়িত আগামীর শহীদ হিসেবে, যখন সুসমাচারের অগ্রসর হয়েছে তিনি আনন্দ করেছেন, এমনকি যারা খারাপ উদ্দেশ্যে তাকে "সমস্যায় জড়িয়েছে" তাদের জন্যও আনন্দিত হয়েছেন। কারাগারে শিকলবদ্ধ থাকাকালে, পৌল ফিলিপীয় ১: ১৭-১৮ আয়াতে বলেছিলন :

"কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আসল কথা হল, এতে যেভাবেই হোক মসীহের বিষয় প্রচারিত হচ্ছে- তা ছলনার উদ্দেশ্যেই হোক আর সৎ উদ্দেশ্যেই হোক; আর তাতেই আমার আনন্দ।"

একজন প্রশিক্ষিত ধর্মতত্ত্ব লেখক হিসেবে, পৌল পরিশ্রমীদের প্রশংসা করতে, তাদের সম্মান করতে, ভ্রান্ত শিক্ষাদাতাদের দরজা বন্ধ করতে এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করতে সাবধানে শব্দের ব্যবহার করেছেন। পৌল আরো বেশি ভরসাযোগ্য ও সংখ্যাবৃদ্ধিকারক শিক্ষকদের চেয়েছিলেন! (ওয়ান-পেজার দেখুন, *"২-২-২ নীতি-টি" দরজা প্রশস্ত করে?*)

পুরুষ ও নারী পরিচর্যাকারীদের ব্যাপারে বলার সময়ে পৌল কোন শব্দগুলো পৌল ব্যবহার করেছেন?

তার লেখায়, পৌল ৩৯ জন লোককে চিহ্নিত করেছেন যারা পরিচর্যা কাজ করেন। তিনি ২২ জন পুরুষ এবং ১৭ জন নারীকে চিহ্নিতকরন উপায়ে উল্লেখ করেছেন। তার পুরুষ ও নারী সহকর্মীদের বুঝাতে তিনি উভয়ের ক্ষেত্রে একই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তিনি তাদেরকে হয় সিনার্গস (সহকর্মী) আর নাহয় কোপিয়াও (শ্রমিকগণ) বলে অভিহিত করেছেন।

মূল শব্দ

κοπιάω

kopiao(কোপিয়াও) = শ্রমিক

রোমীয় ১৬:৩
"মসীহ্ ঈসাতে আমার সহকারী প্রিষ্কা ও আক্কিলাকে মঙ্গলবাদ কর;"
রোমীয় ১৬:১২
"ক্রফেণা ও ক্রফোষা, যাঁহারা প্রভুতে পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ কর। প্রিয়া পর্ষী, যিনি প্রভুতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিাছেন, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর।"
ফিলিপীয় ৪:৩
"আবার, হে প্রকৃত সহযুগ্য, তোমাকেও বিনয় করিতেছি, তুমি ইঁহাদের সাহায্য কর, কেননা ইঁহারা সুসমাচারে আমার সহিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ক্লীমেন্ত এবং আমার অন্যান্য সহকর্মচারীও তাহা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম জীবন-পুস্তকে লেখা আছে।"

ফৈবি....শুধুই একজন সাহায্যকারী, নাকি আরো বেশি কিছু?

যাজক ফয়িবিকে (রোমীয় ১৬:১-২) পৌল বর্ননা করেছেন সবচেয়ে একটি প্রচলিত শব্দ দ্বারা যেটি উদার নেতাকে বর্ননা করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন সীজার। তার তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতার কারণে, পৌল তাকে **প্রস্টেটিস** আখ্যা দিয়েছেন। এই শব্দটির অন্যান্য অর্থগুলি হল: বিজয়ী, হিতকারী, পৃষ্ঠপোষক। পৌল তাকে তার সেবা প্রদানের জন্য এবং সেঞ্চরিয়ে মন্ডলীকে নিজে প্রকাশ্যে সম্মান জানিয়েছেন।

মূল শব্দ

προστάτις

prostatis (প্রস্টেটিস) = অসামান্য সাহায্য, উপকারকারী

উপসংহার

পৌল নারীদেরকে ঘৃণা করেননি বা বাধা দেননি। তিনি তাদেরকে সম্মান করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, এবং বিশ্বাস করেছেন। পৌল তাদেরকে বর্ননা করতে যেভাবে তার পুরুষ পরিচর্যাকারীদের ক্ষেত্রে করেছেন সেসব শব্দই ব্যবহার করেছেন। আমরা ব্যক্তিগতভাবে পৌলের সাথে দেখা করতে অধীর আগ্রহী!

মহিলা সহকর্মী এবং বন্ধুগন যারা ইতিবাচকভাবে পৌলের দ্বারা উল্লেখিত হয়েছিলেন
আপ্পিয়া (ফিলীমন ১:২), ক্লোয়ী (১ম করিন্থীয় ১:১১), ক্লৌদিয়া (২য় তীমথিয় ৪:২১), উনীকী (২য় তীমথিয় ১:৫), ইবদিয়া (ফিলিপীয়৪:২-৩)- যুলিয়া (রোমীয় ১৬:১৫), যুনিয় (রোমীয় ১৬:৭), লোয়ী (২য় তীমথিয় ১:৫), মরিয়ম (রোমীয় ১৬:৬), নীরিয় (রোমীয় ১৬:১৫), নুম্ফা (কলসীয় ৪:১৫), প্রিষ্কিল্লা (রোমীয় ১৬:৩-৫; ১ করিন্থীয় ১৬:১৯; প্রেরিত ১৮:১-৩, ১৮-১৯,২৬), রূফের মাতা (রোমীয় ১৬:১৩), সুন্তখী (ফিলিপীয় ৪:২-৩), ক্রফেনা (রোমীয় ১৬:১২), ক্রফোষা (রোমীয় ১৬:১২)। এছাড়া, লুদিয়া উল্লেখিত আছে প্রেরিত ১৬: ১৩-১৫, ৪০ আয়াতে।

৪ টি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

“২-২-২ নীতিটি”-কি মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য দরজা খুলে দেয়?

নিশ্চিতভাবে প্রশস্ত করে! তীমথিয়ের কাছে তার শেষ চিঠিতে, প্রচারক পৌল সুসমাচারের প্রসারের জন্য তার আসক্তি ও দ্রুততা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তীমথিকে কীভাবে প্রসার ঘটানো উচিৎ ও কে তা করতে পারবে সে বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছেন। কারণ নির্দেশনাটি ২ তীমথি ২:২ আয়ত থেকে আসে, আমরা এটাকে বলি... **২-২-২ নীতি:**

মূল শব্দ

ἄνθρωπος

anthropos = (মানুষ)

“অনেক সাক্ষীর সামনে আমার মুখে যে সব শিক্ষার কথা তুমি শুনেছ সেই শিক্ষা ধরে রাখবার জন্য তুমি তা এমন সব বিশ্বস্ত লোকদের দাও যাদের অন্যদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতা আছে।”

কিতাবের অনেক অনুবাদে বলে, “নির্ভরযোগ্য লোকেদের সাথে যুক্ত হও...”। যাহোক, পৌল একটি গ্রীক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেখানে পুরুষ ও নারী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। এক পলকে দেখলে, এই আয়াতটি, পুরুষ ও নারী কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে একথার সাথে সরাসরি সংযুক্ত নাও মনে হতে পারে। যাহোক, পৌল কি বলতে পারতেন তা বিবেচনা করা যাক। তিনি “পুরুষদেরকে”(এ্যানার) একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে নির্দিষ্ট করতে পারতেন। *এ্যানার* শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হতে পারতো যেখানে পৌলের উদ্দেশ্য হবে যেন শুধুমাত্র পুরুষরাই কিতাবের শিক্ষক হয়। পরিবর্তে, পৌল নিরপেক্ষ শব্দ *এনথ্রোপস* ব্যবহার করেছেন যার অর্থ “মানুষ” বা “জনতা”। যদি পৌল নারীদের জন্য দ্বার বন্ধ করতে চাইতেন, তাহলে এখানে তিনি একটা বড় সুযোগ হারিয়েছেন! নির্ভরযোগ্য ও যোগ্যতাসম্পন্ন *এনথ্রোপস* দ্বারা... মূল পাঠকবৃন্দ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে যে ভালো শিক্ষা অন্যদের কাছে স্থানান্তরিত করতে পারে - পুরুষ এবং নারী উভয়েই - যারা এটাকে বিশ্বাসে স্থানান্তর করতে পারবে। এই পদটি আল্লাহ্ওহী শিক্ষিকাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়!* যদিও ইফিষে (পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে) ভ্রান্ত শিক্ষকে ছেয়ে গেছে, পৌল চেয়েছেন যেন বিশ্বাসীগণ সুসমাচার প্রসার করে (একজন নারী কি আল্লাহ্ওহী ক্ষমতায় শিক্ষা দিতে পারেন? পৌল কতবার ভ্রান্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে তার প্রথম চিঠিতে তীমথিয়কে জানিয়েছেন সেটি বুঝতে ওয়ান-পেজার দেখুন।)

অতএব, এই উন্মুক্ত দরজা অনুসারে কে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্য? আল্লাহ্ওহী পুরুষ ও নারী। পৌলের **২-২-২ নীতি** আপনাকে অনুপ্রেরনা দিক!

এনথ্রোপোস দেখিয়েছে যে পৌল আরও সুসমাচার তবলিগকারী চেয়েছেন!

৪ প্রজন্মে দ্বিগুণ

তবে, কীভাবে এই আল্লাহ্ওহী *এনথ্রোপসদের* সুসমাচার ব্যাপ্তি করা উচিৎ? যখন পৌল সকল আল্লাহ্ওহী শিক্ষকদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করেছেন, পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য, তিনি বহু-প্রজন্মের পরিকল্পনাও ব্যাখ্যা করেছেন। ২-২-২ নীতিতে আমরা ৪ টি ভিন্ন প্রজন্মও দেখতে পাই।

- **প্রথম প্রজন্ম** - পৌল নিজে, তীমথিয়কে “ বিষয়গুলো” বলেছেন ।
- **দ্বিতীয় প্রজন্ম** - তীমথিয়-ই হল সেই “তুমি” যে “আমাকে বলতে শুনেছ” “ওইসব বিষয়”।
- **তৃতীয় প্রজন্ম** - “নির্ভরযোগ্য মানুষ” *(এনথ্রোপস)* যারা “শিক্ষা প্রদানে যোগ্যতাসম্পন্ন” তাদের “সংযুক্ত” হওয়া উচিত, যাতে...
- **চতুর্থ প্রজন্ম** - “অন্যেরা” সেইসব যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষিত হয়।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রজন্মগুলো স্থানান্তরযোগ্য ডিএনএ প্রদর্শন করে।

উপসংহার

২-২-২ নীতি সুসমাচার প্রসারে পৌলের অন্তরকে প্রদর্শন করে। ২য় তীমথিয় ২:২ আয়াতে, পৌল সমস্ত আল্লাহ্ওহী শিক্ষকদের কাছে কিতাব ভিত্তিক শিক্ষা উন্মুক্ত করেছেন, এবং তিনি সুসমাচার প্রসারের জন্য একটি পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন। আপনি কি পৌলের মতই একজন নেতা যিনি সুসমাচার প্রসারের চেষ্টা করছেন, নাকি সুসমাচার বিষয়ে শিক্ষকদের বাধা দেবার জন্য আপনি পৌলকে ব্যবহার করছেন? চলুন পৌলের মত হই!

**** এনথ্রোপসের উপরে সংযোজিত টীকা***

এনথ্রোপস এর অর্থ “পুরুষ” হতে পারে, কিন্তু ওইসব ঘটনায় এটি নারীর সাথে যুক্ত রচনাংশে ব্যবহৃত হয়েছে *(গুন)* (মথি ১৯:৫, ১ম করিন্থীয় ৭:১, ইফিষীয় ৫:৩১ দেখুন)। যখন *এনথ্রোপস* এককভাবে বসে, স্ত্রী বা নারী প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়, তখন এটি নিরপেক্ষ অর্থ “মানুষ” বা “ব্যক্তি” বহন করে। *গুনের* ব্যাপারে ২য় তীমথিয় ২:২ আয়াত নয়। সুতরাং এখানে, এনথ্রোপস নিরপেক্ষ এবং এর অর্থ “মানুষ”

৪ টি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবে

৪.আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

কিতাব কি বলে না যে পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে?

না, বলে না। নতুন নিয়মে কর্তৃত্বের জন্য যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো *exousia*. এর অর্থ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, কিছু করার ক্ষমতা, প্রভাবিত করার ক্ষমতা, শাসন করার বা সরকার হওয়ার ক্ষমতা। চলুন, একটি মূল আয়াত দেখি যেটি মনে দ্বিধা দ্বন্দ সৃষ্টি করেছে, ১ করি ১১:২০

"জামাত হিসাবে এক জায়গায় মিলিত হয়ে যা খাও তা আসলে মসীহের মেজবানী নয়"

মূল শব্দ
ἐξουσία
exousia = কর্তৃত্ব

এই আয়াত দূতগণের বিষয়ে নয়!

Angelous(অ্যানজেলাস) শব্দের অর্থ দূত অথবা গুপ্তচর (ইয়াকুব ২:২৫ দেখুন)। যদি ১১:১০ আয়াতে পৌল দূতের কথাই বলে থাকেন, তাহলে কেউই জানে না পৌল কি বিষয়ে কথা বলছিল! সম্ভবত, তিরস্কার/ সমালোচনার উর্ধ্বে থাকার জন্য পৌল শত্রুভাবাপন্ন গুপ্তচরদের বিষয়ে কথা বলছিলেন যারা জামাতে প্রবেশ করছিল জামাতের ভুল ধরার জন্য। বিশৃংখল ও অবিনয়ী আচরন খারাপ প্রতিবেদনে রূপ নিতে পারতো, তাই সমস্যা এড়াতে পৌল সবাইকে সাবধান করছিলেন।

এই আয়াত টুপির ব্যাপারে নয়!

অনেক সংস্কৃতিতে, নারীরা টুপি, চাদর, ওড়না বা অন্য কিছু দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতো। করিন্থের প্রেক্ষাপটে চুল এবং চুল ঢেকে রাখা একটি আলাদা অর্থ বহণ করতো। গ্রীক কিতাবে চিহ্ন শব্দটি ছিল না। গ্রীক কিতাবে বলে, নারীর আপন মস্তকের উপর নারীর কর্তৃত্ব রাখা কর্তব্য। একজন ঈসায়ী নারী নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে সে চুল লম্বা রাখবে নাকি ঢেকে রাখবে, কোনটি তার জামাতকে সম্মান দেবে।

Exousia Epi (এক্সোজিয়া এপি)

এই শব্দটি নতুন নিয়মে ১০৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। ১৪ বার এর সাথে epi (উপর) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুসমাচারে যতবার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিবারই তা ঈসার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা- প্রকৃতির উপরে, অসুস্থতার উপরে,শয়তানের উপরে । এইভাবে, করিন্থের নারীরাও তাদের মস্তকের উপর কর্তৃত্ব করবে, নারীরা নিজেরাই ঠিক করবে কিভাবে তারা জামাতে মসীহকে সম্মান করবে, কিভাবে মোনাজাত করবে বা ভবিষ্যদ্বাণী করবে। (১ করি ১১:৫) ।

EXOUSIA (এক্সোজিয়া) = কর্তৃত্ব

কার কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই?

প্রথমবারের মতো নতুন নিয়মে *exousia* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নারী ও পুরুষের বিয়ের প্রেক্ষাপটে ১ করিন্থীয় ৭ রুকু। পৌল একটি দারুন কাজ করেছেন। তিনি স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন- তাদের দেহের উপর!

"নিজ দেহের উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব নাই কিন্তু স্বামীর আছে, আর তদ্রূপ নিজ দেহের উপরে স্বামীর কর্তৃত্ব নাই কিন্তু স্ত্রীর আছে।"

কি! পৌল বলেছেন, স্বামী স্ত্রী একে অপরের দেহের উপর কর্তৃত্ব করবে। মজার ব্যপার হলো, পুরো ৭ রুকুতেই পৌল স্বামী স্ত্রীর পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

উপসংহার

ঈসা সমস্ত পৃথিবী ও বেহেস্তে উপর কর্তৃত্বকারী (*exousia epi*)। ঈসা তাঁর নারী ও পুরুষ শিষ্যদেরকে সমস্ত পৃথিবীতে শিষ্য তৈরি করার কর্তৃত্ব দিয়েছেন। ঈসা তার ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছেন, আমাদেরও উচিত! কালাম ***exousia*** *শব্দটি কখনোই নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের কথা বোঝানো হয়নি।*

**** Exousia Epi শব্দের ১৪ টি ব্যবহার***

মথি ৯:৬ ,মথি ২৮:১৮, মার্ক ২:১০, লূক ৫:২৪, লূক ৯:১, লূক ১০:১৯, প্রেরিত ২৬:১৭, ১ করি ১০:১১ ,, প্রকাশিত ২:২৬, প্রকাশিত ৬:৮, প্রকাশিত ১১:৬, প্রকাশিত ১৩:৭, প্রকাশিত ১৪:১৮, প্রকাশিত ১৬:৯

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

ত্রিত্ব কি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে গঠিত? নারী ও পুরুষ ও কি তাই?

না, অবশ্যই না! পিতা, পুত্র ও পাক-রূহ্ সব দিক দিয়ে নিখুঁত, কর্তৃত্বের, ক্ষমতার ও ইচ্ছার দিক দিয়ে আলাদা নয়। ত্রিত্ব নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে/ক্রমোচ্চ শ্রেনীবিভাগে গঠিত নয়। বরং ত্রিত্ব আল্লাহ্ নিখুঁত ও পাস্পারিক ভাগাভাগির মাধ্যমে তাদের গুণাবলি ও কাজ গুলি একসাথে সম্পন্ন করে। ইউহোন্না ১৪:১৬,২৩ ও ২৬ দেখুন।

মূল শব্দ

perichoresis

"আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঈসা তাঁকে জবাব দিলেন, "যদি কেউ আমাকে মহব্বত করে তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন এবং আমরা তার কাছে আসব আর তার সংগে বাস করব। যে আমাকে মহব্বত করে না সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না। যে কথা তোমরা শুনছ তা আমার কথা নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা। তোমাদের সংগে থাকতে থাকতেই এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি। সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পাক-রূহ্ যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।

আরিয়ান ভ্রান্ত শিক্ষা এই আধুনিক সময়ে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে

৪র্থ শতাব্দীতে, আরিয়াস, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার একজন পুরোহিত, এই বিশ্বাস ছড়িয়েছেন যে পিতা আল্লাহ্ পুত্র ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন। আরিয়াস বলেছেন, 'এমন সময় ছিল যখন র অস্তিত্ব ছিল না।" এই জঘন্য তত্ত্ব যেন জামাতকে কলুষিত না করতে পারে তার জন্য জামাত নাইসিয়া(৩২৫ খ্রীস্টাব্দে) ও কন্সটানটিনোপোল(৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে) ত্রিত্বের তত্ত্ব স্পষ্ট করার জন্য একটি সভা ডাকেন। বর্তমানে কিছু ইভানজেলিকাল ধর্মতাত্ত্বিকরা ও নেতারা আরিয়াসের বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যদিও তারা বিশ্বাস করে যে ঈসা অনন্ত কিন্তু তাদের মতে পিতা ও পুত্রের কর্তৃত্বের মাত্রা আলাদা। তারা বলে, পিতা আদেশ দেয়, পুত্র পালন করে। এই বিশ্বাস পিতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে রাখার বিশ্বাসের সমান্তরাল। ত্রিত্বের এই নিচু তত্ত্ব তাদেরকে পিতা থেকে পুত্রকে ছোট করে দেখা এবং একই ভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে নারীকে ছোট করে দেখার দিকে নেতৃত্ব দেয়। সমান কিন্তু আলাদা।

PERICHORESIS (পেরিকোরেসিস) = চারদিক আবর্তিত হওয়া অথবা পারস্পারিক বসবাস

এই পাগলাটে শব্দের অর্থ কি?

আদি জামাত আরিয়ান ভ্রান্ত শিক্ষা ও ত্রিত্বের সম্পর্ককে স্পষ্ট করার জন্য *perichoresis* এই শব্দটি ব্যবহার করেছিল। (*peri* = চারপাশে , *choresis* = *আবর্তন,* পারস্পারিক বসবাস) । পেরিকোরেসিস অর্থ ত্রিত্বের কোন ব্যক্তিই একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে কিছুই করতে পারবে না। যখন পুত্র কাজ করে তখন পিতা ও রূহ্ও একইভাবে কাজ করে। ঈসা বলেছেন, যদি তুমি আমাকে দেখ, তাহলে আমার পিতাকেও দেখিয়াছ। ঈসা পঞ্চাশত্তমীকে এইভাবে বর্ননা করেছেন যে, পাক-রূহ্ বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করতে আসবেন। এই একই সময়ে পিতা ও পুত্রও আমাদের সাথে বাস করতে আসবেন। প্রতিটি বেহেস্তী কার্যক্রম ; সৃষ্টি, ক্রুশ, পঞ্চাশত্তমী- সমস্ত কিছুই ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির সংযুক্ততায় সম্পন্ন হয়েছে।

পেরিকোরেসিস বলতে অরো বোঝায় যে ত্রিত্বের এক ব্যক্তির মধ্যে যে গুণাবলি দেখা যায় অন্য ব্যক্তির মধ্যেও এই গুণ থাকবে। অতএব যখন আমরা দেখি, ঈসা ভালবাসেন, সুস্থ করেন ক্ষমা করেন, তখন বুঝতে হবে পিতা ও পাক-রূহ্ও ঠিক এমনই। এইভাবেই, যখন আমরা দেখি, ঈসা আত্মসমর্পণ করে ও বশ্যতা স্বীকার করে তখন পিতা ও পাক-রূহ্ও একইভাবে আত্মসমর্পণ করে ও বশ্যতা স্বীকার করে।

উপসংহার

পিতা, পুত্র ও পাক-রূহ্ অনন্তকালীন ভাবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভাগ করে নেয়, কেউ কারো থেকে কম নয়, কেউ বেশি নয়। আল্লাহ্ এরকম অপরিবর্তনীয়, অনন্তকালীন ক্ষমতার পদানুক্রম ধরে রাখেননি। নারী ও পুরুষেরও
এমন করা উচিত নয়।

*** আদি জামাতের বিশ্বাস এবং নাইসিয়ান ও কন্সটানটিনোপোলের ত্রিত্বের বিশ্বাস:**

"পিতার থেকে জাত সমস্ত কালের পূর্বে, আল্লাহের আল্লাহ্, পিতার মতো একই রূপে।" অ্যাথনাশিয়ান- কেউ কারো পূর্বে নয়, কেউ কারো পরে নয়, কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোট নয়।

এই বিষয়টি দেখুন- কাপ্পাডোসিয়ান ফাদার

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২. **জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩. আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

১ করি ১৪:৩৩ আয়াতে দাঁড়ি/পূর্ণ বিরতিটি কি পরিবর্তন সাধন করে?

অনেক! আসল গ্রীক পান্ডুলিপিতে কোন প্রকার বিরামচিহ্ন-কমা,প্রশ্নবোধকচিহ্ন,উধৃতি,ব্যবহার হয়নি। এই ভাষাগত বিবরণ হয়তো মনে হতে পারে সাধারণ বিষয়, কিন্তু এটি অনুবাদে এবং অর্থে বিশাল পরিবর্তন আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১ করিন্থীয় ১৪:৩৩ আয়াতে পৌলের দেয়া নির্দেশনাতে দাঁড়ি বা পূর্ণ বিরতিটি অর্থ পরিবর্তন করে দিতে পারে:

মূল শব্দ

কোন বিরামচিহ্ন নাই

অনুবাদকদের অবশ্যই ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে

"আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলার আল্লাহ্ নন, তিনি শান্তির আল্লাহ্।
আল্লাহ্‌র বান্দাদের সব জামাতে যেমন হয়ে থাকে" সেইভাবে স্ত্রীলোকেরা জামাতে চুপ করে থাকুক"

অথবা

কেননা আল্লাহ্ গোলযোগের আল্লাহ্ না, কিন্তু শান্তির - যেমন আল্লাহ্‌র সমস্ত জামাতে হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা জামাতে নীরব থাকুক।

পৌল কি বলতে চেয়েছিলেন নারীরা নীরব- নাকি জামাত শান্তিপূর্ণ ?

যেহেতু দাঁড়ির অস্তিত্ব ছিল না, তাই অনুবাদকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, কোথায় প্রতিটি দাঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন অনুবাদে দাঁড়ি ভিন্ন জায়গায় দেয়া হয়েছে। *যেমন পবিত্রগণের সমস্ত জামাতে হইয়া থাকে,* বাক্যাংশটি আগের কালামের সাথে সংযুক্ত নাকি পরের অংশের সাথে? শান্তির- পরে দাঁড়ি হলে অর্থ দাঁড়ায় যে নারীরা জামাতে চুপ থাকবে। কিন্তু *হইয়া থাকে। -*এর পরে দাঁড়ি বসলে বোঝায় যে সমস্ত জামাতে আল্লাহ্ শান্তির আল্লাহ্। এই দাঁড়ি একটি বিশাল পরিবর্তন সাধন করে। কিন্তু আমরা কিভাবে বুঝবো কোনটি সঠিক?

আমরা কিভাবে জানবো..

১. ১ করি ১৪ রুকুতে, পৌল তিন ধরনের লোকদেরকে চুপ করাচ্ছেন; পরভাষায় কথা বলা লোকেরা, ভাববাদী ও নারী। এবং তিনি তিন ধরনের লোকদেরকে মুক্ত করছেন- নারী, ভাববাদী, পরভাষীদের। (১ করি ১৪ রুকুতে কি কোন বাক্যালংকার ব্যবহার করা হয়েছে? কাকে নিশ্চুপ করা হয়েছে? এই ওয়ান পেজারটি দেখুন)
এই কঠোর চিয়াজম, বাক্যালংকার কাঠামোতে, পৌল জামাতকে চারবার তার মূল বিষয়টিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন: জামাতকে শক্তিশালী হতে হবে(১৪:২৬), শান্তিপূর্ণ(১৪:৩৩), অজ্ঞ নয় (১৪:৩৭-৩৮), শৃঙ্খলাপূর্ণ (১৪:৪০)। স্পষ্টতই *পবিত্রগণের সমস্ত জামাত* দ্বারা জামাতের বৈশিষ্ট্য বর্ননা ও নির্দেশাবলি দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জামাতই আল্লাহের শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে থাকবে।

২. কিতাবীয় ব্যাকারণের, প্রথম করিন্থীয় ১১ রুকুতে পৌল নির্দেশনা দিয়েছেন, কিভাবে নারীরা ভবিষ্যদ্বাণী ও মোনাজাত করার সময় ব্যবহার আচার করবে, চলাফেরা করবে। পৌল অবশ্যই ভুলে যাননি যে কয় রুকু আগেই তিনি নারীদেরকে কিভাবে লোকসমাগমে আরাধনা করতে হয় তার শিক্ষা দিয়েছেন, আবার কয়েক রুকু পর আবার বলবেন যে তারা বাইরে চুপ থাকবে।

৩. আপনার মন কি বলে আল্লাহ্ সবসময়ে, সব নারীদের, সব জামাতে সব জাতি, সব প্রজন্মে চুপ থাকতে বলবেন? যদি তাই হতো, তাহলে কোন নারী গান গাইতো না, আত্মসাক্ষ্য দিত না, উচ্চস্বরে মোনাজাত করতো না, শিশুদের শিক্ষা দিতো না, ঘোষণা দিতো না, এবং কখনো তবলিগ করতো না। সঙ্গত হোন।

পৌল ৪ বার "শৃঙ্খলাপূর্ণ আরাধনায়"-গুরুত্ব দিয়েছেন

উপসংহার

পৌল সম্পূর্ণ রুকু জুড়ে শৃঙ্খলাপূর্ণ আরাধনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যখন ১ করি ১৪ রুকুকে একটি চিয়াজম/বাক্যালংকার হিসেবে দেখা হয় যা চারটি অনুস্মারক ব্যাখ্যা করা হয় যে কিভাবে শান্তিপূর্ণ আরাধনা করা উচিত। তখন পৌলের বিষয়টি স্পষ্ট। দাঁড়িটি শান্তির পরিবর্তে সমস্ত জামাতের পরে হলে যুক্তিসঙ্গত হবে। প্রতিটি জামাত আল্লাহের শান্তি এবং শৃঙ্খলাকে প্রদর্শন করা উচিত।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

১ করি ১৪ রূকুতে কি কোন বাক্যালংকার ব্যবহার করা হয়েছে? কাকে নিশ্চুপ করা হয়েছে?

হ্যাঁ, এবং এটি দারূণভাবে জটিল! এই ভাষাগত গঠনের উৎস গ্রীক শব্দ *chi* "X" বিষয়বস্তুর প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে।(যেমন: ABBA or ABCBA or ABCCBA). পৌল করিন্থের জামাতের গোলমাল ও বিশৃঙ্খলাকে খুঁজে দেখিয়েছেন। ১ করি ১৪:৩৪-৪০ আয়াতে পৌলের গঠনটিকে খেয়াল করুন:

মূল শব্দ
chiasm
A-B-C-C-B-A

হাত —A
কনুই—B
কাঁধ—C
কাঁধ—C
কনুই—B
হাত—A

১৪:২৬ মূল বিষয়টিকে দেখান – "সব বিষয় যা জামাতকে শক্তিশালী করে"

১৪:২৮ *জিহ্বাকে চুপ করানো* **A**

১৪:৩০ *ভাববাদীদের চুপ করানো হয়েছে* **B**

১৪:৩৩ মূল বিষয়টিকে আবার দেখানো – আল্লাহ্ গোলযোগের নয় কিন্তু শান্তির

১৪:৩৪ *নারীদেরকে চুপ করানো হয়েছে* **C**

১৪:৩৬ নারীরা কথা বলার জন্য উন্মুক্ত **C**

১৪:৩৭-৩৮ মূল বিষয়টি দেখায় -"প্রভুর আদেশ- অজ্ঞ হবে না।"

১৪:৩৯ ভাববাদীরা কথা বলতে মুক্ত **B**

১৪:৩৯ *জিহ্বা মুক্ত* **A**

১৪:৪০ শেষ করা হয় মূল বিষয়ে – "সব কিছু শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে"

পৌল প্রধান ধারণা ৪ বার বলেছেন...শৃঙ্খলাপূর্ণ আরাধনা

পৌল তিন দলকে নীরব করেছেন- রূহানিক লোকদেরকে শুধরেছেন

করিন্থের জামাতে অনেক সমস্যা ছিল। পৌল প্রতিটি বিষয়কে শুধরে দিতে চেয়েছেন। প্রথমত, তিনি সেই রূহানিকদেরকে নিয়ে কথঅ বলেছেন, যাদেরকে তিনি সবসময় কথা বলার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাদের এই স্বাধীণতা বিশাল দ্বিধা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। পৌল এই দলগুলিকে -ভাববাদী, পরভাষা ও নির্দিষ্ট নারীদেরকে কথা বলার জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলেন। তাদের সবার জন্য পৌল একই শব্দ ব্যবহার করেছেন-সিগাটো *sigato* । কারণ তারা ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল, তাই তিনি তাদেরকে চুপ থাকতে বলেছেন।

পৌল তিনটি দলকে মুক্ত করেছেন- সাধুদেরকে শোধরানো

অন্যদিকে, সাধুরা স্বাধীনতার সব কিছু নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তারা পরভাষা, ভাববাণী নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল, তাদের মতে মহিলাদের কথা বলা লজ্জাজনক। তাই তিনি এই সব লোকদেরকে শক্তভাবে শোধরালেন ৩৬ আয়াতে, "বল দেখি, আল্লাহ্‌র কালাম কি কি তোমাদেরই নিকট হইতে বাহির হইয়া ছিল? কিম্বা কেবল তোমাদের নিকটই আসিয়াছিল?" এরপর তিনি ভাববাদী ও পরভাষীদের ৩৯ আয়াতে চিয়াজমের/বাক্যালংকারের পূর্ণতার মাধ্যমে মুক্ত করেন।

গঠন শক্তিশালীভাবে সামগ্রিক অভিপ্রায়কে প্রদর্শন করে

পৌল মন্ডলীতে বিশৃঙ্খলা দেখেছিলেন এবং একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন। পরভাষীদের (নারী পুরুষ উভয়ই)সীমা ছিল, ভাববাদীদের(নারী পুরুষ উভয়ই) সীমা ছিল, অনুসন্ধিৎসু ও ঐক্যনাশক নারীদেরও সীমা ছিল। যে গঠন পৌল দেখিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে- একটি শক্তিশালী, শান্তিপূর্ণ, বিজ্ঞ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জামাত।

উপসংহার

পৌল এই চিয়াজম বা বাক্যালংকার দ্বারা জামাতে একতা এবং শান্তি দেখিয়েছেন। পৌল এর মাধ্যমে দুই দরকে শান্ত করেছেন, রূহানিক দল এবং আইনী সাধুর দলকে। পৌল প্রথমে অতি রূহানিকদের সীমাবদ্ধ করেছেন এরপর তিনি আইনী সাধুদেরকেও শুধরেছেন রূহানিকদেরকে মুক্ত করার মাধ্যমে।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

জামাতে নারীদের কথা বলা কি লজ্জাজনক?

মূল শব্দ

করিন্থীয় শ্লোগান

রূহানিক----সাধু

না, এটা নয়! ঈশ্বর মন্ডলীতে তার কন্যাদের শব্দ লজ্জাজনক বিবেচনা করেন না! এই শিক্ষা তাঁর হৃদয়কে কষ্ট দেয়। এই ধারণা এলো কোথা থেকে? মন্ডলী স্থাপণকারী পৌল একটি ভুল ভাবে চলা মন্ডলীকে শোধরান তার পত্রের মধ্য দিয়ে। ১ করি ১৪:৩৪-৪০ দেখুন:

"৩৪ সেইভাবে স্ত্রীলোকেরা জামাতে চুপ করে থাকুক, কারণ কথা বলবার অনুমতি তাদের দেওয়া হয় নি। তৌরাত শরীফ যেমন বলে তেমনি তারা বরং বাধ্য হয়ে থাকুক। ৩৫ যদি তারা কিছু জানতে চায় তবে বাড়ীতে তাদের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ জামাতে কথা বলা একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ৩৬ আল্লাহ্‌র কালাম কি তোমাদের মধ্য থেকেই বের হয়েছিল কিংবা তা কি কেবল তোমাদেরই কাছে এসেছে? ৩৭ যদি কেউ নিজেকে নবী বলে বা রূহানী লোক বলে মনে করে তবে সে স্বীকার করুক যে, আমি তোমাদের কাছে যা কিছু লিখলাম তা সবই প্রভুর হুকুম। ৩৮ যদি কেউ তা অগ্রাহ্য করে তবে তাকেও অগ্রাহ্য করা হবে। ৩৯ সেইজন্যই আমার ভাইয়েরা, নবী হিসাবে কথা বলবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হও এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে বাধা দিয়ো না। ৪০ সব কিছুই যেন উপযুক্তভাবে আর শৃঙ্খলার সংগে করা হয়।"

পৌল করিন্থীয়দের শ্লোগান বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন ও সংশোধন করেছেন

করিন্থে দুইটি অস্বাভাবিক -বিপরীত দল---রূহানিক এবং সাধু

করিন্থের জামাতে দুইটি দল তাদের অস্বাভাবিক মতামত নিয়ে ঠেলাঠেলি করছিল।

পৌল বার বার এই দুই দলকে সংশোধন করছিল। রূহানিকরা সব বিষয়ে স্বাধীনতা চাচ্ছিল। দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা খাবার, শারিরীক সম্পর্কে কোন নিয়ম না থাকা, কোন খাবারে বিধিনিষেধ না থাকা, জিহ্বার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, পোশাক ও চুলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা- এই সমস্ত কিছু।

অন্যদিকে, সাধুরা চাইতো স্বাধীনতার মতো দেখতে যা কিছু তার সবকিছু নিষিদ্ধ করতে- যেমন কোন দেবতাদের কাছে উৎসর্গীকৃত খাবার নয়, শারিরীক সম্পর্ক নয়, কোন বিয়ে নয়, কোন ভাববাণী নয়, কোন নারী বক্তা নয়।

কে কি বলেছে?

করিন্থীয়ের প্রতি পৌলের পত্রে তিনি প্রায়ই করিন্থীয়দের ব্যবহৃত কথা সরাসরি ব্যবহার করতেন। পরে তিনি সেই সব কালাম গুলিকে সংশোধন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা বলতো "আমি পৌলকে অনুসরণ করি" "পেট খাদ্যের জন্য" "একজন পুরুষের একজন নারীকে স্পর্শ করা বিধেয় নয়।" যেহেতু গ্রীক শব্দে কোন বিরাম চিহ্ন ছিল না, তাই পাঠকদের অবশ্যই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বুঝতে হবে কোনটি করিন্থীয়দের আল্লাহ্‌বিহীণ শ্লোগান ও কোনটি পৌলের সংশোধন মূলক কালাম। আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, স্ত্রীদের জামাতে কথা বলা লজ্জাজনক- কথাটি করিন্থীয়দের, পৌলের নয়। এটি করিন্থীয় সাধুদের একটি শ্লোগান যা পৌল শক্তভাবে সংশোধন করেছে।

পৌল কিভাবে এই লজ্জাজনক, অগৌরবমূলক, অনুচিত শ্লোগান সংশোধন করেছেন?

পৌল একটি গ্রীক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন **(η)** যেটি শুধুমাত্র প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় ব্যবহার করেছেন যার দ্বারা বোঝায় "কি"? "কেন" "অর্থহীন" "কোনভাবেই না" এই ধরণের অর্থ প্রকাশ করতো। এই অক্ষরটি শুধুমাত্র একটি অক্ষর নয় বরং অমতের কঠিন প্রকাশ। পৌল ১১:৩৬ আয়াতের "বল দেখি, আল্লাহ্‌র কালাম কি কি তোমাদেরই নিকট হইতে বাহির হইয়া ছিল? কিম্বা কেবল তোমাদের নিকটই আসিয়াছিল?" এই বলে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এই সাধুরা কি তাদেরকেই আলফা ও ওমেগা চিন্তা করতো?

তারা কি আল্লাহ্? পৌল বলেছিলেন, আপনারা নারীদেরকে চুপ করানোর কে?

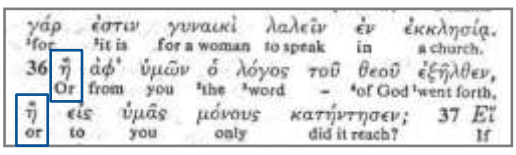
γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.
for it is for a woman to speak in a church.
36 ἢ ἀφ' ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν,
Or from you the word – of God went forth,
ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν; 37 Εἴ
or to you only did it reach? If

উপসংহার

পৌল অসংযত ও আইনবাদী উভয় করিন্থীয়দেরকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। পৌলের সংশোধন নারীদেরকে কথা বলতে, আরাধনা করতে, মোনাজাত করতে, ভাববাণী করতে ও পরভাষায় কথা বলতে মুক্ত করেছিলেন- মসীহের দেহে অবস্থিত আর সব সদস্যদের মতোই- অন্যদের জন্য সম্মান রেখেই। আমরা যেন করিন্থীয় শ্লোগানকে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হিসেবে প্রচার না করি!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

নারীরা কি পুরুষের চেয়ে সহজে প্রতারিত হয়?

কখনো কখনো...আবার কখনো কখনো নয়! চিন্তা করুন, কে প্রথম বৌদ্ধধর্ম শুরু করেছিল? বুদ্ধ। ইসলাম? মোহাম্মদ। মর্মবাদ? যোসেফ স্মিথ। এই তিন ব্যক্তি দুই বিলিয়নের অধিক মানুষকে রূহানিক দিকে প্রভাবিত করেছেন। নারী এবং পুরুষ উভয়ই প্রতারিত হতে পারে এবং বিপথগামী হতে পারে! এটি শুধুমাত্র একটি মেয়ের বিষয় নয়। এটি শুধুমাত্র একটি ছেলের বিষয় নয়। মানুষ মাত্রই ভুল করে!

মূল শব্দ

Artemis

ইফিষের মাতা দেবী

কিছু লোক ১ম তিমথীয় ২ আয়াত পড়েন এবং এটা মনে করেন যে কিতাবে এটা শেখায় নারীরা কখনো শিক্ষা দিতে পারে না। তারা মনে করেন পৌল সমস্ত সংস্কৃতিতে এবং সব সময়ের জন্য নারীদের শিক্ষাদানের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। কেন? কারণ হবা বিপথগামী হয়েছিল, এবং সকল নারীরা সহজে বিপথগামী হয়। ১ম তিমথীয় ২:১৪ আয়াতে:

> আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিত হইলেন।"

ইফিষ এবং আর্তেমিসের ভ্রান্ত দল

কিতাবের অনুচ্ছেদগুলো বোঝার জন্য, ওই সময়কার প্রেক্ষাপট বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম শতাব্দীতে ইফিষ ছিল একটি সংবেদনশীল, অনৈতিক, জ্ঞান-পিপাসু (প্রি-নস্টিক) মহানগর অঞ্চল। এর অর্থনীতি ছিল পূজা অর্চনা নির্ভর (প্রেরিত ১৯ অধ্যায় ২৩-৪১, আয়াত দেখুন)। ইফিষে দেবী আর্তেমিসের (ডায়না) পূজা করা হত। তার স্বর্ণ খোচিত মন্দির, যা ১২০ বছর ধরে তৈরি হয়েছিল; বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটি। এটি সমুদ্রের মাঝ থেকেও দেখা যেত। আর্তেমিস ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী উর্বরতার দেবী যাকে, প্রায়শই দুই ডজন স্তন(জাদু পানীয়ের থলি) সহকারে দেখা যেত।। তিনি এশিয়ার মহা-মাতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আর্তেমিসের পূজারিরা জীবন এবং শয়তানের আত্মার উপর তার মহাজাগতিক ক্ষমতার প্রয়োগমূলক পূজা করত। আবার ইফিষে হবাকে (আর্তেমিসের সাথে সম্পর্কিত করে) আদমের পূর্বে প্রথম সৃষ্ট মাতা হিসেবে প্রতিপালন করা হত। তারা নিষিদ্ধ জ্ঞান অর্জন করাকে ভাল মনে করত। এই জ্ঞান প্রিয়, ক্ষমতা পিপাসু শহরে, জামাত ভিতর ও বাইরে থেকে মিথ্যা শিক্ষা দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তিমথীয় এই জামাতকে সত্যের দিকে পরিচালিত করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

পৌল ইফিষে কোন মিথ্যা শিক্ষা সংশোধন করছিলেন?

ধর্মবিরোধী উপকথার মুখে, পৌল তিমথীকে মূল মতবাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন:

- প্রথম নারী পুরুষের আগে সৃষ্টি হয়নি। পুরুষের সৃষ্টিই সর্ব প্রথম হয়েছিল- নারীর নয়।
- নারী জ্ঞানে আলোকিত ছিল না (ভাল ও মন্দের)। সে পাপে পতিতা হয়েছিল।
- হবার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান ভাল ছিল না। বরং সে পাপী ছিল।

পৌল ভন্ড আর্তেমিস পূজারীদের ধর্মবিরোধীতার সম্বন্ধে ইফিষীয়দের উত্তর দিচ্ছিলেন।

উপসংহার

কিছু ঈসায়ী শিক্ষকেরা নারীদের কিতাব শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করতে চান। তাদের দাবি নারীরা খুব সহজে বিপথগামী হয়। এই ব্যাখ্যা পৌলের মূল বিষয়কে এড়িয়ে যায়। বরং পৌল আর্তেমিসদের মিথ্যা মতবাদগুলো সংশোধন করছিলেন। তিনি প্রমাণস্বরূপ সৃষ্টির এই ধারা স্থাপন করতে চাননি যে শুধুমাত্র পুরুষেরই কালাম পরিচর্যার অধিকার থাকা উচিত।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

একজন নারী কি ধার্মিকতায় আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দিতে পারেন?

হ্যাঁ, তবে অধার্মিকতায় নয়! ঈশ্বর চান নম্র, ধর্মভীরু ও সত্যের শিক্ষকরা মাথা তুলুক। কিন্তু ইফিষের প্যাগান শহরে, মন্ডলীতে মিথ্যা প্রচারকেরা পরিপূর্ণ করে ফেলেছিল। পৌল তিমথীয়কে এদের থামানোর জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ১ম তিমথীয়'তে পৌল বারংবার পৌরানিক কাহিণী এবং বংশ বৃত্তান্তের ভ্রান্ত শিক্ষদের উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের জন্য নিরপেক্ষ সর্বনাম ব্যবহার করেছেন- ওই ব্যক্তি, তারা, কিছু লোক, এরা ইত্যাদি। এই সর্বনামগুলো এটা দেখায় যে, এই মিথ্যা শিক্ষকেরা নারী পুরুষ উভয়ই ছিল। (১: ৩-৭, ৪: ৭, ৫:১৫, ৬:৩, ৬:৯, ৬:১৭-১৮, ৬:২০ দেখুন)। পৌল চেয়েছিলেন সকল ভ্রান্ত শিক্ষা যেন তৎক্ষনাৎ বন্ধ হয়ে যায়! ১তিমথীয় ২:১১-১২, পৌল একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতার/মিথ্যা শিক্ষার উপর আলোকপাত করেছেন:

মূল শব্দ

Αὐθεντεο

authenteo = "কর্তৃত্ব" (ভালো বা খারাপ)

> "১১ কথা না বলে এবং সম্পূর্ণভাবে বাধ্য থেকে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষালাভ করুক। ১২শিক্ষা দেবার ও পুরুষের উপর কর্তা হবার অনুমতি আমি কোন স্ত্রীলোককে দিই না। তার বরং চুপ করে থাকাই উচিত,"

একজন মৌন, শিক্ষনবিসি, এবং শিক্ষাগ্রহনে আগ্রহী নারী

এই অনুচ্ছেদে কর্তৃত্বের জন্য ব্যবহৃত অনন্য শব্দগুলোর দিকে যাওয়ার আগে আমাদের দুটি বিষয় জেনে নেওয়া আবশ্যক:

১. প্রথমে লক্ষ্য করুন, পৌল বহুবচন "নারীরা" থেকে (২:৯) একবচন "নারী" তে (২:১১-১৫ক) স্থানান্তরিত করার পূর্বে বহুবচন "নারী"(২:১৫খ) তে পরিবর্তন করছেন। এই একবচন/বহুবচন/একবচন এর ব্যবহার একটি মূল বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি পৌল একটি সার্বজনীন নিষেধাজ্ঞা বহন করতে চাইতেন, তবে সমগ্র অনুচ্ছেদ জুড়ে "নারীরা" বহুবচন কেন রাখেননি? এর অর্থ হল পৌল নারীদের সব সময়ের জন্য শিক্ষাদান/কতৃত্বের জন্য নিষিদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু ইফিষের কিছু নির্দিষ্ট ভ্রান্তদের নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

২. পৌলের উপদেশগুলো "একজন নারী'কে" সঠিক পরিচালনার জন্য। তিনি এই নির্দিষ্ট নারীকে "শেখা"র জন্য একজন শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহীর ভূমিকায় থাকতে আজ্ঞা করছেন। পৌল ভ্রান্ত শিক্ষকদের পুনঃগঠনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, সব নারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেননি।

authenteo ***অথেনটিও...*** একবার মাত্র

পৌল কর্তৃত্বের জন্য শুধুমাত্র একবার তার সমস্ত লেখায় এই অস্বাভাবিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যদিও পৌল এবং অন্যান্য লেখকেরা নতুন নিয়মে ১০৫ বার এক্সোজিয়া (কর্তৃত্ব) ব্যবহার করেছেন, এই পরিস্থিতিতে অবশ্যই কিছু ভিন্ন বিষয় রয়েছে। এই বিশেষ শব্দটি, এপোক্রিফাল রেফারেন্সে দুইবার পাওয়া গেছে, যা ছিল আসলে "হত্যাকারী" শিশু হত্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত (দেখুন, মেসাল ১২:৬), বা নিজেকে "উৎস" দাবি করা (৩ ম্যাকাবিস ২:২৮-২৯ দেখুন)। আসল বিষয়টি হল, অথেনটিও কর্তৃত্বের কোন সাধারণ, স্বাভাবিক শব্দ নয়। (দেখুন, ওয়ান-পেজার, নারীরা কি পুরুষের তুলনায় সহজে প্রতারিত হয়?) কেউ কেউ মনে করেন আর্তেমিসের নারীরা পুরুষদের উপর অভিশাপ নামাতে পারে - সম্ভবত এই মহিলা তাদের উদাহরণ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

ভাল এবং মন্দ অথেনটিও?

সুতরাং পৌল কি ধরণের কর্তৃত্বকে নিষেধ করছিলেন? আমাদের দুটি বিকল্প রয়েছে। হয়: ১. পৌল সাধারণ, ভাল ও ধার্মিক নারীদের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন, অথবা, ২. পৌল পুনঃগঠন করছিলেন আত্মকেন্দ্রিক, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, হত্যাকারী নারীদের। পছন্দ স্পষ্ট হওয়া উচিত। পৌল আত্মাহংকারী, দাম্ভিক ভ্রান্ত শিক্ষকদের অনুমতি দিচ্ছেন না।

পৌল অথেনটিও শব্দটি ইফিষের ভ্রান্ত শিক্ষদের বোঝাতে ব্যাবহার করেছেন,
এবং দেখিয়েছেন কারও অন্যের উপর "প্রভুত্ব" বিস্তার করা উচিত নয়।

উপসংহার

সকল ভ্রান্ত শিক্ষকদের নীরব হওয়া উচিত, মিথ্যা শিক্ষা বন্ধ করা উচিত, এবং সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। পৌল ভ্রান্ত শিক্ষকদের জোড় করে কতৃত্ব নেওয়াকে এবং বিশ্বাসীদের উপর প্রভুত্ব করাকে প্রশ্রয় দেননি, এবং আজকের মন্ডলীতেও তা উচিত নয়। ধার্মিক শিক্ষকদের মানবতার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত সে হোক পুরুষ কিংবা নারী।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

কে জামাতে নেতৃত্ব দেবে এটি কি পৌল সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন?

হ্যাঁ, করেন! জামাতের নেতাদের জন্য পৌল স্পষ্টভাবে যোগ্যতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন এপিস্কোপোস(তত্ত্বাবধায়ক), ডিকনোস্(যাজক), এবং প্রেসবিটার(বয়ঃজেষ্ঠ্য)। এই সকল দায়িত্ব সবার জন্য নয়। এর জন্য অত্যন্ত নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজন। ১ম তিমথীয় ৩:১-৭ আয়াতে পাওয়া শর্তগুলো দেখা যাক।

মূল শব্দ
τις
tis = যে কেউ

এই কথা বিশ্বাসযোগ্য যে, যদি কেউ জামাতের পরিচালক হতে চায় তবে সে একটা ভাল কাজ
করবার ইচ্ছাই করে। পরিচালককে সেইজন্য এমন হতে হবে যেন কেউ তাঁকে দোষ দিতে না পারে। তাঁর মাত্র একজন স্ত্রী থাকবে।
তিনি নিজেকে দমনে রাখবেন এবং তাঁর ভাল বিচারবুদ্ধি থাকবে। তিনি ভদ্র হবেন ও মেহমানদারী করতে ভালবাসবেন।
অন্যদের শিক্ষাদান করবার ক্ষমতা তাঁর থাকবে। তিনি যেন মাতাল ও বদমেজাজী না হন,
বরং তাঁর স্বভাব যেন নম্র হয় এবং তিনি যেন ঝগড়াটে বা টাকার লোভী না হন।
তিনি যেন উপযুক্তভাবে তাঁর নিজের বাড়ীর সব কিছু পরিচালনা করেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা যেন বাধ্য ও ভদ্র হয়।
যিনি তাঁর নিজের বাড়ীর ব্যাপার পরিচালনা করতে জানেন না তিনি কি করে আল্লাহ্‌র জামাতের দেখাশোনা করবেন?
জামাতের পরিচালক যেন নতুন ঈমানদার না হন, কারণ নতুন ঈমানদার হলে তিনি হয়তো অহংকারে ফুলে উঠবেন এবং ইবলিসকে দেওয়া
শাস্তির যোগ্য হবেন। বাইরের লোকদের কাছে তাঁর সুনাম থাকা দরকার, যেন তিনি দুর্নামের ভাগী না হন এবং ইবলিসের ফাঁদে না পড়েন।

টিস ***tis*** = যে কেহ, যে কেউ(নিরপেক্ষ)

শুধুমাত্র দুইটি সর্বনাম -- *tis* and *tis*

এই সাতটি আয়াতে, পৌল নেতাদের জন্য দুটি মাত্র সর্বনাম ব্যবহার করেছেন, এবং উভয়ই নিরপেক্ষ(৩:১ *tis* = যে কেহ, *tis* =যে কেউ ৩:৫)। এই শব্দটি ব্যবহার করে পৌল নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি শুধুমাত্র পুরুষের উপরই নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি যদি শুধুমাত্র এনার(পুরুষ) ব্যবহার করতেন তাহলে এটি স্পষ্ট হয়ে যেত যে তিনি শুধুমাত্র পুরুষদের নেতৃত্বের অধিকারী করেছেন, কিন্তু তিনি টিস(যে কেউ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করুন যে প্রতিটি শব্দ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজীতে এই সর্বনামগুলো একই ভাবে ব্যবহার করলে তা, কিছুটা অদ্ভুত শোনায় "এই ব্যক্তি" বা হিজ/হার এজন্য অনুবাদে শব্দগুলো সহজ করার জন্য he, him and his ব্যবহার করা হয়েছে। দুঃখজনক ভাবে এই অনুবাদ ধার্মিক নারী ও পুরুষদের জন্য উন্মুক্ততার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে। পুরুষ হোক বা নারী উভয়ের অবশ্যই সৎ চরিত্রের হতে হবে।

বিশ্বস্ত= "এক নারী-পুরুষ"

"স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত" বা " এক স্ত্রীর স্বামী" শব্দটি যে শব্দ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তা আসলে "মিয়াস গুনাইকোস আন্দ্রা"। এতে পৌল বিবেকহীনতাকে নিষেধ করছেন এবং পবিত্রতাকে বোঝাতে চেয়েছেন যা একজন "এক নারীতে আসক্ত পুরুষ" এর মধ্যে দেখা যায়। ইফিষীয় সংস্কৃতিতে পুরুষদের ব্যভিচারের বহু পথ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এমন ছিল না, এবং তাদের বিশ্বস্ততা ছিল একান্ত কাম্য। আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে শুদ্ধতা এবং বিশ্বস্ততা নেতৃত্বের দুটি প্রধান গুণ। যদিও বিয়ে এবং সন্তান থাকাটা আবশ্যক নয়। তাহলে পৌল এমনি স্বয়ং ঈসাও উপযুক্ত হতেন না (চির কুমার)। তবে মূল বিষয় হল বৈবাহিক জীবনে শুদ্ধতা এবং বিশ্বস্ততা। সম্ভবত আজকের দিনে আল্লাহ্ নেতাদেরকে(পুরুষ অথবা নারী) গ্রহণ করতেন না, যারা অশ্লীল চিত্র দেখতে অভ্যস্ত কারণ এটিও মনকে অপরিষ্কার করে।

উপসংহার

পৌল জামাতে প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য নেতৃত্ব দান উন্মুক্ত করার জন্য উদ্দেশ্য প্রবনভাবেই নিরপেক্ষভাবে যে কেউ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পৌল চাষের জমিতে অধিক শ্রমিক চেয়েছেন, অল্প নয়। ঈসা অধিক কর্মীর জন্য মোনজাত করতে বলেছেন। পৌল সেই দড়জা উন্মুক্ত করেছেন।

*** নেতৃত্বদানের সাথে সম্পর্কিত কিছু কথা**

পৌল ১ম তিমথীয় ৩:৮-১৩'তে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই যাজকীয় কাজের জন্য সম্ভাবনাময় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে তীতে পৌল যখন বয়ঃজেষ্ঠ্যদের গুণাবলির তালিকা করেছেন, তখনও তিনি এই একই শব্দ(টিস) বারং বার ব্যবহার করেছেন যা নিরপেক্ষতারই ইঙ্গিত করে।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

যখন নারী ও পুরুষের প্রসঙ্গ আসে, তখন কে কার কাছে আত্নসমর্পন করে?

পরিবারে এবং জামাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের একে অন্যের কাছে আত্নসমর্পন করা উচিত! মসীহ্ বিশ্বাসীদের কাছে মসীহের হৃদয় এবং কাজকে ধারণ করে মানুষের সেবা করার একটি সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আমারা যদি অন্যদের উপরে "কর্তৃত্ব" করতে চাই, তবে আমরা বাকিদের মতোই। পৃথিবী পারস্পারিক সমতা বোঝে না। পৌল ইফিষের বিশ্বাসীদের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

মূল শব্দ

ὑποτάσσω

hypotasso = আত্নসমর্পন

"মসীহের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা একে অন্যের কাছে আত্নসমর্পন করি."

"নির্ভরতার আয়াত"- ইফিষীয় ৫:২১

৫:২১ অতি তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত কারণ এটি পৌলের অতি দীর্ঘ "নির্ভরতার আয়াত" হিসেবে পরিচিত। এই আয়াত পৌলের বর্ণিত "রূহে পূর্ণ হও" এই আদেশের যোগসুত্র সাধন করে, এবং একই সাথে একটি নতুন রুকুর সূচনা করে যাকে বলা হয় "পারিবারিক রীতি"। আয়াতগুলো ব্যখ্যা করে যে "একে অপরের কাছে আত্নসমর্পন করা" এর কার্যত অর্থ হল কার্যকরীভাবে, ঈসার এবং জামাতের দ্বারা চূড়ান্তভাবে চিত্রিত হওয়া। যেহেতু আমরা ঈসাকে অনুসরণ করে চলি, তাই ঈসাতে আমাদের প্রত্যেকের একে অপরের কাছে সমর্পণ করা উচিত।

স্বামী/স্ত্রীর আত্নসমর্পন কি শুধুমাত্র "একপাক্ষিক" হওয়া উচিত? না!

পৌল কাদের আদেশ দেন?

ইফিষীয় ৫:২১-৩৩ আয়াতে নারীদের প্রতি ০(শূন্য) উপদেশকমূলক কালাম দেওয়া হয়েছে, যেখানে পুরুষদের প্রতি তিনটি আদেশ দেওয়া হয়েছে। ৫:২৫, ৫:২৮, ৫:৩৩ আয়াতে স্বামীদেরকে "ভালোবাসার" কথা বলা হয়েছে। পারিবারিক রীতির শেষ পর্যায়(৬:৯), পুরুষেরা আরও দুটি মোট (৫টি) আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে, সন্তানেরা দুইটি এবং চাকররা একটি, সেখানে নারীদের জন্য একটিও আদেশ নেই। স্ত্রীদের সম্বোধনকারী ক্রিয়াপদগুলো হয়: ১. গ্রীক ভাষায় বলা হয়নি কিন্তু পূরাতন শ্লোক থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখাগুলো আক্ষরিকভাবেই বলছে, "নারীরা তোমরা যেমন প্রভুর, তেমন নিজ নিজ স্বামীর বশিভূত হও"(৫:২২) এবং "নারীরা স্বামীর প্রতি" (৫:২৪)। অথবা ২. ৫:৩৩ এর ক্রিয়াপদটি খুবই "মোলায়ম" সংযোজনকারী, নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াপদ, এবং অনুবাদে বলা হচ্ছে" শ্রদ্ধা করা উচিত"।

অনুচ্ছেদের শুরুর শব্দটি "কেফ্যালে" এর অর্থ কি?

নিশ্চিতভাবে,ঈসাই রাজাদের রাজা, কিন্তু এই অনুচ্ছেদে পৌল তাকে প্রভুদের প্রভু হিসেবে নয় বরং নাজাতদাতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ঈসা নম্রতার সাথে দান করেছেন, সেবা করেছেন, বলিকৃত হয়েছেন, এবং আমাদের নাজাত করেছেন। কেফেল হল এমন একটি স্থান যেখান থেকে জীবন, রহমত, এবং সেবা পাওয়া যায় (ওয়ান-পেজার দেখুন, পুরুষ কি নারীর "মস্তক" নয়)।

আমার কি মসীহ্তে অন্যান্য ভ্রাতা ভগ্নিরদের সাথে পারস্পারিক বশ্যতা স্বীকার করা উচিত? হ্যাঁ।

আমার কি নিজের স্বামী/স্ত্রী, যাকে আমি সবথেকে বেশী ভালোবাসি তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা উচিত? হ্যাঁ, অবশ্যই!

উপসংহার

একে অপরের কাছে আত্নসমর্পন করা... এটাই মসীহের শিক্ষা ছিল। স্বামী ও স্ত্রী'র ও এটাই কর্তব্য (ভাই/বোন)। ঈসা কি নিজেকে নম্র, নত করেলিন, নিজেকে অস্বীকার করেছিলেন, বৈবাহিক সর্ম্পক থেকে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছিলেন? হ্যা!

যখন নারী ও পুরুষেরা ইফিষীয় ৫ এর মতো নিজেদেরকে সমর্পিত করবে, তখন সমগ্র পৃথিবী জানতে পারবে। আমরা ঈসার একজন আদর্শ নম্রতার, একতার, প্রতীক হয়ে উঠি।

ইফিষীয় ৪-৬ এর চিয়াজম/বাক্যালংকার

৪:১-৬ পৌল একজন কয়েদী
৪:৭-১৬ ঈসা উপহার দান/ভূষিত করেন
৪:১৭-৩২ গোষ্ঠী ভুক্ত করা
৫:১-২০ ভালোবাসার এবং পবিত্র সন্তান হিসাবে সম্পর্কিত করা
৫:২১-২৩ এক অপরের কাছে আত্নসমর্পণ করা
৫:২৪ স্ত্রীরা স্বামীদের প্রতি
৫:২৫ স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি
৫:২৫ ঈসায়ী জামাতের প্রতি
৫:২৬-২৭ জামাত মসীহের প্রতি
৫:২৮ যে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে সে নিজেকে ভালোবাসে
৫:২৯ জামাত মসীহের প্রতি
৫:২৯ মসীহ্ জামাতের প্রতি
৫:৩৩ স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি
৫:৩৩ স্ত্রীরা স্বামীদের প্রতি
৬:১-৪ একজন বাধ্য সন্তান হিসাবে
৬:৫-৯ দাস হিসাবে
৬:১০-১৭ ঈসা সুরক্ষা দান করেন
৬:১৮-২০ পৌল এতজন দূত

স্বামী,স্ত্রী হল মধ্যমনি, চূড়া, একটি অসাধারন চিয়াজমের

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

আল্লাহ্ কি নারী/পুরুষের জন্য "ভূমিকা/কাজ" বর্ণনা করেছে?

না! এমন কিতাবের আয়াত নেই যা নারী ও পুরুষের মধ্যে ভূমিকা বন্টন করে। কিতাব কখনোই বলে না যে, "নেতৃত্বদান পুরুষের" এবং "রান্না করা নারীর" কর্তব্য। সত্যিকার অর্থে, যে কোন কাজ অভ্যন্তরীনভাবে পরিবর্তনশীল। যে কোন ব্যক্তিই এই কাজ করতে পারে। সাংস্কৃতিক ধারা অনুযায়ী কোন কাজকে প্রায়শই পুরুষ বা নারীর হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ঈসায়ী নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কিছু মানুষ কার্যক্ষেত্রে ভুমিকার সংজ্ঞা বদলে ফেলেছে, নেতৃত্বদানকে লিঙ্গের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

মূল শব্দ
কাজ
মানুষ যা যা করে

নারী ও পুরুষের কাজের নমুনা প্রশ্ন:

রান্না করা কার কাজ?
এয়ার প্লেন চালানো কার কাজ?
বাচ্চাদের পড়ানো কার কাজ?
বিছানা করা কার কাজ?
মাঠের ঘাস পরিষ্কার করা কার কাজ?
বাচ্চাদের ডায়াপার পরিষ্কার করা কার কাজ?

রেস্টুরেন্টে রাধুনী হওয়া কার কাজ?
ফ্যাক্টরিতে কাজ করা কার কাজ?
অসহায়দের সাহায্য করা কার কাজ??
একটা শহর, রাষ্ট্র বা জাতি পরিচালনা কার কাজ?
খবর পাঠ করা কার কাজ?
অর্থায়ন সংক্রান্ত কাজ কার কাজ?

বাচ্চাদেরকে শৃঙ্খলা শেখানো কার কাজ?
কাপড় সেলাই কার কাজ?
বাগান/চাষ করা কার কাজ?
ঝুড়ি তৈরি করা কার কাজ?
মোনাজাত করা কার কাজ?
সুসমাচারের সাক্ষী হওয়া কার কাজ?

"ভূমিকার সীমাবদ্ধতা"র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস..

অধিকাংশ পুরাতন জামাতের ফাদার'রা বিশ্বাস করতেন পুরুষেরা নারীদের উপরে অবস্থান করে। ১৯৬০ সনের পূর্বে সমস্ত কিতাবীয় ভাষ্য এমন,"পুরুষই প্রথম এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। নারী দ্বিতীয় এবং অন্যের অধীন।" কিন্তু ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমে নারী অধিকারের আন্দোলন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং নারীরা শক্তিশালী আওয়াজ তোলেন। ধর্মতাত্ত্বিকেরা অনুভব করেন সংস্কৃতির কারণে ঊর্ধ্বতন/অধস্তন শব্দার্থগুলির পুনঃবিবেচনা প্রয়োজন। ধর্মতত্ত্ববিদেরা ভেবেছিলেন তারা পুরুষতান্ত্রিক ভাবে চলতে পারে, কিন্তু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে, নুতন নিয়ম নারী ও পুরুষের ভূমিকার শিক্ষায় পুস্তকটি, ঈসায়ী প্রধান যাজকদের একটি নুতন পরিভাষা শিখায়... " নারী ও পুরুষ সমান, তবে তাদের ভূমিকা ভিন্ন।" লেখক বলেছিলেন নারীরা প্রকৃতিগতভাবে অধস্তন নয়, কিন্তু তারা ভূমিকায়, কার্যক্ষেত্রে, এবং কতৃত্বে অধস্তন। শীঘ্রই, ধর্মতত্ত্ববিদেরা নারীদের ভূমিকা চিহ্নিত করেন, নির্ধারণ করেন এবং তা সীমাবদ্ধ করেন। তারা নারীর ভূমিকার অধীনতাকে স্থায়ী করে তুলেছিলেন, এবং অনেকে সমর্থন লাভের জন্য এটিকে ত্রি-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রচার করেছিলেন।

ত্রিত্ব আল্লাহ্ চিরন্তন অসম (অধীনস্থ)? কি?!

লেখক আরও দাবি করেন নারী/পুরুষ "ভিন্ন", অর্থাৎ "অসম।" তিনি তার এই বক্তব্যকে প্রমাণ করতে ত্রি-তত্ত্বে নারী/পুরুষের ত্রি-তত্ত্বে'র "ভূমিকার অধীনতা" সাথে তুলনা করেন। তিনি পিতা, পুত্র, ও পাক-রূহের স্থান নির্বাচন করেন এবং দাবি করেন আল্লাহ্ চিরকালই অসম ছিলেন ক্ষমতায়, কতৃত্বে, এবং ইচ্ছায়। বর্তমানেও অনেক সুপরিচিত কিতাব শিক্ষকেরা দাবি করেন "পিতা আজ্ঞাকারী" আর "পুত্র পালনকারী"(যা আমরা আরোগ্যদানে দেখতে পাই) অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী। সুতরাং সে সকল কিতাব শিক্ষক হতে সাবধান হোন যারা পুরুষের আধিপত্য রক্ষা করার জন্য এবং নারীদের বশ্যতা বজায় রাখতে ত্রি-তত্বকে বিকৃত করেন।

আল্লাহ্ পুরুষ ও নারীকে জৈবিকভাবে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন, কর্মক্ষেত্রে নয়

উপসংহার

ত্রিত্বকে একা ছেড়ে দিন! ধর্মতত্বের নির্ভূল ব্যাখ্যা করতে "ভূমিকা/কাজ" একটি ভয়ানক উপায়। পুরুষ ও নারী নিশ্চিতভাবে গুণে সমান, এবং জৈবিকভাবে নিশ্চিতভাবে আলাদা, আল্লাহ্ যেমন চেয়েছেন তেমন দিয়েছেন এমন নয়। আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়কেই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করতে সৃষ্টি করেছেন (পয়দা ১:২৮)!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

নারী পুরুষের একে অপরের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত?

আপনি যেমন ব্যবহার আশা করেন! ঈসা আমাদেরকে একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ম দিয়েছেন: "আর তোমরা যেরূপ ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও" (লূক ৬:৩১)। ঈসা সম্পর্কের মধ্যে পারস্পারিক বন্ধনকে মূল্যায়ন করেছেন! কিন্তু আপনি ভাবতে পারেন এই ধারা কি নুতন নিয়মেও একইভাবে বলা হয়েছে? অবশ্যই, বহু সংখ্যকবার বলা হয়েছে। নিচে এর ২৪ টি উদাহরণ দেওয়া হল, তবে এছাড়াও আরও অনেক রয়েছে!

মূল শব্দ

ἀλλήλους

allelois = একে অপরকে

	একে অপরের প্রতি সম্পর্কের ধারণা	রেফারেন্স
১.	একে অপরকে ভালোবাসুন	ইউহোন্না ১৩:৩৪
২.	একে অপরকে ক্ষমা করুন	ইফিষীয় ৪:৩২
৩.	একে অপরকে গ্রহণ করুন	রেমীয় ১৫:৭
৪.	একে অপরকে বহন করুন	ইফিষীয় ৪:২
৫.	একে অপরের প্রতি উৎসর্গীকৃত হোন এবং শ্রদ্ধা করুন	রোমীয় ১২:১০
৬.	একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান	২ করন্থীয় ১৩:১২
৭	একে অপরকে সেবা করুন	১ পিতর ৪:৯
৮.	একে অপরের প্রতি দয়াশীল হোন	ইফিষীয় ৪:৩২
৯.	একে অপরকে অভিযোগ করবেন না	ইয়াকুব ৫:৯
১০.	একে অপরের নিন্দা করবেন না	ইয়াকুব ৪:১১
১১.	একে অপরকে সাহায্য করুন	গালাতীয় ৫:১৩
১২.	একে অপরের ভার বহন করুন	গালাতীয় ৬:২
১৩.	একে অপরকে গড়ে তুলুন	১ থিষলনীকীয় ৫:১১
১৪.	একে অপরকে প্রতি নিয়ত সাহস যোগান	ইবরানী ৩:১৩
১৫.	একে অপরকে শান্তি দিন	১ থিষলনীকীয় ৪:১৮
১৬.	একে অপরকে দোষারোপ করবেন না।	রোমীয় ১৪:১৩
১৭.	একে অপরকে ভালোবাসতে এবং ভাল কাজ করতে সাহায্য করুন	ইবরানী ১০:২৪
১৯.	একে অপরকে নির্দেশনা দিন	রোমীয় ১৫:১৪
২০.	একে অপরের কাছে মিথ্যা বলবেন না	কলসীয় ৩:৯
২১.	একে অপরকে সতর্ক করুন এবং শিখান	কলসীয় ৩:১৬
২২.	একে অপরের পাপ স্বীকার করুন এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করুন	ইয়াকুব ৫:১৬
২৩.	একে অপরকে একতার সাথে বসবাস করুন	রোমীয় ১২:১৬
২৪.	একে অপরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করুন	ইফিষীয় ৫:২১

গ্রীক এল্যেলোইস, অনুবাদ করা হয় "একে অপরকে" অথবা "পরস্পরকে" যা পারস্পারিক ক্রিয়ার অর্থ বহন করে, সমমূল্যায়ন করা, বা এরকম কিছু।

"একে অপরকে" এই নীতি ত্রিত্ববাদেও সম্পর্কে সবথেকে ভালভাবে দেখা যায়, যেহেতু এই তিন ব্যক্তি পরম, এবং একটি ঐক্যের সাথে কাজ করে। যেখানে নারী পুরুষেরা ত্রিতত্বের সমতুল্য হয়ে কাজ করতে পারেন না, তবু আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। ঈসা বলেন,

"আমি তাহাদের মধ্যে এবং তুমি আমাতে, যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়;যেন দুনিয়া জানিতে পায় যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, তেমনি তাহাদিগকেও মহব্বত করিবে"।(ইউহোন্না ১৭:২৩)

পুরুষ এবং নারী যারা একতায় বাস করে এবং একে অপরের সাথে থাকার নীতিগুলো তুলে ধরে তারা "বিশ্বকে জানাবে!" এই সূক্ষ সম্পর্কের ধারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের এক নম্র হাতিয়ার!

এই নির্দেশনাগুলো শুধুমাত্র পুরুষ কিংবা নারীর জন্য নয়। এগুলো মসীহের সকল শিষ্যকেই দত্ত হয়েছে!

উদাহরণ

"একে অপরকে" এই নীতিগুলো রূহানিক অস্ত্র। বাস্তব জীবনে এবং ভিন্ন সংস্কৃতিতে এই নীতিগুলোও ভিন্নভাবে দেখা হয়ে থাকে। সম্পর্কের পৃথিবীকে আন্দোলিত করা সহজ এই ধরণ পৃথবীর সমস্ত ধর্মের ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। আপনার "একে অপরের" অস্ত্র তুলে নিন এবং এর ব্যবহার শিখুন!

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

১০+ সাধারণ বিরোধিতাগুলি কি কি?

মূল শব্দ

বিরোধিতাসমূহ...

প্রায়শই একটি অপ্রধান বিষয়কে চাপা দিয়ে রাখে।

১. **আদম হবার নামকরণ করেছিলেন, তাই সে ভারপ্রাপ্ত।**

এখানে দুটি নামকরণ ছিল। প্রথম নামটি আদমের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পয়দা ২:৩৩। আর আদম তাদের মিল পৃথিবীর প্রথম কবিতায় বর্ণনা করলেন।("আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস"), এবং তার উপযুক্ত সঙ্গীর সন্ধান পূর্ণ হল। এখানে এমন কিছু বলা হয়নি যে আদম হবার উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত/ভারপ্রাপ্ত, বরং তিনি অনেক আনন্দিত ছিলেন! দ্বিতীয়বার পুরুষ যখন নারীর নামকরণ করলেন এটি ছিল পয়দা. ৩:২০ আয়াত। এই গল্পে, তারা এক ছিলেন না, এবং পাপমুক্তও ছিলেন না। আদম তাকে তার জৈবিক গঠনের উপর ভিত্তি করে ডেকেছিলেন ("সমস্ত জীবিতের মাতা")। এই সময়ে, পাপে-পতনের পরের সময়ে আদম হবার উপরে কতৃত্ব করেছিলেন।

২. **হবা আদমের পারিবারিক নাম গ্রহণ করেছিলেন।**

প্রকৃতপক্ষে, উভয়ই "আদম"= মনুষ্যজাতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পয়দা ৫:১-২ আয়াত দেখুন, "আদম" সব সময় সঠিক ছিল না। বর্তমনে কিছু সংস্কৃতিতে নারীরা পুরুষের নামের শেষ অংশ গ্রহণ করে থাকেন। অনেক এশিয়ান সংস্কৃতিতে মেয়েরা তাদের নাম অপরিবর্তনীয় রাখে, এবং সন্তানেরা পিতার শেষ নাম ধারণ করে।

৩. **হবা ডুমুর পাতা সেলাই করেছিলেন।**

লেখায় নেই। লোকেরা যারা তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পড়ছেন, তারাই দাবি করে থাকেন হবা ডুমুর পাতা সেলাই করেছিলেন।.

৪. **প্রথম মানুষ তার স্ত্রীর "পরামর্শে" বিপথগামী হয়েছিলেন।**

আল্লাহ্ স্বাভাবিকভাবেই সত্য কথা বলছিলেন (পয়দা ৩:১৭)। পরামর্শ শোনা অবাধ্যতা নির্দেশ করে না। নিষিদ্ধ গাছের ফল গ্রহণ করাই ছিল অবাধ্যতা। আল্লাহ্ অব্রাহমকেও তার কথা শুনতে বলেছিলেন(পয়দা. ২১:১২)।

৫. **পুরুষ প্রথমে সৃষ্ট তাই তিনিই প্রধান।**

পুরুষ নারীর আগে সৃষ্টি বটে, কিন্তু মানুষেরও আগে সৃষ্টি কি? পশুপাখি, গাছপালা, ও মাটি।

৬. **নারীরা সহজেই প্রতারিত হয়।**

আপনি কোন বোকা লোককে জানেন? আমরা জানি। আপনি কোন বোকা মহিলা'কে চেনেন? আমরা চিনি। তিনি কি পুরুষ ছিলেন না নারী যিনি ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, সাম্যবাদ শুরু করেছিলেন? প্রকৃতপক্ষে এসব মতাদর্শ পুরুষদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে যা কোটি কোটি মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে। শয়তান যে কোন লিঙ্গের মানুষকে বিপথগামী করতে পারে। ধার্মিকা নারীদের চিন্তা, মন, ও মস্তিস্কের উপর বিশ্বাস রাখুন।

৭. **নারীদের ঘরে থাকা উচিত।**

কিতাবে এটি কোথায় লেখা আছে? কোথাও না। আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়কেই "পৃথিবীর উপর কতৃত্ব" করার অধিকার দিয়েছেন। এর পাশাপাশি পৌল মহিলাদের ঘর সামাল দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তীত ২:৪-৫ আয়াতে তিনি "অলস/অকর্মন্য" (১:১২) এর বিপরীতে গৃহে "কর্মোঠ/ব্যস্ত" এমনভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি কখনোই নারীদের ঘরে বন্দী থাকতে বলছেন না। আপনি কিতাবের এমন কোন মহিলার কথা বলতে পারবেন যিনি ঘরের বাইরে কাজ করেছেন? আমরা তো পারব!

৮. **কিতাবে কোন নারী যাজকের নাম নেই।**

কোন পুরুষ যাজকের নামও নেই। যাজক শব্দটি মাত্র একবার নুতন নিয়মের ইফিষীয় ৪:১১ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কোন "প্রবীণ যাজক", "কার্যনির্বাহী যাজক", "শিক্ষক যাজক" এমনকি আধুনিক কোন নামই ছিল না।

৯. **পুরুষেরাই "ভাববাদী", "তবলিগকারী", এবং "রাজা"।**

ভাইয়েরা, শান্ত হোন। ঈসা একাই ত্রিত্ব, কিন্তু বাইবেল কখনো বলেনি সকল দায়িত্ব তোমার। পুরাতন/নুতন নিয়মে, এই দায়িত্বগুলোকে কখনোই এক ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়নি। একমাত্র ঈসাই পারেন এই ত্রিত্বকে পরিপূর্ণ করতে!

১০. **পুলপিটে একজন নারী হল: "জমাতে অনৈতিকতা প্রবেশ করানোর পিচ্ছিল ঢাল", বা, "একটি উট যা তাবুর মধ্যে নাক ঢুকিয়েছে, এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ উটটি তাবুর মধ্যে প্রবেশ করবে"।**

নারী হয়ে জন্মানো কোন পাপ নয়, আবার মেয়েরা উটের মতোও নয়! যা কিছু শুদ্ধ এবং পবিত্র তা গ্রহণ করুন। পাপ'কে বর্জন করুন। বুঝুন কোন কোন গুণাবলি একজন মানুষকে জামাতের নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত করে তোলে... সচ্ছতায় বৃদ্ধি লাভ, বিশ্বাস পরিপক্ক করুন।

১১. **কর্তা ছাড়া একটি বিয়ে হল: "নাবিক ছাড়া জাহাজের মতো", "সেনা প্রধান ছাড়া সৈন্যদল", "একটি দু-মুখো রাক্ষস"!**

জাহাজ এবং সৈন্যের ক্ষেত্রে হয়ত এটি সঠিক চিত্রায়ন কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এটি সঠিকভাবে প্রযোজ্য নয়। উভয়েই তাদের সক্ষমতা অনুসারে পরিচালনা দান করতে পারেন, যেমন ভাল বন্ধুরা করে থাকে। দুটি হৃদয়ের/মনের একতার সাথে কাজ করাই হল আদর্শ ও শক্তিশালী গঠন।

এমন আরও বহু অভিযোগের সহজ উত্তর রয়েছে!

উপসংহার

আল্লাহ্‌র চরিত্র, আল্লাহ্‌র রাজ্য, এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য মনে রাখুন। তিনি তার রাজ্যের জন্য কর্মী বৃদ্ধি করতে চান।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

অনন্তকালীন পরিবার

অবশেষে মহান আদেশ পরিপূর্ন হবে এবং শয়তানকে অনন্তকালীনভাবে পরাজিত করা হবে। মসীহ্ ও কনে (সমগ্র জামাত) আল্লাহ্‌র পবিত্র, পাপহীন উপস্থিতিতে থাকবে। ঈসার সাথে আমরা অনন্তকালীন পরিবারের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবো। আবারও আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিরা নিখুঁত ঐক্যে আল্লাহ্‌র সাথে, একে অপরের সাথে ও সৃষ্টির সাথে বাস করবে। অনন্তকালীন পরিবার প্রদর্শন করবে কিভাবে আল্লাহ্‌র রাজ্য আসে, কিভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্পূর্ন হয়, কিভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চীকৃত হয়। হ্যাঁ, এটাই সেই দারুন সময়!

ঈসা (বর) কিভাবে জামাতের (কনে) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন?

সম্পূর্ণ পূর্ণতা, পবিত্রতা, এবং অখন্ডতার সাথে! মেষের এই বিবাহ ভোজ হবে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের মধ্যে জাকযমকপূর্ণ এবং গৌরবময় উদযাপন! এই বিবাহের দ্বারা আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক ও জামাত চিরকালের জন্য এক হবে। এখন মসীহ্‌র দেহ সম্পূর্ণরূপে যীশুর সাথে বাগদত্তা, কিন্তু প্রকাশিত ১৯ আয়াতে, আমরা বিবাহ উদযাপনের একটি আভাস পাই।

মূল শব্দ

אחד and εἷς

echad (Heb.) eis (Gk.) = এক, পরিপূর্ণ ঐক্য

তারপর আমি অনেক লোকের ভিড়ের আওয়াজ, জোরে বয়ে যাওয়া স্রোতের আওয়াজ ও জোরে বাজ পড়বার আওয়াজের মত করে বলা এই কথা শুনলাম, "আলহামদুলিল্লাহ্! আমাদের সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্ রাজত্ব করতে শুরু করেছেন। ৭ এস, আমরা মনের খুশীতে খুব আনন্দ করি আর তাঁর প্রশংসা করি, কারণ মেষ-শাবকের বিয়ের সময় হয়েছে এবং তাঁর কনে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। ৮ উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও মিহি মসীনার কাপড় তাকে পরতে দেওয়া হয়েছে। সেই কাপড় হল আল-হ্‌র বান্দাদের বাধ্যতা।"
৯ তারপর সেই ফেরেশতা আমাকে বললেন, "এই কথা লেখ, মেষ-শাবকের বিয়ের ভোজে যাদের দাওয়াত করা হয়েছে তারা ধন্য।" তিনি এই কথাও বললেন, "এগুলো আল্লাহ্‌রই কথা এবং তা সত্য।"

কত পূর্ব থেকে বাগদত্তা?

এই ব্যক্তিগত প্রশ্নটি বিবেচনা করুন... আপনি যদি বিবাহিত হন, তাহলে কত আগে থেকে আপনি বাগদত্ত ছিলেন? যদি আপনি এখনো বিবাহিত না হন, তবে আপনি আপনার সম্পর্ক কত সময় স্থায়ী হওয়ার জন্য আশা করেন? ১ সপ্তাহ, ৬ মাস, ২ বছর? এবার যীশুর কথা চিন্তা করুন। সবথেকে ধৈর্যশীল এবং শক্তিমান বর যিনি তার সর্বাধিক ভালোবাসার বাগদত্তার সাথে ২০০০ বছরের'ও বেশী সময় ধরে অপেক্ষা করছেন এবং এখনো করছেন!

কনে... তৈরি এবং পাপমুক্ত

প্রকাশিত ১৯:৭ আয়াতে বলে, "আর তাহার ভার্যা আপনাকে সজ্জিত করিলেন।" চিরকালের পরিবারে, কনে তার কর্তব্য পালন সম্পন্ন করেছেন, তার বরের মতোই (ইউহোন্না ১৪)। ঈসা তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। তিনি স্থান প্রস্তুত করতে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এসেছেন (ইউহোন্না ১৪)। তেমনি কনেও তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, এবং "নিজেকে সজ্জিত" করেছেন, জামাতকে তার করণীয় পলন করেছেন, সমস্ত জাতির কাছে তার রাজ্যের ঘোষণা করেছেন। তার বিবাহের পোশাকে তার সকল ভাল কাজের প্রমাণ খোচিত হয়েছে। প্রকাশিত ১৯:৮ অয়াতে, "তাকে শুচি মসীনা বস্ত্র দত্ত হইয়াছে (মসীনা বস্ত্র আল্লাহ্‌র ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতীক)" কনে আক্ষরিক অর্থেই শুচিকর্ম তার পোশাক হিসেবে পরিধান করে। ঈসা অনন্তকাল পর্যন্ত তার কনের এই ধার্মিকতার চিহ্নগুলো দেখবেন এবং মনে রাখবেন

"মিলিত" হওয়া

সমস্ত জামাত (নারী পুরুষ উভয়ের সমষ্টিতে গঠিত) ঈসার সাথে তার কনে হিসেবে মিলিত হবে। আমরা তার এক হওয়ার প্রার্থনা পূরণ করব (ইউহোন্না ১৭:২৩)। আমরাও "এক" হব, যেমন পিতা ও পুত্র "এক।" যদিও এখানে মেষের বিবাহ নিয়ে বৃহৎ রহস্য রয়েছে, তবু আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, ঈসার মিলিত হতে চাওয়ার আকাঙ্খা পূর্ণ হবে। পয়দা ২:২৩ আয়াত বলে, নারী ও পুরুষ "এক দেহ" হইল। দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪(শেমা) আয়াতেও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে: "ইস্রায়েল, শোন, প্রভু আমাদের আল্লাহ্, তিনি এক ও অনন্য" (*echad হিব্রুতে এবং eis সেপ্টুয়াজিন্ট* LXX). ঈসা আরও মোনাজাত করেছেন "সম্পূর্ণ মিলনের" জন্য এবং জামাতের একতার জন্য। (εἷς ἓν/*eis en ইউহোন্না* ১৭:২১). ঈসা একতা বোঝাতে জামাতে শেমার মতো একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক এর অর্থ সমতুল্য বা একক নয়, বরং মিলিত হওয়া।

ঈসা জামাতকে "এক" করতে চান। আমরা "এক" হব!

উপসংহার

বেহেস্তে সংগঠিত একমাত্র বিবাহ হল ঈসা এবং জামাতের মধ্যকার (ইফিষীয় ৫:৩১-৩২, লূক ২০:২৭-৪০)। **মানুষ আল্লাহ্ হয়ে ওঠে না, তবুও মিলনের জন্য ঈসার মোনাজাত সফল হবে।** কি এক বিস্ময়কর রহস্য যা এখনো উন্মোচনের অপেক্ষায় আছে! (শব্দ অধ্যয়ন: *echad, mia, en, eis*

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

কে লক্ষ্যে পৌছাতে শ্রম দিয়েছে?

সমগ্র জামাত শ্রম দিয়েছেন, নারী এবং পুরুষ উভয়ই! কোন একদিন, মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ (পয়দা. ১:২৮) এবং জামাতের প্রতি মসীহের চূড়ান্ত পরিকল্পনা পূর্ণ হবে (মথি. ২৮:১৯-২০)। সেই সময়, আমরা আল্লাহ্‌র সিংহাসনের চারপাশে একত্রিত হব এবং লক্ষ্য পূরনের আনন্দে মসীহের এক দেহরূপে একত্রে আনন্দ করব।

মূল শব্দ

πάντα τά εθνη

panta ta ethne = সমস্ত জাতি, গোষ্ঠী, লোক

"এর পরে আমি প্রত্যেক জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার মধ্য থেকে এত লোকের ভিড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুণতে পারল না। সাদা পোশাক পরে তারা সেই সিংহাসন ও মেষ-শাবকের সামনে খেজুর পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ১০তারা জোরে চিৎকার করে বলছিল:
"যিনি সিংহাসনে বসে আছেন,
আমাদের সেই আল্লাহ্‌ এবং মেষ-শাবকের হাতেই
গুনাহ্‌ থেকে নাজাত রয়েছে।" (প্রকাশিত কালাম ৭:৯-১০)

এই "বৃহৎ জনসমষ্টি" সমস্ত জাতির এবং সমস্ত বংশের লোকের, নারী এবং পুরুষ উভয়ই, সকলে তাদের স্বর উত্তোলন করবে এবং প্রশংসা করবে "আমাদের আল্লাহ্‌।" প্রত্যেক জাতি যীশুকে তাদের প্রভু বলে স্বীকার করবে। তার পরিত্রাণ সকল জাতির মধ্যে বিস্তৃত হয়!

এখানে একটি সমাপ্তি সীমা রয়েছে

চিরকালের পরিবারে, জামাত তার কার্য সম্পন্ন করেছেন এবং সকল জাতির কাছে পৌছেছে। এখন লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছি, সীমানা অতিক্রম করেছি, যাত্রা শেষ হয়েছে। কেউই একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তি ব্যতীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না। আল্লাহ্‌ চাননি যেন আমরা লক্ষ্যহীনভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে পাক খেতে থাকি। তিনি আমাদেরকে একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন, একটি নির্দিষ্ট পথ, এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্য দিয়েছেন।

"সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য বেহেশতী রাজ্যের সুসংবাদ সারা দুনিয়াতে তবলিগ করা হবে

এবং তার পরেই শেষ সময় উপস্থিত হবে।" মথি ২৪:১৪"

সকলে সহভাগীতা করুন

প্রকাশিত কালাম ৭:৯-১০ আয়াতে "আর শুধুমাত্র পুরষেরাই বেহেস্তে অবস্থান করে..." বা "শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই তুলে ধরা হয়েছে" বা "শুধু পুরুষেরাই শ্রম দিয়েছেন" বা" শুধু পুরষেরাই লক্ষ্যে পেছৌতে সক্ষম হয়েছে" তর্ক না করে, চিন্তা করুন, কিতাব-প্রেমী ধর্মতত্ত্ববিদ! এই সুসংবাদ তবলিগ করতে প্রত্যেকের তাদের নিজ নিজ অংশ পালন করা প্রয়োজন।

চলুন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যাক। নারী ও পুরষ এক প্রতিচ্ছবি হিসেবে সৃষ্টি এবং পরিচয় ভাগাভাগি করে উপভোগ করেছিলেন। তারা একইভাবে রহমত এবং কর্তব্যও ভাগাভাগি করে নিয়ে ছিলেন (পয়দা. ১:২৮)। পরবর্তীতে তারা পাপে পতন এবং তার ফল'ও ভাগ করে নিলেন। আবার নারী ও পুরুষ উভয়ই ঈসার রক্তের দ্বারা তাদের সকল পাপ থেকে নাজাত লাভ করলেন (ঈসার গৌরব হোক!)। অধিকন্তু, আল্লাহ্‌র রূহানিক দানগুলো নারী ও পুরুষ উভয়কেই দত্ত হয়েছে। পঞ্চশত্তমীর দিনে আল্লাহ্‌র অন্তর্যামী আত্মা নারী ও পুরুষ' এর উপর নেমে এসেছিলেন এবং এখনো উপস্থিত আছেন। পরিশেষে বলা যায়, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে নারী ও পুরুষ উভয়েই তাদের কাজের নিজ নিজ অংশ পূর্ণ করায়, তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র রাজ্যের অংশীদারিত্ব ভোগ করতে পারবে।

বাস্তবিক অর্থে, কোন নারীই একজন ধর্মপ্রচারকের দ্বারা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না, তিনি যতই অংশ ভাগ করার চেষ্টা করুক না কেন। একইভাবে কোন পুরুষও কোন নারী-সুসমাচার প্রচারকারিণী'র দ্বারা লক্ষ্যে যেতে পারে না। বিশ্ববাসির কাছে পৌছাতে আল্লাহ্‌ যে পরিবারের সৃষ্টি করেছেন তার সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করুন! "সম্পূর্ণ পরিবার, সম্প্রদায়, সারা বিশ্ব"! বিবাহিত, বিধাব, কিংবা কুমার, নারী অথবা পুরুষ, ছোট বা বড়– মনোনীত সকলেই এক পরিবার!

সকল জাতির কাছে পৌছাতে সমস্ত জামাতের প্রয়োজন।

উপসংহার

অনন্তকালের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর পরে "পিছনে" ফিরে দেখলে, দেখা যায় সফলতা পেতে সমগ্র জামাতের যথা সম্ভব অধিক ধার্মিক কর্মী প্রয়োজন। ("চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে" গভীর গবেষণা; মথি ২৮:১৮-২০, মার্ক ১৬:১৫, লূক ২৪:৪৭, যোহন ২০:২১, প্রেরিত ১:৮)।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্‌** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

আল্লাহ্ অনন্তকালীন পুরস্কার কি লিঙ্গভেদে দেবেন?

একদমই এমনটি নয়! অনেক নন-ঈসায়ী ধর্মে, তাদের দেবতারা "আল্লাহওহী" উপহারসমূহ পুরুষ কিংবা নারী তার উপর নির্ভর করে দান করে থাকে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, এবং মর্মবাদী এমন অনেক ধর্মই অনন্তকালের পুরস্কার বন্টনে পুরুষদের কে নারীদের উপরে স্থান দিয়ে থাকে। পুরুষেরা প্রচুর পরিমাণে এসব উপহার গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু নারীরা: পুনর্জন্মের চক্র পার হতে পারে না, হয়ত অসম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়, আবার হয়ত পুরুষদের যৌন তৃপ্তি দেওয়ার জন্য থাকে, হয়ত অনন্তকালীয় গর্ভবতী হয়ে থাকে। কিন্তু ঈসায়ী ধর্মে এমন নয়। উভয় নারী এবং পুরুষ তাদের আল্লাহবী জ্ঞানের এবং আল্লাহ্রে রহমতের ভিত্তিতে পুরুস্কৃত হন, মানুষের জৈবিক বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে নয়।

মূল শব্দ

δοῦλε

doulos =দাস, সেবাকারী

" বাদশাহ্ তাকে বললেন, শাবাশ! তুমি ভাল গোলাম। তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ বলে আমি তোমাকে দশটা গ্রামের ভার দিলাম।" লূক ১৯:১৭

পুরাতন নিয়মে উত্তরাধিকারের রীতি... এবং তারপর ঈসা

পুরাতন নিয়মে, উত্তরাধিকরের রীতি প্রথম-জাত'র (প্রথম সন্তান) এবং পুরুষতান্ত্রিক (পুরুষ) পক্ষে ছিল। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় এবং মেয়ে সন্তানেরা অধিকারে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমজাত পুরুষ সন্তান অধিক রহমত, সম্মান, এবং সম্পদ পেতেন। আমরা কিভাবে জানতে পারি যে, এই চিন্তাধারা আল্লাহ্রে অনন্তকালের পুরস্কার বন্টনের ব্যবস্থা প্রকাশ করে না? কেননা ঈসা নিজে তা স্পষ্ট করে দিতে এসেছিলেন। পর্বতের উপরে উপদেশ (মথি ৫-৭) দেওয়ার সময় ঈসা তার সমস্ত কর্ণপাতকারীদের, নারী ও পুরুষদের কাছে এই পুরস্কার কে পাবে তা বর্ণনা করেছেন (ধার্মিকতার জন্য, সেবার জন্য, মোনজাতের জন্য, উপবাসের জন্য, দানের জন্য, নিপীড়িতের পাশে থাকার জন্য ইত্যাদি) এবং কারা ইতিমধ্যে তাদের পুরস্কার পেয়েগিয়েছেন (যারা "দেখেছে" এবং সর্বসম্মুখে স্বীকার করেছে)। ঈসা শিখিয়েছেন যা কিছু গোপনে করা হয় তাও তিনি "দেখেন"(মথি ৬:৪, ৬, ১৮) যা, ১ শামূয়েল ১৬:৭ এর সমতুল্য আয়াতে "কারণ মানুষ দেখে বাইরের চেহারা কিন্তু মাবুদ দেখেন অন্তর।"

ঈসা নাটকীয়ভাবে রহমতের সাধারণ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। লূক ১১:২৭ আয়াতে, এক নারী চিৎকার করে বলেছিলেন, "ধন্য সেই নারী যে জন্ম দিয়েছেন এবং লালন পালন করেছেন।" এই সাধারণ রহমতের বাণীটি প্রকাশ করে যে, ইহুদী নারীরা একজন অসামান্য পুত্র বা স্বামী লাভ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। ঈসা চিরন্তন সত্যের সাথে উত্তর করেছিলেন। "বরং ধন্য তাহারা যাহারা আল্লাহ্রে কালাম শোনে ও তা পালন করে।" (লূক ১১:২৮) কে শুনতে পায়? কে বাধ্য থাকে? কে রহমত প্রাপ্ত হয়? যে কেউ! রহমত এবং পুরস্কার বাধ্যতার উপর ভিত্তি করে দত্ত হয়, যা নারী বা পুরুষ যে কেউ পালন করতে পারে। আমরা সমান অংশীদারি।

আপনার বর্তমান দৃষ্টিকোণ

"ধন্য, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস।"(মথি ২৫:২১) যখন আপনি আল্লাহ্কে একজন বাধ্য দাসের জন্য প্রশংসা করতে শোনেন, আপনার মনে কার কথা আসে? আপনি মনে করেন শুধুমাত্র একজন পুরুষই এই প্রশংসা পেতে পারে? ঈসা কি একজন সৎ ও বিশ্বস্ত নারীকে ৫টি বা ১০ টি শহরের দায়িত্ব দিবেন(লূক ১৯)? নারীদেরকে বেহেস্তে কোথায় দেখেন আপনি? তারা কি পিছনের কোন সারিতে গাদাগাদি করে বসেছে? তারা কি স্মনের দিকে আসার জন্য ঠেলাঠেলি করছে? তারা কি সেখানে পুরুষদের অনন্তকাল সেবা করার জন্য কাজ করছে? নাকি তারা তাদের কৃত ভাল কাজের এবং আল্লাহ্রে প্রতি বিশ্বস্ততার দ্বারা ফল পাচ্ছে? শেলা।

আল্লাহ্ বিশ্বস্ততায় ফল দান করেন, জৈবিক বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে নয়।

উপসংহার

আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে চিরস্থায়ী পরিবারকে চিত্রিত করুন। ঈসা তার কনের মনের ভাব জানেন। তিনি আপনার বিস্বস্ততার হৃদয়কে'ও জানেন, "কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরন একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইতে তাহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমন করে" (২য় খান্দাননামা ১৬:৯)। পুরুষ এবং নারী, যারা আল্লাহ্রে সম্মুখে দন্ডায়মান, তার কালাম পালন এবং বিশ্বস্ত থাকার জন্য রহমত প্রাপ্ত হবে।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

আল্লাহ্ জানতেন কোথায় থামতে হবে...আমরা কি তা জানি?

আশা করি জানি, তবুও আমাদের দেখা প্রয়োজন! আদিতে সৃষ্টির সময় তিনি ছয় দিনে সমস্ত সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। আলো, সময়, স্থান, জীবন, এবং মানুষ সৃষ্টির পর তিনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, বরং তিনি সৃষ্টিকাজ স্থগিত করার জন্যই এমন করেছিলেন। তার স্থগিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তার কাজের মানদন্ড স্থির করলেন, কারণ তিনি জানতেন কখন থামতে হয়।

মূল শব্দ

שַׁבָּת

Shabbat = Sabbath = ৭ম=কাজ শেষ করা

আল্লাহ্ তাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ করলেন; তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ করলেন না।
৩ এই সপ্তম দিনটিকে তিনি দোয়া করে পবিত্র করলেন, কারণ ঐ দিনে তিনি কোন সৃষ্টির কাজ করেন নি।" পয়দা:২:২-৩

শান্তিতে বিশ্রাম উপভোগ করতে ভাল কাজ করুন... আল্লাহের লোকেরা সত্যিই রহমতযুক্ত!

১. শারীরিক বিশ্রাম- আল্লাহ্ সাব্বাত বিশ্রামের নিয়ম করেছিলেন, আর আমরা আল্লাহের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং যখন আমরা তার সৃষ্ট নিয়ম অনুসারে একটি সাপ্তাহিক ছুটি পালন করি করি তখন নিজেদের রহমতযুক্ত অনুভব করি। আমাদের দৈনন্দিন বিশ্রামের এই প্রয়োজনীয়তা আল্লাহের উপর আমাদের নির্ভরতা প্রকাশ করে যিনি আমাদের বহণ করে চলেন।

২. রূহানিক বিশ্রাম- ঈসা বুঝেছিলেন মানুষ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাই তিনি বলেছিলেন, " আমার নিকট আইস...আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব," যেন তারা "তাদের রূহ্ বিশ্রাম খুঁজে পায়"। (মথি ১১:২৮-৩০) আর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "মনুষ্যপুত্রই বিশ্রামবারের কর্তা"(লূক ৬:৫)। তিনিই বিশ্রাম দাতা, এবং জানেন কখন থামতে হবে।

৩. অনন্ত বিশ্রাম- ইবরানী ৪ এ, চিরস্থায়ী পরিবার অনন্ত জীবনে বেহেস্তী বিশ্রাম উপভোগ করবে। এটি আল্লাহের লোকদের জন্য প্রতিশ্রুত "আল্লাহের লোকদের সাব্বাত বিশ্রাম" (ইবরানী ৪:৯)। এই বিশ্রাম প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ আল্লাহের উপস্থিতি লাভ করা। তিনিই আমাদের বিশ্রামস্থান।

আল্লাহ্ কেন "কাজ স্থগিত" করেছিলেন?

পয়দায়েশ ১:৩১ আয়াতে আল্লাহ্ তার সৃষ্টিকে বললেন "অতি উত্তম" এবং কাজ সমাপ্ত করে বিশ্রাম নিলেন। চিন্তা করুন আল্লাহ্ কেন এই সময়ই থামলেন...আল্লাহ্ কি নতুন কিছু ভাবতে পারেননি? আল্লাহের সৃষ্টিশীলতা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল? না, তা নয়। বরং এটাই থামার জন্য সঠিক সময় ছিল কারণ ওই পর্যায়ে আল্লাহের পরিকল্পনা পরিপূর্ণ হয়েছিল।

বিশেষত নারী পুরুষের বিষয়ে, সঠিক "থামার সময়" আল্লাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহই নারী এবং পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। থামুন। আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করলেন পাক-রূহে পূর্ণ করে, আপন মূর্তিতে, আল্লাহের দূত হয়ে পৃথিবীতে শাসন করার জন্য। থামুন। নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহের আদর্শ না থাকলে সেটি অনেক ভারী ফলাফলের কারণ হয়। কিছু তত্ত্ব, নীতি, সিদ্ধান্ত আল্লাহের কর্মীদের সীমাবদ্ধ করে। কিছু কাজ আল্লাহের ফসলকে সীমিত করে। কিছু কাজ ও ভাবমূর্তি আল্লাহের রাজ্যের আদর্শকে অসম্মান করে আল্লাহ্-বিহিন অহংকার,গর্ব ও মানুষের সংস্কৃতিকে উপরে তোলে

আপনি কি খুব শীঘ্রই থেমে যান? নাকি অতিরিক্ত পথ অতিক্রম করেন? আপনি আল্লাহের আদেশ ও চরিত্র যথাযথভাবে ধারণ করেন?

- আপনি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই দরজা উন্মুক্ত করেন, কিন্তু ধার্মিক নারীদের দ্বারা আল্লাহ্ তার যে কাজ করতে পারেন তা সীমাবদ্ধ করেন?(**খুবই সঙ্কীর্ণ**!)
- আপনি কি অধার্মিকদেরকেও সুযোগ দেন? **(অতি বিস্তীর্ণ!)**
- আপনি কি ধার্মিক নারী এবং পুরুষের জন্য দরজা উন্মুক্তকারী, এবং তাদেরকে সাহস দেন ও আল্লাহের মতো করে গড়ে উঠতে সাহায্য করেন?**(উত্তম!)**

"অতি সঙ্কীর্ণতা" পাপ। "অতি বিস্তীর্ণতা" পাপ।

উপসংহার

আল্লাহ্ জানতেন কখন সৃষ্টি করতে হবে এবং কখন থামতে হবে। তিনি সৃষ্টি করলেন, রহমত করলেন, এবং নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করলেন, তারপর থামলেন। তিনি তাদেরকে অভিন্ন করে সৃষ্টি করেননি। সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাড়াতে হলে গভীর জ্ঞান প্রয়োজন। আল্লাহ্ চান তিনি যে পর্যায় থেমেছেন আমরাও যেন সে পর্যায়ে থেমে যাই।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?

আমরা মোনাজাত করি যাতে আপনি এই সংক্ষিপ্ত পরিজ্ঞান গুলির মাধ্যমে মসীহের ভালবাসায় আরও বৃদ্ধি পাবেন। আমরা মোনাজাত করি যেন আপনি **আদর্শ পরিবারের** জন্য আল্লাহের আসল উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা দেখতে পান। আমরা মোনাজাত করি যেন আপনি **পতিত পরিবারকে** চিহ্নিত করতে পারেন এবং এর জন্য দুঃখ করতে পারেন। আমরা মোনজাত করি আপনি যেন ঈসার রক্তে আবৃত হন এবং **উদ্ধারকৃত পরিবারে** যুক্ত হন। আমরা বিশ্বাস করি আপনি **বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিবার** হিসাবে এখন আল্লাহ্ওহী নারী পুরুষদেরকে কাজে প্রেরণ করার জন্য প্রস্তুত। এবং আমরা ঈসার দ্বিতীয় আগমণের জন্য মোনাজাত করি যেন সেখানে আপনার সাথে **অনন্তকালীন পরিবারে** যুক্ত হয়ে উৎযাপন করতে পারি।

যেহেতু আপনি নম্র হয়ে, ভাইবোন হিসাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
সুসমাচারের জন্য কাজ করছেন,
তাই ঈসা আপনাকে তাঁর পবিত্র উপস্থিতি, প্রতিটি রূহানিক
দান, এবং দীর্ঘস্থায়ী ফল দিক ।

এখন... সাথে চলা!

SERVING
SHOULDER to SHOULDER